Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

শ্রীশ্রীচণ্ডীপরিচয়

ওঁ ঐঁ হ্রীঁ ক্লীঁ

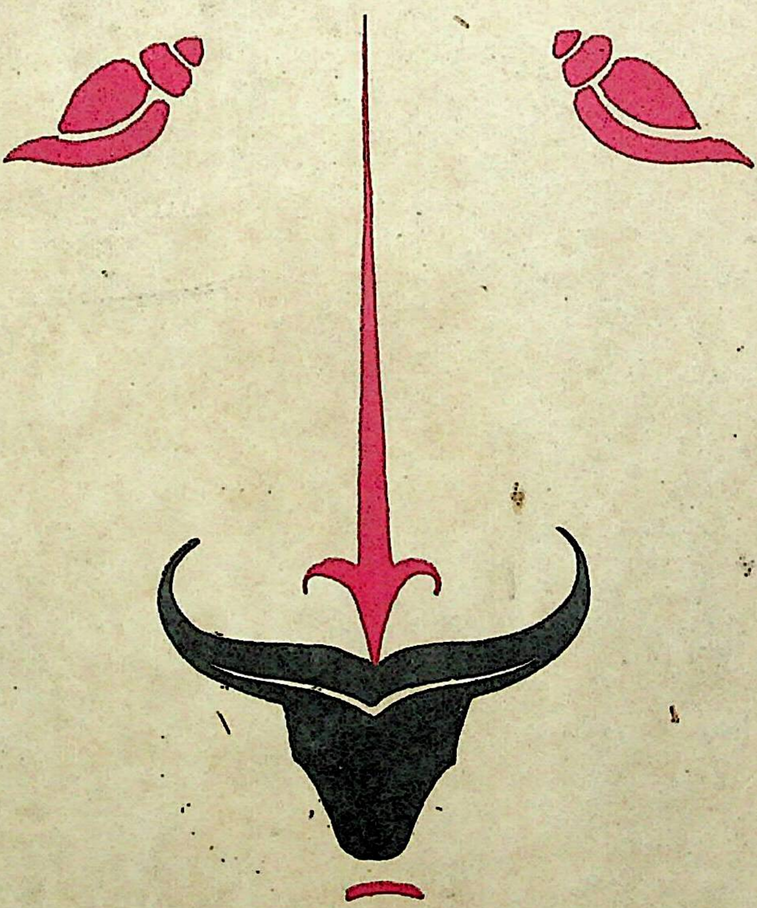

শ্রীহরলাল ভট্টাচার্য

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

Library
SHREE SHREE MA ANANDAMAYEE ASHRAM
Bhadaini, Varanasi-1
No. 1/94
Book should be returned by date (last) noted below or re-issue arranged. Otherwise a fine of 10 N.P. daily shall have to be paid.

CC0. In Public Domain: Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

~~৮০৭~~ ~~[illegible]~~ 1/94

শ্রীযুক্ত স্বামী চিন্ময়ানন্দ গিরিজীকে
শ্রদ্ধা অর্পণ সহকারে

প্রণত:
শ্রীহরলাল ভট্টাচার্য
২৭/৪/৭৩

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

শ্রীশ্রীচণ্ডী পরিচয়

For. Library:—
Swami Chinmayananda.

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

প্রকাশক
এইচ. রায়
অনন্য প্রকাশন
৬৬, কলেজ ষ্ট্রীট (দ্বিতল)
কলিকাতা-১২

প্রথম প্রকাশ
বৈশাখী পূর্ণিমা, ১৩৮০

মুদ্রাকর
শ্রীপরেশনাথ গোস্বামী
শ্রী আর্ট প্রেস
৫/১, রমানাথ মজুমদার স্ট্রীট,
কলিকাতা-১২

প্রচ্ছদ
অমিয় রায়

প্রাপ্তিস্থান
১। শ্রীমতী বাণী ভট্টাচার্য
১১বি, ফার্ণ রোড,
কলিকাতা-১৯

২। মহেশ লাইব্রেরী
২/১ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট
কলিকাতা-১২

৩। এইচ. রায়
৬৬, কলেজ ষ্ট্রীট (দ্বিতল),
কলিকাতা-১২

[গ্রন্থকার কর্তৃক
সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত।]

মূল্য : তিন টাকা

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

উৎসর্গ

জগন্মাতা ভগবতী

শ্রীশ্রীমা আনন্দময়ী মা

ও

তন্ত্রশাস্ত্রনিধি, সচল বিশ্বনাথ

শ্রীশ্রীগোপীনাথ কবিরাজজীঃ

চরণে ॥

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ভগবতী শ্রীশ্রীমা আনন্দময়ী

ও

কাশীধামের সচল বিশ্বনাথ শ্রীশ্রীগোপীনাথ কবিরাজ

গোপাল মন্দির, মা আনন্দময়ী আশ্রম, বারাণসী ৬. ১২. ৭২ তারিখে গৃহীত।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

লেখকের নিবেদন

ব্যাসদেব রচিত মার্কেণ্ডেয় পুরাণের অংশবিশেষ শ্রীচণ্ডী ; আর ব্যাসদেব কৃত মহাভারতের ভীষ্মপর্বের অংশ শ্রীগীতা।

গীতা সর্বসাধারণের মধ্যে প্রচালিত রহিলেও চণ্ডীর প্রচলন তত নাই। এইরূপ তারতম্যের কারণ, মানুষ শোকে, দুঃখে, সুখে, সম্পদে যে কোন অবস্থায় গীতার উপদেশ সকল হইতে শান্তি লাভ করিতে পারেন ; কিন্তু চণ্ডী এমত নহে।

সাধারণতঃ তান্ত্রিক সাধনার মূলরূপে শ্রীচণ্ডীকে গ্রহণ করে। সেইজন্য আধুনিকে যুগে যখন গীতার বহুল প্রচলন ও বৈষ্ণব ধর্মের ব্যপক মহিমা প্রচারিত তখন শ্রীচণ্ডী প্রায় বিস্মৃতির কোলে ; উপরন্তু তন্ত্র-সাধনা আধুনিক কালে লুপ্ত প্রায়। ইহা ছাড়া শ্রীশ্রীচণ্ডী পুস্তকটির প্রচলিত বিন্যাসও উহাকে জনপ্রিয় না করিবার কারণ।

আশ্চর্য হইতে হয়, যে কাপালিককে উদ্দেশ্য করিয়া ঋষি বঙ্কিমের 'কপালকুণ্ডলা' সাহিত্যের উৎপত্তি ; আর যে দেশে রামপ্রসাদ, কমলাকান্ত, রামকৃষ্ণ, বামা ক্ষ্যাপা প্রভৃতি সাধকগণ এবং বশিষ্ঠ মুনি দেবীকে আরাধনা করিয়া 'ব্রহ্ম'কে উপলব্ধি করিয়াছিলেন, সেই দেশে শ্রীশ্রীচণ্ডী গ্রন্থের সারমর্ম জনসাধারণ উপলব্ধি করিতে যত্নবান হইবেন না, ইহা অত্যন্ত পরিতাপের বিষয়।

শ্রীশ্রীচণ্ডীর মূল বক্তব্য বিষয়গুলি যাহাতে সহজে হৃদয়ঙ্গম করিতে পারে, সেই উদ্দেশ্যে আমি ঐ গ্রন্থটিকে আধুনিক ভাবে পুনর্বিন্যাস করিয়া উপস্থাপিত করিয়াছি মাত্র। সুধী পাঠকগণ আমার এই উদ্দেশ্যটি অনুমোদন করিলে আমার চেষ্টার সার্থক হইবে বলিয়া মনে করিব।

এখানে জানা প্রয়োজন যে ভক্ত বা সাধক তাঁহাদের আরাধ্যরূপে যে কোন দেব-দেবীকে নির্দিষ্ট করিয়া লইয়া তাঁহার ভাবমূর্তি চিন্তা করুন, তাঁহার উপরে স্থির বিশ্বাস স্থাপন করা আবশ্যক। ফলতঃ ঐ উদ্দেশ্যে স্তবস্তুতিগুলি সাধকের নিজ নিজ ভাষায় উপস্থাপিত করা কখনই দোষাহ নহে ; বরং উহাই সর্বোৎকৃষ্ট ও সহজ পথ বলা যায়। এমত চিন্তা করিয়া আমি সংস্কৃত স্তবগুলির বঙ্গানুবাদ করিয়া ছন্দাকারে উপস্থাপিত করিয়াছি। কেবল তান্ত্রিক রাত্রি-সূক্ত ও তান্ত্রিক দেবী-সূক্ত দুইটির মূল সংস্কৃত স্তব এবং

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

অন্যান্য স্তবগুলি পুস্তকের শেষে দেওয়া হইল। মনে রাখিতে হইবে যে রাজা সুরথ ও সমাধি বৈশ্য তান্ত্রিক্ দেবী-সূক্তটিই পাঠ করিয়াছিলেন। আর সংস্কৃত অর্গলা স্তোত্রটিও জ্ঞাতার্থে দেওয়া হইল।

আমি প্রথমে যখন সহজভাবে সাধারণের উপলব্ধির জন্য গীতার উপদেশ গুলি পুস্তিকাগারে "সহজ গীতা পরিচয়" এই নামে প্রকাশ করি তখন শ্রদ্ধেয় কবিরাজ শ্রীরামচন্দ্র মল্লিক, কাব্য-ব্যাকরণ সাংখ্যতীর্থ মহাশয় লিখিয়াছিলেন যে আমি যেন গীতা অনুরূপ অন্যান্য ধর্মগ্রন্থগুলির নিহিত নিগূঢ় তত্ত্ব সমূহ সহজাকারে প্রকাশে যত্নবান হই। উঁনারি প্রেরণায় উৎসাহিত হইয়া পরে আমি শ্রদ্ধেয় ডঃ হিরন্ময় বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের নিকট আমার শ্রীচণ্ডী গন্থ প্রকাশনার ইচ্ছা প্রকাশ করিলে তিনি আমাকে অত্যন্ত উৎসাহিত করেন। উপরন্তু তিনি আমার এই পুস্তকটির ভূমিকা লিখিয়া উহা প্রকাশের প্রেরণা দিলেন।

কেহ কেহ আমাকে এরূপ পুস্তক প্রকাশে নিরুৎসাহিত করিলেও আমি তাহাদিগের উপদেশ গ্রহণ করিতে পারি নাই। কারণ আমার ধারণায় ভগবান বা ভগবতীর মাহাত্ম্য যতই সাধারণের মধ্যে সহজবোধগম্যরূপে পুস্তকাকারে প্রকাশিত হইবে ততই দেশের ও দশের মঙ্গল। এইরূপ ইচ্ছায় আমি শ্রীশ্রীচণ্ডীকে আধুনিক ভাবধারা উপযোগী করিয়া "শ্রীশ্রীচণ্ডী পরিচয়" এই নামে পুস্তকটি সর্বসাধারণের নিকট উপস্থিত করিলাম। এইরূপ পুস্তক প্রকাশে শাস্ত্রীয় মতে কোন ত্রুটি বিচ্যুতি রহিলে পণ্ডিত সমাজ আমাকে ক্ষমা করিবেন এবং আমার মনোগত ইচ্ছা বা ভাবধারা অবশ্যই উপলব্ধি করিয়া এইরূপ প্রকাশনায় উৎসাহিত করিবেন, এই আমার প্রার্থনা।

বর্তমানে আমাদের দেশে শরৎকালে এবং বসন্ত কালে যে মহিষমর্দিনী দুর্গা প্রতিমা গড়িয়া পূজা করা হয় তাহা শ্রীশ্রীচণ্ডী উল্লেখিত মহিষাসুর মর্দিণী শ্রীচণ্ডীদেবী অনুরূপ নহে। শ্রীশ্রীচণ্ডীদেবী সেখানে অষ্টদশভূজা, তিনি সেখানে দশভূজা নন। অবশ্য শ্রীচণ্ডী গ্রন্থে দেখি যে দেবী নিজ মুখে কহিয়াছেন,

"তত্রৈব চ বধিষ্যামি দুর্গমাখ্যং মহাসুরম ॥
দুর্গাদেবীতি বিখ্যাতং তন্মে নাম ভবিষ্যতি।

(১১শ অ, শ্লোক ৪৯-৫০)

অর্থাৎ আর সেই সময়ে (শাকম্ভরী অবতারে) দুর্গম নামক মহাসুরকে বধ করিব বলিয়া আমি দুর্গাদেবী নামে প্রসিদ্ধা হইব। অসুরাধিপতি শুম্ভ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

নিহত হইলে অগ্নিপ্রমুখ ইন্দ্রাদি দেবগণ কাত্যায়নী দেবীকে স্তব করিলে দেবী ঐ কথা নিজ মুখে কহিলেন।

অতএব দেখা যাইতেছে যে শরৎকালে প্রচলিত দশভূজা দুর্গাদেবী পূজা শ্রীশ্রীচণ্ডী বর্ণিত মহিষাসুর-মর্দিনী এক নহেন। অবশ্য ইহা আলচ্য বিষয় নহে, ইহা জ্ঞানার্থে উল্লেখ করিলাম মাত্র।

পরিশেষে বলিতে চাই যে দেবীকে "ত্রিধা মাত্রাত্মিকা স্থিতা" অর্থাৎ দেবী মাত্রাত্রয়রূপা বা তিন প্রকারে (অকার-উকার-মকার লক্ষণা) অবস্থিতা। অতএব দেবী প্রণব বা ওঁকার স্বরূপা। সমস্ত নারীজাতিকেই মাতৃরূপে চিন্তা করিতে হয়। আর প্রাণীমাত্রেই হ-কার ধ্বনি বহে; ঐ হংসঃ, হংসঃ শব্দের মধ্যেই 'অউম্' শব্দ নিহিত আছে। এই শব্দ মানুষের মধ্যে নিয়তই অজপা-জপরূপে হইতেছে। অতএব এই ওং-কার বা প্রণবধ্বনি উচ্চারণে নারী বা পুরুষ কাহার প্রতি বিধিনিষেধ থাকিতে পারে না। যে অজপা-জপ প্রাণী মাত্রেরই অন্তরে বহিতেছে, সেখানে উহা উচ্চারণে কোন বিধি-নিষিধ ভগবানের অভিপ্রেত নয়। ব্রহ্ম-শব্দমাত্র; আর এই প্রণবধ্বনিই ব্রহ্ম-শব্দ স্বরূপ।

পরিশেষে মনে রাখিতে হইবে যে যিনি যে ভাবকে আশ্রয় করিয়া সাধন পথে অগ্রসর হন, তাহার সে ভাবকেই আঁকড়াইয়া রাখিতে হইবে। কাহারও নিজ নিজ ভাব নষ্ট করিতে নাই বা নিয়ত পাল্‌টাইতে নাই। কারণ ভাবের ঘোরে সকল সময় চুরি বা পরিবর্তন হইতে থাকিলে ভাব স্থায়ী হয় না। এক এক ভাবুক এক এক ভাবে অথবা একই ভাবুক নানা প্রকার ভাব অবস্থায় দেবতা বা দেবীর নানারূপ স্তব, স্তুতি করিয়া থাকেন; ফলতঃ আমাদের ধর্ম-গ্রন্থগুলিতে একই দেব, দেবীর নানান স্তব, স্তুতির উল্লেখ রহে। কিন্তু প্রথমে যে ভাবকে আশ্রয় করিতে ইচ্ছা করে, সে একটি বাছাই বা মনোমত স্তবকে অবলম্বন করিয়া ইষ্টদেবতা বা ইষ্টদেবীকে (যাহার যাহা অভিরুচি) হৃদয়ে ধ্যান করে, ইহাই সাধন পথের মূল মন্ত্র। এই জন্যই মনে হয় রাজা সুরথ ও সমাধি বৈশ্য তান্ত্রিক দেবী-সূক্তটিই কেবল পাঠ করিয়াছিলেন। অবশ্য সকলের মন বা ভাব একরূপ নহে। অতএব সাধন পথে যিনি অগ্রসর হইতে চান, তিনিই নিজে ঠিক ঠিক স্তবটি বাছাই করিয়া নিলে তাহার সুবিধা হয়। এবিষয়ে ধর্মীয় বিধিনিষেধ কিছুই নাই। আসলে ভাবই সব; এ জগৎ ভাবময়। সাধকগণ ভাব-রাজ্যেই বিচরণ করেন। স্থূল ভাবকে (দেব, দেবী মূর্তি পূজা ও উহাদের উদ্দেশ্যে স্তব স্তুতি) আশ্রয় করিয়া সূক্ষ্মভাবকে অন্তরে ধারণ করিতে পারিলেই সাধকের সিদ্ধিলাভ হয়।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তন্ত্র-শাস্ত্রের সহিত বৈষ্ণব-ধর্মের কোন বিবাদ নাই। গীতার পুরুষ (শ্রীকৃষ্ণ) ও চণ্ডীর নারী (মহামায়া) এক ও অভিন্ন। স্ত্রী ও পুরুষ মিলনেই আনন্দ; অবশ্য এই মিলন আনন্দে সংখ্যা বৃদ্ধি নাই। নির্গুণ-ব্রহ্মকেই সাধকগণ কৃষ্ণ, নারায়ণ, বিষ্ণু, শিব, গণেশ, মহাবীর, দুর্গা, কালী, লক্ষ্মী, সরস্বতী ইত্যাদি নানা নামে অভিহিত করেন। আসলে সকল সম্প্রদায়ের মানুষই একম্ অদ্বিতীয়ম্—চৈতন্য আমিকে উপাসনা করেন। এক এক সম্প্রদায়ের লোক ঐ 'এক'কেই এক এক নামে ব্যক্ত করেন। উঁহাকেই অনুভব করিবার জন্য বিভিন্ন সম্প্রদায়ের সাধকগণ নিজ নিজ 'পথ ও মত' অনুসারে অগ্রসর হয়েন। কিছুদূর অগ্রসর হইবার পরেই তাঁহারা দেখেন যে তাঁহারা সকলেই একটি সাধারণ পথে আসিয়া মিলিত হইয়াছেন, তখন তাহারা সকলে এক পথ বাহিয়া অগ্রসর হইতেছেন এবং শেষে একই লক্ষ্যে আসিয়া পৌঁছিয়াছেন। অতএব ধর্ম সম্প্রদাগুলির মধ্যে যে গোঁড়ামী বা নানাত্ব তাহা কেবল নীচের তলায়।

পরিশেষে বলিতে চাই যে বেদ যাহা মীমাংসা করিতে পারে নাই, তন্ত্র-শাস্ত্র তাহা করিয়াছে। সাধারণতঃ মানুষের ধারণা যে তন্ত্র-শাস্ত্র পঞ্চ মকার সম্বন্ধীয় শাস্ত্র, ইহাতে কোন সত্যতা নাই। পুরুষের সহিত প্রকৃতির মিলন এবং অবলম্বন স্বরূপে বিগ্রহ-মূর্তিগুলি প্রতিস্থাপিত হইবার ফলে মানুষের নিকট অনেক গূঢ়-তত্ত্ব সহজ বোধ্য হইয়াছে, এই সকল তন্ত্র-শাস্ত্রেরই অবদান।

এই গ্রন্থ প্রকাশনায় আমাকে সাহায্য করিয়াছেন স্নেহভাজন সর্বশ্রী সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায়, অরুণ বসু, কমলাক্ষ গোস্বামী, গুরুপ্রসাদ ভট্টাচার্য ও গোপাল সরকার। সর্বশেষে ধন্যবাদ জানাই শ্রীহীরক রায়কে যিনি এই গ্রন্থের প্রকাশ এবং মুদ্রাকর শ্রীপরেশনাথ গোস্বামীকে। সর্বশেষে শ্রদ্ধা জানাই সাধিকাপ্রবর শ্রীশ্রীগঙ্গা দেবী ও শাস্ত্র-পারঙ্গম ডঃ রাধাগোবিন্দ বসাককে যাঁহারা আমাকে এই গ্রন্থ সম্বন্ধে অভিমত দিয়া আমাকে উৎসাহিত করিয়াছেন।

ইতি—

শ্রীহরিলাল ভট্টাচার্য

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ভূমিকা

শ্রীহরলাল ভট্টাচার্য সম্প্রতি 'গীতা পরিচয়' নামে স্বকীয় ভঙ্গীতে একটি গ্রন্থ রচনা করে অনেক মনীষীর প্রশংসা লাভ করেছেন। সম্প্রতি তাঁর ইচ্ছা হয়েছিল অনুরূপ রীতিতে শ্রীচণ্ডীর পরিচায়ক একটি গ্রন্থ রচনা করেন। এ বিষয়ে কোন কোন ক্ষেত্র হতে নিরুৎসাহিত হয়ে আমার কাছে আসেন তাঁর এই প্রস্তাব সম্পর্কে আমার অভিমত জানতে। আমি তাঁকে জানিয়ে ছিলাম এ প্রস্তাবে আমার সম্মতি আছে এবং নিরুৎসাহিত বোধ করবার কোন কারণ নাই।

সম্মতি দেবার পেছনে একটি যুক্তি ছিল। আমার ধারণায় কোন বিখ্যাত গ্রন্থের গতানুগতিক পথে আলোচনা না করে নূতন পথে আলোচনায় ক্ষতি নাই, বরং লাভ আছে। তার ফলে তার সম্বন্ধে নূতন আলোকপাত সংঘটিত হতে পারে। একটি হীরক খণ্ডকে কেবল এক দিক হতে দেখলে তার পরিপূর্ণ সৌন্দর্য উদ্ঘাটিত হয় না। নানাদিক হতে দেখলে তা হয়। একটি বিখ্যাত গ্রন্থ সম্বন্ধেও সেই কথা প্রযোজ্য।

সম্প্রতি তিনি গ্রন্থখানি সম্পূর্ণ করে তার পাণ্ডুলিপী আমার কাছে স্থাপন করে আমাকে ভূমিকা লিখে দিতে অনুরোধ করেছেন। গ্রন্থখানি পড়ে আমার মনে হয়েছে তাঁকে উৎসাহিত করে ভালই করেছিলাম। গ্রন্থখানিকে সাধারণ পাঠকের গ্রহণযোগ্য করে তিনি তাঁর নিজস্ব ভঙ্গীতে স্থাপন করেছেন। তাতে শ্রীচণ্ডী সম্বন্ধে সকল প্রয়োজণীয় জ্ঞাতব্য বিষয় স্থাপিত হয়েছে। কাহিনীর পটভূমি, মূল ঘটনাগুলি, শ্রীচণ্ডীর উদ্দেশ্যে নিবেদিত স্তব এখানে সন্নিবেশিত হয়েছে। অন্য প্রয়োজনীয় বিষয় যেমন চণ্ডীপাঠের রীতি এবং বিভিন্ন মন্ত্রের ব্যাখ্যাও গ্রন্থে স্থান পেয়েছে। তান্ত্রিক রাত্রি সূক্ত, তান্ত্রিক দেবী সূক্ত, অর্গলাস্তোত্র এবং দেবতাদের স্তব মূল সংস্কৃতে পরিশিষ্টে দেওয়া হয়েছে। ফলে শ্রীচণ্ডী সম্বন্ধে প্রয়োজনীয় জ্ঞাতব্য বিষয় গ্রন্থে স্থান পেয়েছে।

অতিরিক্ত ভাবে দুটি জিনিষের প্রতি তিনি বিশেষ দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। প্রথমত গীতার সহিত চণ্ডীর একটি তুলনামূলক আলোচনা দিয়েছেন। সত্যই উভয়ের মধ্যে অনেক সাদৃশ্য আছে। মূল গ্রন্থে তা বিস্তারিত ভাবে বর্ণিত

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

থাকায় এখানে তার আলোচনার প্রয়োজন নাই। তবে এটুকু বলা চলে যে গীতার সুর আরও উচ্চ গ্রামের। দর্শনের দিক হতে তাতে সৃষ্টি তত্ত্বের একটি ব্যাখ্যা আছে যার মধ্যে উপনিষদের ব্রহ্মবাদের সঙ্গে সাংখ্যদর্শনের প্রকৃতি-পুরুষ তত্ত্বের একটি সামঞ্জস্য বিধানের চেষ্টা হয়েছে। চণ্ডীতে অনুরূপ কিছু পাই না। চণ্ডীতে আর্ত ও অর্থার্থীর মনোভাব নিয়ে উপাসনায় বেশী উৎসাহ দেওয়া হয়েছে। 'রূপং দেহি, জয়ং দেহি, যশো দেহি, দ্বিষো জহি' প্রার্থনায় বেশী উচ্চারিত। তবু চণ্ডীর বিশেষ নিজস্ব আবেদন আছে বৈকি।

দ্বিতীয় যে বিষয়টির প্রতি তিনি দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন তা হল হিন্দুভক্তি-মার্গে উপাসনার বিভিন্ন রীতির মধ্যে একটি ঐক্যমূল। সেই ঐক্যসূত্রের বীজটি পাই শ্রুতির বচনের মধ্যেই। ঋগবেদে ঋত সত্যের একটি পরিকল্পনা আছে। তা বলে যে মূল সত্তা আছেন তিনি একাধারে সত্য এবং শক্তি। শক্তি হিসাবে তিনি বিশ্বকে সৃষ্টি এবং ধারণ করেন। উপনিষদে তাকেই ব্রহ্মের 'স্বাভাবিকী জ্ঞানবলক্রিয়া' বলে বর্ণনা করা হয়েছে। শ্রীভট্টাচার্য দেখিয়েছেন শৈব, শাক্ত, বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের মধ্যেও এই মূল শক্তি নানা নামে স্বীকৃত হয়েছেন। শ্রীচণ্ডী যে শক্তির ধারক তাই শৈবের নিকট শিবশক্তি, বৈষ্ণবের নিকট বিষ্ণুমায়া এবং শাক্তের নিকট মহামায়া নামে পরিচিত। এই দিকটির প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণের প্রয়োজন ছিল।

এই ভাবে গ্রন্থখানি নানা তথ্যে সমৃদ্ধ হয়ে উঠেছে এবং গতানুগতিক পথে না গিয়েও শ্রীচণ্ডী সম্বন্ধে প্রয়োজনীয় জ্ঞাতব্যবিষয় সরল ভাষায় সাধারণের গ্রহণযোগ্যরূপে স্থাপিত হয়েছে। আমার তাই ধারণা তাঁর রচিত গীতা পরিচয়ের' মত এটিও জনপ্রিয়তা অর্জন করবে।

হিরণ্ময় বন্দ্যোপাধ্যায়

১, বালিগঞ্জ টেরাস
কলিকাতা-১৯
১৫ই শ্রাবণ ১৩৭৯

ডি-লিট্ ; এফ্-এ-এস্ ;
ভূতপূর্ব-উপাচার্য, রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়,
কলিকাতা।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সূচীপত্র

১। বৈষ্ণব আর তন্ত্র সাধনা অভিন্ন ... ৩—৯

২। পরমা প্রকৃতি শ্রীশ্রীচণ্ডী ও পরম পুরুষ শ্রীকৃষ্ণ অভিন্ন ... ১৩—২০

৩। শ্রীশ্রীচণ্ডী ও শ্রীগীতা অনেকাংশে তুল্য ... ২৩—৩৬

৪। চণ্ডীপাঠ নিয়ম এবং উহার মাহাত্ম্য ... ৩৯—৫০

৫। শ্রীশ্রীচণ্ডী আরম্ভ (প্রধান অংশ) ... ৫৩—৫৮

৬। শ্রীশ্রীচণ্ডীর প্রথম চরিত্র (মহাকালীর ধ্যান) ... ৫৯

মধু ও কৈটভ অসুরদ্বয় বধ বর্ণনা ... ৬১—৬৪

৭। শ্রীশ্রীচণ্ডীর মধ্যম চরিত্র (মহালক্ষ্মীর ধ্যান) ৬৫

মহিষাসুর বধ বর্ণনা ... ৬৭—৭৪

৮। শ্রীশ্রীচণ্ডীর উত্তম চরিত্র (মহাসরস্বতীর ধ্যান) ৭৫

শুম্ভ ও নিশুম্ভ বধ বর্ণনা ... ৭৭—৯০

৯। চণ্ডীর মূল ভাবার্থ ও বীজ মন্ত্রগুলির ব্যাখ্যা ... ৯৩—৯৮

১০। পরিশিষ্ট (মূল সংস্কৃত স্তব সকল)

(ক) অর্গলা স্তোত্র ...১০১—১০২

(খ) তান্ত্রিক রাত্রি-সূক্ত ... ১০৩

(মধু ও কৈটভ বধ নিমিত্ত ব্রহ্মা কর্তৃক দেবী আহ্বান স্তব)

(গ) মহিষাসুর বধ হইলে ইন্দ্র প্রমুখ দেবগণ কর্তৃক স্তব ...১০৪—১০৭

(ঘ) তান্ত্রিক দেবী-সূক্ত

(শুম্ভ ও নিশুম্ভ বধ নিমিত্ত মহাদেবীকে আহ্বান স্তব) ...১০৮—১১০

(ঙ) শুম্ভ-নিশুম্ভ বধ পরে দেবগণের দেবী স্তব ...১১০—১১৩

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ওঁংঐংহ্রীংক্লীং
চামুণ্ডায়ৈ বিচ্চে।

*
*

"সর্বমঙ্গলমঙ্গল্যে শিবে সর্বার্থসাধিকে।
শরণ্যে ত্র্যম্বকে গৌরী নারায়ণি নমোঽস্তুতে ॥
সৃষ্টিস্থিতি বিনাশানাং শক্তিভূতে সনাতনি।
গুণাশ্রয়ে গুণময়ে নারায়ণি নমোঽস্তুতে ॥
শরণাগতদীনার্তপরিত্রাণপরায়ণে।
সর্বস্যার্তিহরে দেবি নারায়ণি নমোঽস্তুতে ॥"

*
*

হে দেবি!
"রূপং দেহি জয়ং দেহি যশো দেহি দ্বিষো জহি"

*
*

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বৈষ্ণব আর তন্ত্র সাধনা অভিন্ন

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

অহিংসা অহিংসা করিয়া দেশ রসাতলে গিয়াছে বা যাইতেছে, অতএব বৈষ্ণবধর্মের আর প্রয়োজন নাই। এখন শক্তি আরাধনার উপযুক্ত সময়। এই পূজাই দেবী আরাধনা। অহিংস কথাটি প্রায়ই বৈষ্ণবধর্মের সহিত যুক্ত করিয়া এমত কদর্থ করা হয়।

হিংস্রভাব পশুভাব সম ; ইহাতে দেবত্ব বা মানবতা ভাব রহে না। প্রতিহিংসা, পরহিংসা ইত্যাদি ঘৃণামিশ্রিত ভাবই 'হিংসা' শব্দে যুক্ত রহে। এইরূপ ঘৃণামিশ্রিত হিংসা কথাটির বর্জন অর্থেই অহিংসা কথাটি প্রয়োজ্য হইবে।

ভগবান শ্রীকৃষ্ণ এবং মহেশ্বরী মহামায়া শ্রীশ্রীচণ্ডী কখনও মানুষকে ক্লীব বা অকর্মণ্য হইতে বলেন নাই। অহিংসা অর্থে ক্লীবত্ব বা অকর্মণ্যতা (অলসতা) ভাব বুঝায় না। শ্রীকৃষ্ণ বৃন্দাবনে মাত্র বার বৎসর বয়স্কাল পর্যন্ত লীলা করিলেও তিনি প্রয়োজনে কংস ও পরে শিশুপাল বধ নিজ হস্তেই করেন। আবার এই কৃষ্ণই কুরুক্ষেত্র যুদ্ধে অর্জুনের রথের সারথি হইয়া যুদ্ধ পরিচালনা করেন। তিনি অস্ত্রবিহীন নন ; তিনি সুদর্শনচক্রধারী। অতএব যাঁহারা কৃষ্ণকে ভজনা করেন তাঁহারা ক্লীব নহেন।

কামনা-বাসনাযুক্ত কর্ম করিলেই মানুষের মনে ঘৃণা, রাগ-বিদ্বেষ ইত্যাদি জন্মে। কর্মফলে আশা বা লাভালাভ জ্ঞানে কর্ম করিলেই মানুষের সুখ-দুঃখ উদয় হইবে অর্থাৎ আকাঙ্ক্ষিত বস্তু না পাইলেই হিংসাদি উদ্রেক হয়। কাজেই নিষ্কাম কর্ম করিতে হইবে।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

কখনও কর্ম পরিত্যাগ করিবে না, ইহাই গীতার নির্দেশ। শ্রীশ্রীচণ্ডীতে দেবীর মাহাত্ম্য এবং স্তবসকল বর্ণিত আছে। উপরন্তু দেবী-স্তব করিয়া পূজা-পার্বণ-বিধি রহিয়াছে। স্তব-পাঠ, আরাধনা, জপ-তপ যাহা কিছু সকলি কর্মের অঙ্গ। এইগুলি কর্মের প্রকার ভেদ মাত্র।

অনেকেই বলিয়া থাকেন যে গীতা বা চণ্ডী—এসকল পুস্তক পাঠের স্বার্থকতা নাই। কারণ ধর্ম মানুষকে স্বার্থপর করে এবং ধর্মান্ধদের দ্বারা সমাজ-সংস্কার বা জনসাধারণের কল্যাণ হইতে পারে না। ধর্মগুলি মানুষের কুসংস্কার এবং আধুনিক যুগে উহা অচল। অতএব ঐ সংস্কারের মূলে কুঠারাঘাত করিতে হইবে। যাঁহারা এমত সমাজ-সংস্কারক (ধর্মকে অবজ্ঞা করিয়া) তাঁহাদের মন কিরূপে স্বার্থমুক্ত হইবে, যদি না তাঁহারা ধর্মকে আশ্রয় করেন।

মন সর্বদা নিজ নিজ স্বার্থে বা ভোগে আচ্ছন্ন। ধর্মপথ গ্রহণ না করিলে স্বার্থবিহীন কর্ম করিতে পারে না। অধার্মিক মনে মানবের প্রতি মমতা বা দয়া জন্মে না। শ্মশান-বৈরাগ্যের মত বা কুম্ভিরাশ্রু বিসর্জনরূপ মনের অবস্থায় পরের দুঃখে কাঁদা সম্ভব নয়।

বৈষ্ণবগণের ধর্ম স্বার্থপরতার ধর্ম নহে, কারণ শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে দিয়া যুদ্ধ সম্পাদন করাইয়াছিলেন। প্রয়োজনে যুদ্ধও করিতে হইবে, তবে তাহা স্বার্থ প্রণোদিত হইয়া নহে। ঐ যুদ্ধ পরার্থে বা লোকহিতায় হইবে। শ্রীকৃষ্ণ মুখাৎ তত্ত্ব কথা শ্রুত হইয়া আত্মজ্ঞান লাভ হেতু অর্জুনের পক্ষে নিষ্কাম-যুদ্ধ কর্ম করা সম্ভব হইয়াছিল। গীতায় শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছেন :

> "পরিত্রাণায় সাধূণাং বিনাশায় চ দুষ্কৃতাম্।
> ধর্মসংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে ॥"

অর্থাৎ সাধুদের পরিত্রাণের জন্য, পাপীদের বিনাশের কারণে, ধর্ম প্রতিষ্ঠার তরে আমি যুগে যুগে দেহ ধরিয়া আসি।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

পুনরায় বলিলেন ঃ

"যস্য নাহঙ্কৃতো ভাবো বুদ্ধির্যস্য ন লিপ্যতে।
হত্বাঽপি স ইমাল্লোঁকান্ ন হন্তি ন নিবধ্যতে।"

অর্থাৎ আমি কর্তা এই বোধ নাই এবং যাহার বুদ্ধি কর্মেতে আসক্ত নয়, সেই ব্যক্তি সকলকে হত্যা করিলেও হত্যাকারী হয়েন না।

এই শ্লোকগুলি হইতে বর্তমানের সমাজ-সংস্কারকগণ বুঝিতে পারিবেন যে পালন করিবার জন্যই বা জনসাধারণের মঙ্গলের জন্য যে যুদ্ধ করিতে হয় তাহা ভগবান করেন। অতএব ধর্ম-মতিমান ব্যক্তিই ঐ যুদ্ধের অধিকারী। শ্রীকৃষ্ণ কখনও নিজে রাজা হইবার জন্য বা রাজ্যপ্রাপ্তি লোভে কুরুক্ষেত্রে যুদ্ধ করান নাই। আর প্রকৃত হত্যাকারী সেই হইতে সমর্থক যে প্রকৃত ধর্মাশ্রয়ী অর্থাৎ যাহার 'আমি' এবং 'আমার' এই স্বার্থবোধ থাকিবে না এবং যাহার কর্মফলের জন্য আকাঙ্ক্ষা রহিবে না। এমত নিঃস্বার্থ কর্মী ধর্মাশ্রয়ী না হইলে হইতে পারে না।

অনুরূপভাবে যাঁহারা মহাদেবীকে আরাধনা করেন তাহারাও স্বার্থপর হইতে পারেন না। কারণ দেবগণ দেবীর নিকট প্রার্থনা করিয়াছিলেন ঃ

"পাপানি সর্বজগতাঞ্চ শমং নয়াশু
উৎপাতপাকজনিতাংশ্চ মহোপসর্গান্॥

—চণ্ডী, ১১শ অ (৩৪)

অর্থাৎ হে দেবি! আপনি কৃপা করিয়া জগতের সমস্ত পাপ এবং অধর্মের পরিণামে দুর্ভিক্ষ, মহামারী প্রভৃতি ব্যাপক উপদ্রব সকল শীঘ্র নাশ করুন। প্রত্যুত্তরে দেবী বলিলেন ঃ

"বরদাহং সুরগণা বরং যং মনসেচ্ছথ।
তং বৃণুধ্বং প্রযচ্ছামি জগামুপকারকম্॥"

— চণ্ডী, ১১শ অ (৩৭)

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

অর্থাৎ দেবগণ, আমি তোমাদিগের প্রতি বরদানে উদ্যত হইয়াছি। জগতের কল্যাণার্থে যে বর তোমার ইচ্ছা হয় প্রার্থনা কর। আমি তাহাই প্রদান করিব। অনন্তর দেবগণ যাহা প্রার্থনা করিলেন :

"সর্বাবাধাপ্রশমনং ত্রৈলোক্যস্যাখিলেশ্বরি।
এবমেব ত্বয়া কার্যমস্মদ্বৈরিবিনাশনম্ ॥"

অর্থাৎ অখিলেশ্বরী, আপনি এখন আমাদের শত্রুবিনাশ দ্বারা যেরূপ ত্রিভুবনের সকল বিঘ্নের প্রশমন করিলেন, সেইরূপ ভবিষ্যতেও করিবেন। দেবী কহিলেন যে যখন এই প্রকারে দানবের প্রাদুর্ভাব বশতঃ বাধা উপস্থিত হইবে, "তদা তদাবতীর্যাহং করিষ্যাম্যবিসংক্ষয়ম্" (চণ্ডী শ্লোক ৫৫, ১১শ অ) —তখন তখন আমি অবতীর্ণ হইয়া শত্রু নাশ করিব। ১১শ অ. ৪৬, ৪৮ শ্লোকে শ্রীশ্রীচণ্ডীদেবী কহিলেন :

ভূয়শ্চ শতবার্ষিক্যামনাবৃষ্ট্যামনম্ভসি।
মুনিভিঃ সংস্তুতা ভূমৌ সম্ভবিষ্যাম্যযোনিজা ॥
ততোঽহমখিলং লোকমাত্মদেহসমুদ্ভবৈঃ।
ভবিষ্যামি সুরাঃ শাকৈরাবৃষ্টেঃ প্রাণধারকৈঃ ॥

অর্থাৎ পুনরায় শতবর্ষব্যাপী অনাবৃষ্টিহেতু পৃথিবী জলশূন্যা হইলে মুনিগণের স্তবে আমি অযোনিসম্ভবা হইয়া আবির্ভূতা হইব। হে দেবগণ, অনন্তর আমি নিজ দেহজাত জীবনধারক পত্রাদি শাক দ্বারা যতদিন না বৃষ্টি হয় ততদিন পর্যন্ত সমগ্র জগৎ পালন করিব।

এই সকল হইতে পরিষ্কার বুঝা যায় যে বৈষ্ণব এবং শাক্ত সাধকগণ কখনই নিজ স্বার্থের জন্য ধর্মপথ অবলম্বন করেন না। আর আমাদের দেব-দেবীগণ সকলের মঙ্গলের জন্যই সাধকগণকে উদ্বুদ্ধ করেন এবং তাঁহারাও সমাজের কল্যাণের জন্য কর্ম করেন।

ধর্মপথ অবলম্বনে মানুষকে সংযত করে, স্বার্থত্যাগী, পরোপকারী এবং নির্লোভী করে। তাঁহারাই প্রকৃত জনকল্যাণ–

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

কারী এবং মানবদরদী হয়েন ধর্মকে বাদ দিয়া যাঁহারা সমাজ-দরদী সাজিতে চাহেন তাহারা লোভী এবং স্বার্থান্বেষী। ঐ সকল অধার্মিক বা অসাধু লোকদিগের দ্বারা সমাজের বা মানবের পরিণামে অকল্যাণই হইয়া থাকে।

কথা প্রসঙ্গে কেহ বলিতে পারে যে ধার্মিক বা সাধুগণ পরহিতায় বা সমাজ-কল্যাণে ব্রতী হইলেও তাহাদের পথ ও মত অবলম্বন করা সম্ভব নয়। কারণ তাহারা পৌত্তলিকতায় বা দেব-দেবীতে অহেতুক বিশ্বাসী। উহাদের পূজা-পার্বণ, দেব-দেবী এসকল নিরর্থক। এখানে একটি মীমাংসা রহিয়াছে।

মানুষ নিঃস্বার্থভাবে কর্ম করিব বলিলেই নিঃস্বার্থ কর্ম করিতে পারে না। তাহারা কর্মফলের আকাঙ্ক্ষা সকল সময়ে মনে পোষণ করিয়া থাকে। বাসনারত হইয়াই মানুষ কর্ম করে। আমি ও আমার এই বোধেতে মানব সকল সর্বক্ষণ কর্ম করে। কর্ম-ফলের আশা কাহারও উপর নির্ভর করিয়া কর্ম করিতে পারিলেই নিঃস্বার্থ কর্ম সম্ভব। অতএব কর্মফলের জন্য কাহার উপর নির্ভরশীল হওয়া প্রয়োজন।

যাহাকে লক্ষ্য বা নির্ভর করিয়া সর্বদা কর্ম করিবে, কর্মের যাহা ফল লাভ হইবে (পক্ষে বা বিপক্ষে) তাহা তাঁহার উপরেই নির্ভর করিয়া রহিবে। কর্মেই অধিকার, কর্মফলে নয়,—ইহাই গীতার নির্দেশ। এইরূপে নির্ভরশীল হইয়া কর্ম করিলে 'নিষ্কাম কর্ম' সম্ভব।

নির্ভরশীলতা এমন কাহার উপর করিতে হইবে যাহা সর্বলোকের পক্ষে গ্রহণযোগ্য এবং সর্বজনবিদিত। মানব সকলের মধ্যে 'চেতন' শক্তি রহিয়াছে। ঐ চৈতন্য শক্তিরূপেই দেব-দেবীকে স্থূলরূপে কল্পনা করে। অতএব সর্বমানুষের চেতন উৎস 'মহাকাশ চেতন' যাহা সর্বজনবিদিত নির্ভরযোগ্য এবং একমাত্র অবলম্বনীয়, যাহার উদ্দেশ্যে কর্ম করা এবং উহার উপরে কর্মফল নির্ভর করা বিধেয়। ঐ মহাকাশ চৈতন্যশক্তি—পুরুষাকারে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

গীতায় শ্রীকৃষ্ণকে এবং নারী-আকারে মহামায়াকে (বা পরমা-প্রকৃতিকে) শ্রীশ্রীচণ্ডীতে ব্যক্ত করে। সুষ্ঠুভাবে কর্ম সম্পাদনের জন্যই নির্ভরশীলরূপে চেতনকে কেহ পুরুষাকারে আবার কেহ স্ত্রীয়াকারে গ্রহণ করে। আমরা স্থূলচক্ষু দ্বারা নির্গুণ ব্রহ্মকে উপলব্ধি করিতে পারি না। অতএব স্থূল প্রতীকরূপে কোন কিছু অবলম্বন করিতেই হয়।

এইরূপে বলা যায় যে ধর্ম কখনই মানুষকে হিংসাশ্রয়ী করে না, উহা প্রকৃতই অহিংস করায়। নিঃস্বার্থ আর নিষ্কাম কর্ম কেবলমাত্র ধর্মার্থীগণ জনকল্যাণের জন্য করিতে সক্ষম হয়েন। অধার্মিক বা যাঁহারা নিজের শান্তির জন্যও ধর্মকে গ্রহণ করেন না, সেই সকল ব্যক্তি নিজে ত শান্তি পান না বরং অপরের শান্তিতে বিঘ্ন উৎপাদন করেন।

পাশ্চাত্ত্য দেশগুলিতে মানুষ কিছুতেই শান্তি পাইতেছে না, যদিও তাহারা ভোগবিলাসে মত্ত এবং ঐশ্বর্য প্রাচুর্যে রহিয়াছে। প্রকৃত শান্তি একমাত্র ধর্মাশ্রয়ী ব্যক্তির মনেই আসিতে পারে। আসুরিক মন দিয়া যতই বিজয় উল্লাস হউক, উহা শান্তি আনয়ন করে না। আসুরিক মনকে সংযত করিয়া দেবভাবাপন্ন মন গড়িতে না পারিলে নিঃস্বার্থভাবে পরের কল্যাণ করিতে পারে না। ঐ আসুরিক মনকে নাশ করিয়া দেবত্বমনকে উদ্বুদ্ধ করিবার জন্যই অসুরনাশিনী দুর্গাকে বা সুদর্শনধারী শ্রীকৃষ্ণকে আরাধনা করে।

মন অশান্ত রহিলে শান্তি আসিবে না। মন শান্ত হইলেই শান্তি পাওয়া যায়। সতত অশান্ত মনকে শান্ত করিবার জন্যই ধর্মপথ অবলম্বন করিতে হয়। অন্য আর কোন পথ অবলম্বনে মন প্রকৃত শান্ত হয় না।

গীতায় কর্মের কোন বিধিনিষেধ নাই। যে কোন কর্ম করিতে দোষ নাই, কেবল ভগবানকে স্মরণ করিয়া এবং কর্মফল তাঁহার উপর সমর্পণ করিয়া সকল কর্ম করিতে হইবে, ইহাই নির্দেশ।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

আর শ্রীশ্রীচণ্ডীতে দেবীর উদ্দেশ্যে স্তব, স্তুতি এবং আরাধনা কর্ম করিতে বলিয়াছেন। দেবী স্তুতা হইলে তিনি আবির্ভূতা হন এবং সকলের কল্যাণ বিধান করেন।

নির্ভরযোগ্য চৈতন্যরূপে গীতায় শ্রীকৃষ্ণকে চিন্তা করিবার জন্য শ্রীকৃষ্ণের ক্রিয়াকরণ, বিশ্বরূপ এবং নানাবিধ বিভূতির উল্লেখ আছে ; এসকল বিশ্বাস উৎপাদনের জন্য। অনুরূপভাবে চণ্ডীতে মহামায়ার স্তব, উঁহার অলৌকিক শক্তি এবং স্বরূপ বর্ণনা করিয়া তাঁহার উপর বিশ্বাস আনয়ন করান হইয়াছে। অলৌকিক শক্তি এবং বিভূতি সকল না দর্শাইলে মানবের মনে শ্রদ্ধা বা বিশ্বাস জন্মায় না। শ্রদ্ধা বা বিশ্বাসের অপর নামই ভক্তি। প্রত্যেক মহাপুরুষ-গণের অলৌকিক ঘটনা এই কারণেই কিছু-না-কিছু উল্লেখ করা হইয়া থাকে। আর মহাপুরুষগণও তাঁহাদের উপর বিশ্বাস স্থাপন করিবার জন্য কোন কোন সময়ে অলৌকিক ঘটনার অবতারণা করেন।

মানুষ স্থূল চিন্তা করিতে অভ্যস্ত ; চৈতন্যরূপে দেবতা শ্রীকৃষ্ণ (গীতার) এবং দেবী (চণ্ডীর) মূর্তি কল্পনা করে। নিষ্কামকর্ম শিক্ষালাভ করিবার জন্য গীতা এবং চণ্ডীর উপদেশ সকল অবশ্য উপলব্ধি করিতে হইবে।

যে মহাচৈতন্য শক্তি সকল জীব-জগতের চেতন শক্তি, সেই চৈতন্যরূপ দেবতা শ্রীকৃষ্ণকে বৈষ্ণবগণ উপাসনা করেন এবং শক্তিসাধকগণ সেই চৈতন্যকেই দেবীরূপে শ্রীশ্রীচণ্ডীকে আরাধনা করেন। উভয় সাধকগণই একই মহাশক্তির উপর নির্ভর করিয়া কর্ম করেন। অতএব এক শ্রেণীভুক্ত সাধক 'অশাক্ত' এবং আর একশ্রেণীর সাধক শাক্ত (বা শক্তি উপাসক) এমত চিন্তা করা ভুল। এইরূপ ভুল বুঝাবুঝির মূলে মনে হিংসা বা পশুভাব উৎপন্ন হয়। স্বার্থ প্রণোদিত বা বাসনারত কর্মই পশুভাব নামে অভিহিত হয়।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

পরমাপ্রকৃতি শ্রীশ্রীচণ্ডী ও পরমপুরুষ শ্রীকৃষ্ণ অভিন্ন

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

অর্জুন মোহ-মায়া বোধে কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধপূর্বে 'যুদ্ধ করিব না', বলিলেন। কর্মে বাসনা রহিলেই মোহ জাগে, ঐ মোহ হইতেই সুখ-দুঃখ বোধের উদয়। যে কোন বিষয়ে চিন্তা বা কোন কিছু করার নামই কর্ম। যে কোন কর্ম করিতে দোষ নাই, যদি কর্ম সদাক্ষণ ভগবানে মতি রাখিয়া এবং কর্মফল আশা তাঁহাকে সমর্পণ করিয়া করা হয়, সেই কর্মে লাভালাভ বোধ রহে না। এইরূপ কর্মই নিষ্কাম কর্ম হইবে,—নিষ্কাম কর্মেই মোক্ষলাভ বা মুক্তি, ইহাই ভগবান শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে উপদেশ দিয়াছিলেন। পরে নিজে সর্বক্ষণ অর্জুনের সারথি হইয়া নিষ্কাম যুদ্ধকর্ম অর্জুন দ্বারা সম্পাদন করাইলেন। অর্জুন যুদ্ধ করিলেন ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে সর্বক্ষণ স্মরণ রাখিয়া এবং তাঁহার নির্দেশমত চলিয়া। 'আমি ও আমার,'—এইরূপ বোধ না রাখিয়া অর্জুন যুদ্ধকর্ম করেন। ঈশ্বরে মতি রাখিয়া নিষ্কাম কর্মেই মানবের নিত্যসুখ লাভ হয় এবং আত্মজ্ঞান জন্মায়, ইহাই গীতার নির্দেশ। গীতা হিন্দুগণের একটি ধর্মগ্রন্থ। উহা মহাভারতের ভীষ্মপর্বের একটি অংশ। গীতার শ্রীকৃষ্ণ (বা নারায়ণকে) পরমব্রহ্মরূপে কল্পনা করা হয়।

অনুরূপভাবে শ্রীশ্রীচণ্ডীও হিন্দুদিগের একটি ধর্মগ্রন্থ। মার্কণ্ডেয় পুরাণের ৮১-৯৩ অধ্যায় পর্যন্ত ত্রয়োদশ অধ্যায়ের নামই "চণ্ডী"। এই পুস্তকে দেবী চণ্ডীর কীর্তিকথা এবং দেবীস্তব সকল লিপিবদ্ধ আছে। দেবী চণ্ডীকে বিবিধ নামে ব্যক্ত করা হইয়াছে।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সৃষ্টি রহস্যে ব্রহ্ম তিন প্রকারে প্রকাশিত হয়েন, যথা—ব্রহ্মা (যিনি সৃষ্টি করেন), বিষ্ণু (স্থিতি বা পালন করেন) এবং মহেশ্বর বা রুদ্র (যিনি প্রলয়ের দেবতা)। অনুরূপভাবে ব্রহ্মাণী বা মহামায়া, ব্রহ্মাণী (বা মহাসরস্বতী যাহা জ্ঞানশক্তি), বৈষ্ণবী (বা মহালক্ষ্মী ক্রিয়াশক্তিরূপে) এবং রুদ্রাণী (বা মহাকালী যাহা ইচ্ছাশক্তি) এই তিনরূপে সৃষ্টিরহস্যে কথিতা হয়েন।

শ্রীশ্রীচণ্ডীতে উল্লেখিত প্রথম চরিত্রের দেবতা তমোগুণ-প্রধানা মহাকালীই যোগনিদ্রা। দেবী ভাগবতে আছে ঃ

নির্গুণা যা সদা নিত্যা ব্যাপিকাহবিকৃতা শিবা।
যোগগম্যাঽখিলাধারা তুরীয়া যা চ সংস্থিতা ॥
তস্যাস্তু সাত্ত্বিকী শক্তি রাজসী তামসী তথা।
মহালক্ষ্মী সরস্বতী মহাকালীতি তাঃ স্ত্রিয়ঃ ॥

অর্থাৎ যিনি সদা নির্গুণা, নিত্যা, ব্যাপিকা, অপরিণামিনী ও শিবা (মঙ্গলরূপিণী) এবং যিনি ধ্যানগম্যা, বিশ্বাধারা ও তুরীয়ারূপে অবস্থিতা, তাঁহার সাত্ত্বিকী, রাজসী ও তামসী শক্তিই যথাক্রমে মহাসরস্বতী, মহালক্ষ্মী ও মহাকালী।

চণ্ডীর তিনটি মাহাত্ম্যে দেবীর তিনটি বিভিন্নরূপ বর্ণিত হইলেও ইহারা এক মহামায়ারই পৃথক প্রকাশমাত্র।

পুরুষ (ব্রহ্ম) এবং প্রকৃতি (ব্রহ্মাণী) দু'ই শক্তি অভিন্ন। চৈতন্য বা চেতনাই শক্তি। কেহ পুরুষাকারে (বা দেবতাকারে) আবার কেহ প্রকৃতি বা দেবী-আকারে আরাধনা করেন। মূলতঃ সকলেই নির্গুণ ব্রহ্ম বা নিত্য সত্য পরমাত্মাকে বা নিজ আত্ম-স্বরূপকেই জানিতে চাহেন। ঐ জ্ঞান লাভের জন্যই নিজ নিজ স্বভাব রুচি অনুসারে সাধকেরা নানা নামে ও নানা রূপে ঈশ্বরকে বা ঈশ্বরীকে ধ্যান বা ভজনা করেন।

বৈদান্তিকগণ যাঁহাকে ব্রহ্ম বলেন, বৈষ্ণবগণ তাঁহাকেই বিষ্ণু নামে আর তান্ত্রিকগণ তাঁহাকেই মহামায়ারূপে আরাধনা করেন।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বেদান্ত ও তন্ত্রে বিরোধ নাই। বেদান্ত হইল সিদ্ধান্ত শাস্ত্র এবং তন্ত্র সাধন শাস্ত্র। ব্রহ্ম ও মহামায়া অভেদ।

চণ্ডীতে দেখা যায় যে ব্রহ্মা মহাকালী যোগনিদ্রাকে 'ত্বং স্বাহা,' 'ত্বং স্বধা,' অর্থাৎ দেবোদ্দেশে হবির্দানের স্বাহামন্ত্ররূপা, পিতৃ-লোকের উদ্দেশ্যে দ্রব্যদানের স্বধামন্ত্রস্বরূপা এমত স্তব করিয়াছেন। মহাভারতেও যুধিষ্ঠির ভীষ্মের শরশয্যায় গমন পূর্বে ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে স্বাহা, স্বধারূপে বর্ণনা করেন। ব্রহ্মা দেবীকে 'স্বরাত্মিকা', ত্রিধা মাত্রাত্মিকা'—এমত ব্যক্ত করেন। অর্থাৎ দেবী অকারাদি স্বররূপা এবং হ্রস্ব-দীর্ঘপ্লুত বা অকার-উকার-মকারলক্ষণা মাত্রাত্রয়রূপা। অনুরূপভাবে আমরা গীতাতে লক্ষ্য করি যে শ্রীকৃষ্ণ যোগস্থ অবস্থায় নিজ মুখে বলিয়াছেন, 'গিরা-মস্ম্যেকমক্ষরম্,' 'যজ্ঞানাং জপযজ্ঞোঽস্মি', 'অক্ষরাণামকারোঽস্মি' অর্থাৎ বাক্যের মধ্যে একাক্ষর বা ওঙ্কারাখ্যপদরূপে, যজ্ঞের মধ্যে হিংসারহিত জপ যজ্ঞরূপে আর বর্ণের মধ্যে 'অ'-কার বা স্বরাত্মক অ-বর্ণরূপে আমাকে জানিবে অর্থাৎ ঐসকল আমি।

শ্রীরামকৃষ্ণ বলিতেন, 'যিনি কালী তিনিই ব্রহ্ম'। সাধক রামপ্রসাদ বলেন, কালী ব্রহ্ম জেনে মর্ম ধর্মাধর্ম সব ছেড়েছি। সাধক কমলাকান্ত কহিলেন, "শ্যামা কখন পুরুষ, কখন প্রকৃতি, কখন শূন্য'কারহে।" দেবী ভাগবতে আছে :

"সদৈকত্বং ন ভেদোঽস্তি সর্বদেব মমাস্য চ।
যোঽসৌ সাহম্ অহং যাসৌ ভেদোঽস্তি মতিবিভ্রমাৎ॥"

অর্থাৎ আমি ও ব্রহ্ম এক। উভয়ের মধ্যে ভেদ নাই। যিনি ব্রহ্ম তিনিই আমি। আমি যাহা তিনিও তাহাই। এই ভেদ-ভ্রম কল্পিত, বাস্তব নহে। গীতায় শ্রীকৃষ্ণ বলেন, "প্রকৃতিং স্বামধিষ্ঠায় সম্ভবাম্যাত্মমায়য়া"—অর্থাৎ (আমি) নিজ প্রকৃতি বা বৈষ্ণবী-মায়া বশীভূত করিয়া স্বেচ্ছায় মায়াবলম্বনে অবতীর্ণ হই। আর বলিলেন, "প্রকৃতিং পুরুষঞ্চৈব বিদ্ধ্যনাদী উভাবপি" অর্থাৎ প্রকৃতি ও পুরুষ উভয়কেই অনাদি জানিবে। শ্বেতাশ্বতর উপনিষদে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

আছে, "ত্বং স্ত্রী ত্বং পুমান অসি", অর্থাৎ তুমি স্ত্রী এবং তুমিই পুরুষ।

ভীষ্ম নিগুণ ব্রহ্মকেই ধ্যান করিয়াছেন এবং ব্রহ্মকেই কৃষ্ণ নামে অভিহিত করিতেন। আর দেহধারী কৃষ্ণ ব্রহ্মগুণসম্পন্ন এমত উপলব্ধি করিয়া উহার মাধ্যমে তিনি ব্রহ্মকেই ধ্যান করেন। শ্রীকৃষ্ণও অনুরূপভাবে যোগস্থ অবস্থায় বিশ্বরূপ এবং তাঁহার অলৌকিক যোগবিভূতি দর্শাইয়া সকলের বিশ্বাস তাঁহার দিকে আকৃষ্ট করেন। শ্রীশ্রীচণ্ডীতেও দেবীর আলৌকিক শক্তি এবং তাঁহার মাহাত্ম্য বর্ণনা করিয়া দেবীর উপরে সকলের বিশ্বাস উৎপাদন করেন। আসলে দেবী স্তবসকল ঐ নির্গুণ ব্রহ্ম উদ্দেশ্যেই, কেবল ভক্তের কল্পনায় ভিন্ন ভিন্ন দেবীর মাধ্যমে স্তুত হইয়াছে।

ধর্মগ্রন্থ চণ্ডীতে দেবী মাহাত্ম্য বর্ণনা এবং দেবী আবির্ভাব কথা রহিয়াছে। একদা রাজা সুরথ এবং সমাধি বৈশ্য মন-দুঃখে নির্জন বনে অবস্থিত ঋষি মেধার আশ্রমে আসিয়া উপস্থিত হইলেন এবং ঋষিকে প্রশ্ন করিলেন যে উভয়ে হৃতরাজ্য এবং স্ত্রী-পুত্রাদি কর্তৃক ত্যাজ্য হইয়াও ঐসকলের উপর তাহাদের মমত্ববোধ রহিয়াছে। এই মমতা হেতু উভয়ে দুঃখ পাইতেছেন, ইহা জানিয়াও 'মায়া' ত্যাগ করিতে পারিতেছেন না। উত্তরে মেধা ঋষি বলিলেন, এই জগৎ ও প্রাণীসকল মায়াবদ্ধ। মায়ার দ্বারা দেব ও নর সকলেই বদ্ধ। ইহা পরমাপ্রকৃতি বা মহামায়ার লীলা। ঐ দেবী (চণ্ডী) সর্বজীবের অন্তরে অধিষ্ঠিতা রহিয়া এই মায়ার খোলা খেলিতেছেন। এই জগৎ মায়াময়, আর মহামায়াই জগৎকে মায়ামুগ্ধ করিয়া রাখিয়াছেন। দেবীই সকলের ভ্রান্তি বা ভ্রমস্বরূপা। এই মহামায়াকে ভক্তিভরে স্তব ও পূজা করিলে তিনি মায়ামুক্ত করেন এবং তুষ্টা হইলে মানব ও দেবগণের অভীষ্ট সিদ্ধ করেন। ঋষি মেধার নির্দেশে একাগ্রচিত্তে দেবী-স্তব পাঠ ও দেবীপূজা করিয়া উভয়ে দেবীকে সন্তুষ্ট করেন। দেবী আবির্ভূতা হইয়া বরদানপূর্বক তাহাদের অভীষ্ট পূর্ণ করেন।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ভগবান শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে নিষ্কাম কর্মপথে চালিত করিবার জন্য নানাবিধ তত্ত্বজ্ঞান দিয়া তাঁহার মনে অবিচল বিশ্বাস জন্মাইয়াছিলেন। অনুরূপভাবে মেধা ঋষি দেবীর আবির্ভাব কথা এবং দেবী স্তবগাথা বিস্তৃত বর্ণনা করিয়া সুরথ ও বৈশ্যের মনে দেবী চণ্ডিকা সম্বন্ধে প্রথমে বিশ্বাস আনয়ন করেন। অর্জুন উদ্দেশ্যে শ্রীকৃষ্ণ যে সকল উপদেশ দিয়াছেন, ঐসকল মানবধর্মী ও সকল মানবের নিকট গ্রহণযোগ্য; কিন্তু শ্রীশ্রীচণ্ডীতে দেবী কখনও এমত উপদেশ দেন নাই। ঋষি মেধা কিছু উপদেশ রাজা সুরথ উদ্দেশ্যে দিয়াছেন। শ্রীশ্রীচণ্ডী দেবীস্তব, স্তুতি, দেবীমাহাত্ম্য এই সকল নিয়াই পরিপূর্ণ আর শ্রীগীতা আত্মতত্ত্ব বিষয়ক উপদেশপূর্ণ, এমতভাবে এই দু'য়ে পার্থক্য বলা যায়। ফলতঃ গীতার বহুল প্রচলন এবং 'চণ্ডী' সীমাবদ্ধ গণ্ডিতে আবদ্ধ।

এক্ষণে অনেকেই প্রশ্ন করিতে পারেন যে গীতা কর্মের পথ-প্রদর্শক আর চণ্ডী ভক্তিমার্গের পথ-নিদর্শক। এইরূপ বুঝিতে হইবে। কারণ দেবীস্তব ও দেবী আরাধনা বা পূজা-পার্বণ আপাত-দৃষ্টিতে ভক্তিপথের নিশানা হইলেও ঐসকল পদ্ধতি কর্মেরই অঙ্গ, অর্থাৎ ঐসকল কর্মেরই নামান্তর মাত্র। সমাধি বৈশ্য যে দেবীস্তব ও পূজারূপ কর্মসকল একাগ্রচিত্তে বা কায়মনোবাক্যে করিয়াছিলেন তাহা নিষ্কামভাবেই। তিনি 'আমি ও আমার' এইরূপ সংসারাসক্তি নাশকভাবে বা আত্মজ্ঞান লাভের জন্যই দেবীকে (নিরাকাররূপে) আরাধনা করেন এবং দেবী আবিভূতা হইলে মোক্ষলাভ নিমিত্তই বর প্রার্থনা করিয়াছিলেন। কিন্তু রাজা সুরথ দেবীকে সকাম (বা বাসনাযুক্ত কর্ম) ভাবে পূজা করা হেতু হৃতরাজ্য লাভ করেন। অতএব বৈশ্য কর্তৃক যে নিষ্কাম পূজাকর্ম এবং গীতার নির্দেশিত নিষ্কামকর্ম মূলতঃ এক। অর্থাৎ উভয় ধর্মগ্রন্থেই আত্মজ্ঞান লাভের জন্য নিষ্কাম কর্মপথের নির্দেশ দিয়াছে।

অর্জুন যুদ্ধ জয় আশে আসিয়া যুদ্ধপূর্বে আত্মীয়স্বজন বধে প্রবৃত্ত হইতে হবে ভাবিয়া তাহার মনে 'বিষাদ' ভাব উদ্রেক

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

হইয়াছিল। ঐ বিষাদ ভাব হেতু 'যুদ্ধ করিব না', এইরূপ বৈরাগ্য ভাব আসে। আসল বৈরাগ্য (বা কর্মে নিবৃত্তি ভাব) উহা নহে। বিষাদ হইতেই ঐ সাময়িক বৈরাগ্য ভাব উদিত হইল। তখন শ্রীকৃষ্ণ কহিলেন :

"স্বভাবজেন কৌন্তেয় বিবদ্ধঃস্বেন কর্ম্মণা।
কর্ত্তুংনেচ্ছসি যন্মোহাৎ করিষ্যস্যবশোঽপি তৎ ॥"

অর্থাৎ হে কৌন্তেয়! মোহ বশে এখন যে কার্য্য করিবে না বলিয়া মনে ভাবিতেছ তাহা তুমি পরে করিবে। কারণ তুমি তোমার স্বভাবগুণে এবং পূর্বজন্ম সংস্কারে ঐরূপ কর্ম-মনে বদ্ধ আছ।

গুণের (স্বত্ব, রজ তম) নামই স্বভাব। পূর্ব-জন্ম-কর্ম্ম বশেই স্বভাব আসে। স্বভাবগুণেই মানুষ কর্ম করে। প্রকৃতিকেই স্বভাব বলে। স্বভাব হেতুই মানুষ দেহ ধারণ করে এবং বিষয়ে আসক্ত হয়। ঐ আসক্তি বশেই মানুষ কর্মে আকৃষ্ট হইয়া থাকে। আকৃষ্টতা বা বাসনা না থাকিলে কর্ম বা চিন্তা থাকে না এবং স্বভাব জন্মায় না। স্বভাব না থাকা হেতু 'মায়া' বা 'মমতা' রহিবে না। অতএব বিষাদ হেতু সাময়িক বৈরাগ্য আসিলেও মানুষ কর্মত্যাগ বা স্বভাবজগুণ সহজে ত্যাগ করিতে পারে না। তাহার চিন্তা বা কর্ম-প্রবৃত্তি থাকিয়া যায়। উহাকেই মোহ বা কর্ম্ম-বন্ধন বলা হয়। স্বভাব বসে কর্মতে যে মোহ রহে, উহাই 'মায়া' নামে কথিত হইবে। কাজেই মানুষ স্বভাবজ ধর্মে বিষয়—বাসনারূপ মায়া-কর্ম ত্যাগ করিতে পারে না। মোহাকৃষ্ট হইয়াই মানুষ অযাচিত ভাবে স্বভাবজ-কর্ম করে।

রাজা সুরথ এবং সমাধি বৈশ্য রাজ্য, ধন এবং স্ত্রী-পুত্রাদি এবং আত্মীয় স্বজন কর্তৃক পরিত্যক্ত হইলে তাহাদের মনে বিষাদ বা বিরক্তির উদ্রেক হইয়াছিল। ঐ বিষাদ ভাব-রূপ হইতেই তাহাদের মনে বৈরাগ্য ভাব হেতু শান্তির আশ্রয় উদ্দেশ্যে বনে ঋষি মেধার আশ্রমে আসিল। ঐ বৈরাগ্য আসল ছিল না; উহা সাময়িক ছিল।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ইন্দ্রিয়াদি যাহা বিষয় সংযোগে রহে, তাহাই মনকে স্বভাব বশতঃ আকৃষ্ট করে এবং সেইমত 'দেহ-মন' কর্ম করে। ঐ আকর্ষণ বা 'মমতা' স্বভাব বশতই হইয়া থাকে। অতএব যাহা মায়া (বা মোহ) নামে কথিত হয় তাহা কর্ম হইতে উদ্ভূত স্বভাব বা প্রকৃতি কথাটির নামান্তর মাত্র। বিষয়ে আকৃষ্ট হইয়া কর্ম করিলেই স্বভাব বা 'দেহ-মন' উৎপন্ন হয়। অতএব 'মায়া' বা 'মোহ' কেই স্বভাব বলা যায়।

রাজ্যশাসন, প্রজাপালন, স্ত্রীপুত্রাদি এবং ঐশ্বর্য্যরত কর্ম্মে বিরত রহিয়া বনে আসিলেও সুরথ ও বৈশ্য উভয়েই ঐ সকলের প্রতি চিন্তা বা মমতা ত্যাগ করিতে পারে নাই। মেধা ঋষির আশ্রমে আসিয়াও তাহারা স্বভাজগুণে বদ্ধ রহিয়া গেল এবং তাহাদের চিন্তা-কর্ম বা মমতা ত্যাগ হয় নাই। কারণ তাহাদের বাসনা-কর্ম লয় বা স্বভাব বিনষ্ট হইবার মত কর্মকে আশ্রয় করে নাই।

বিষয়ে রত কর্মেই মানুষের মোহরূপ স্বভাব জন্মে। বাসনা-কর্মেই মোহ জন্মায় এবং নিষ্কাম-কর্মেই মোহ লয় পায়। স-কাম (বসনা-যুত-কর্ম) কর্মরূপ আরাধনা করিয়া রাজা সুরথ পুনরায় নিজ-স্বভাজ রাজ্য-ভোগ হেতু রাজ্য লাভ করিল। বিষাদ বা বিরক্তিতে বৈরাগ্য আসিলেও রাজা সুরথের স্বভাজিগুণ রহিয়াই গেল। কিন্তু সমাধি বৈশ্য নিষ্কাম-কর্মরূপ আরাধনা করিয়া মোক্ষলাভ করিল। সমাধি বৈশ্যের স্বভাবজগুণ নিষ্কাম কর্মে লয় প্রাপ্তি হইবার জন্যই স্বভাব লয় হেতু মোক্ষলাভ হইল। সমাধির বিষাদ বা বিরক্তি হইতেই প্রকৃত বৈরাগ্য আসিল; সুরথের ঐরূপ অবস্থায় স্বভাবের লয় হইল না। এইরূপে স-কাম কর্ম করিয়া সুরথের পুনরায় মোহ বা স্বভাব রহিল এবং বৈশ্যের নিষ্কাম-কর্মে মোহ লয় পাইল। কর্মেই মোহ বা স্বভাব জন্মে এবং কর্মে মোহ বা স্বভাব লয় হয়। মোহরই আর এক নাম 'মায়া' বলা যায়। অতএব গীতাতে 'কর্ম' এবং শ্রীশ্রীচণ্ডীতে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

'মায়া,' এই কথা দুইটির মধ্যে মূলত পার্থক্য নাই। যাহা 'মায়া, তাহাই স্বভাবজগুণ; তাহা বাসনা-কর্ম উদ্ভূত।

'প্রকৃতি' অর্থ স্বভাব এবং প্রকৃতি 'মহামায়া' অর্থবোধক। মানুষ যে স্বভাব-গুণে মায়া বদ্ধ হইয়া থাকে উহাই মহামায়া বা দেবী চণ্ডিকা রূপে বর্ণিতা। শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছেন যে তিনি দেহ ধারণ করেন 'স্বেচ্ছা-মায়াবলে'। ঐ 'স্বেচ্ছা' সজ্ঞান প্রসূত; ঐ মায়া অন্ধ স্বভাজ গুণ নহে। মানুষ ঐ মায়া বা স্বভাব অজ্ঞানতা বশতঃ মোহাবিষ্ট বা জাগতিক ভোগ বিলাসে মত্ত এবং ঐ মত্ততাকেই নিত্য ভাবে। ইহাই মানবের জ্ঞান-অন্ধতা। দেহ দিয়াই ভোগ চরিতার্থ করে। দেহ বোধ না রহিলেই নিবৃত্তি-মার্গে আসা যায়। অনিত্য বস্তুকে নিত্য ভাবা বা তাহাতে আকৃষ্ট হওয়াই মায়া বা অজ্ঞানতা। ঐ মায়াতেই 'কায়া' সৃষ্টি হয়। বিদ্যাকেই জ্ঞান বলে। এইরূপে মায়া দ্বিবিধ: 'অবিদ্যা-মায়া' যাহা অজ্ঞানতা প্রসূত এবং অপরটি 'বিদ্যা-মায়া' জ্ঞান প্রসূত।

জীবাত্মা বা জীব-চৈতন্য আমি (দেহ বোধে আমি-আমার বা আমিত্ব ভাব) এবং পরমাত্মা-আমি বা ব্রহ্ম-চৈতন্য আমি দুইয়েতেই তিনি প্রকাশ। ধ্রু-মাতা (প্রকৃতি) ও পুরুষ (বীজপ্রদ পিতা) উভয়ের সূক্ষ্ম মিলনেই তাঁহার বা নির্গুণ ব্রহ্মের আনন্দ। দেহ-ধারী ও অদেহ ধারী—এই দুই ভাবেই তিনি। তিনি কখন পুরুষ, কখন প্রকৃতি। তিনি (তদ্ শব্দ) কথাটি ত্রৈলিঙ্গ—পুংলিঙ্গ, স্ত্রীলিঙ্গ ও ক্লীবলিঙ্গ। তিনি নিজে দ্রষ্টা। দেবী (প্রকৃতি) কখন নম্রা (উমা, গৌরী প্রভৃতি) কখন উগ্রা (কালী, দুর্গা ইত্যাদি) রূপে কথিতা হয়েন; কখন তিনি স্বভাব বর্জিতা বা শূণ্যা।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

শ্রীশ্রীচণ্ডী ও শ্রীগীতা অনেকাংশে তুল্য

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

গীতায় ভগবান শ্রীকৃষ্ণ মুখাৎ বাণী সকল লিপিবদ্ধ রহিয়াছে। ঐসকল ব্রহ্মোক্ত বাণী। সারথি শ্রীকৃষ্ণ ব্রহ্মকে স্বীয় আত্মরূপে অনুভব করিয়া বা যোগস্থ অবস্থায় উপদেশ সকল বলিয়াছিলেন। কাজেই গীতার বাণীসকল ভগবান বা ব্রহ্ম-মুখের বাণী বলা হয়। ঐ উপদেশগুলি আত্মতত্ত্ব বিষয়ক এবং সর্বজনগ্রাহ্য।

শ্রীচণ্ডী গীতা হইতে এ বিষয়ে পার্থক্য রহে। কারণ ঋষি মেধা রাজা সুরথ ও সমাধি বৈশ্যকে মহাদেবী সম্বন্ধে যে মাহাত্ম্য ও স্তবস্তুতি বর্ণনা করিয়াছিলেন, তাহাই লিপিবদ্ধ রহিয়াছে। একমাত্র শুম্ভাদি অসুর বধের পর দেবগণের স্তবে দেবী তুষ্টা হইয়া নিজ মুখে যাহা বলেন তাহা চণ্ডীর, ১২শ অ, শ্লোক ২৯ এবং ১১শ অঃ ১১টি শ্লোকে উল্লেখ রহিয়াছে।

দেবী বলেন যে তিনি কোন কোন সময়ে এবং প্রয়োজনে অসুর বিনাশের জন্য তিনি আবির্ভূতা হইবেন। আর বলেন যে তাহার মাহাত্ম্য, স্তব যাহা ব্রহ্মা, মেধাদি ঋষিগণ এবং ইন্দ্রিয়াদি দেবগণ করিয়াছেন সেই সকল পাঠ ও শ্রবণ করিলে তিনি তুষ্টা হইবেন এবং ফলস্বরূপ তাহাদের কোন বিপদ বা অমঙ্গল হইবে না। আর দেবী বলিলেন,

"শ্রুতং হরতি পাপানি তথারোগ্যং প্রযচ্ছতি।
রক্ষাং করোতি ভূতেভ্যো জন্মনাং কীর্তনং মম॥"

অর্থাৎ যাহারা আমার মাহাত্ম্য কীর্তন ও শ্রবণ করে তাহাদের

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

পাপ বিনাশ হয় এবং রোগসকল আরোগ্য হয়। পুনরায় কহিলেন,

"রিপবঃ সংক্ষয়ং যান্তি কল্যাণঞ্চোপপদ্যতে।
নন্দতে চ কুলং পুংসাং মাহাত্ম্যং মম শৃণ্বতাম্ ॥"

অর্থাৎ আমার মাহাত্ম্য বা চরিত্র শ্রবণকারী নরগণের রিপুসকল বিনাশ হয়। তাহাদের কল্যাণ হয় এবং বংশের আনন্দ (বা উন্নতি) হয়।

অসুর বিনাশকালে দৈত্য শুম্ভ কর্তৃক দেবী শক্তির উপর সন্ধিহান হইলে দেবী বলেন,

"একৈবাহং জগত্যত্র দ্বিতীয়া কা মমাপরা।
পশ্যৈতা দুষ্ট ময্যেব বিশন্ত্যো মদ্‌বিভূতয়ঃ ॥" (১০শ অ, ৫)

অর্থাৎ এই জগতে আমিই অদ্বিতীয়া। আমার অন্যা দ্বিতীয়া আর কে আছে ? রে দুষ্ট, ব্রহ্মাণী প্রমুখ এই সকল দেবী আমারই অভিন্ন বিভূতি (শক্তি)। এই দেখ, উহারা আমাতেই বিলীনা হইতেছে। অনন্তর দেবী পুনরায় কহিলেন,

"অহং বিভূত্যা বহুভিরিহ রূপৈর্যদাস্থিতা।
তৎ সংহৃতং ময়ৈকৈব তিষ্ঠাম্যাজৌ স্থিরো ভব ॥"

অর্থাৎ এই যুদ্ধে স্বীয় মায়াশক্তি প্রভাবে যে সকল মূর্তিতে অবস্থিতা ছিলাম, তাহা এক্ষণে নিজ দেহে বিলীন করিলাম। এখন আমি একাকিনী রহিলাম। তুমি (শুম্ভ) যুদ্ধ কর।

দেবীর যুদ্ধক্ষেত্রে এমত বিভূতি দর্শানের সহিত গীতায় বর্ণিত শ্রীকৃষ্ণের বিশ্বরূপ দর্শানের তুলনা কতকটা হইতে পারে। শুম্ভ ও নিশুম্ভ অসুরদ্বয় বধকালে দেবী চণ্ডীকার শরীর হইতে অতি ভীষণা অসংখ্য শৃগালের ন্যায় শব্দকারিণী চণ্ডিকা-শক্তি অর্থাৎ শৃগালী উৎপন্ন হইয়াছিল, (৮ম অ, শ্লোক ২৩)

ততো দেবীশরীরাত্তু বিনিস্ক্রান্তাতি ভীষণা।
চণ্ডিকাশক্তিরত্যুগ্রা শিবাশতনি নাদিনী ॥

অর্থাৎ অনন্তর দেবীর শরীর হইতে অতি ভীষণা, রৌদ্রস্বভাবা

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

অসংখ্য শৃগালের ন্যায় শব্দকারিণী চণ্ডিকার শক্তি বহির্গত হইলেন।

মহাভারতেও অনুরূপভাবে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের যোগবিভূতির কথা আছে। শ্রীকৃষ্ণ নারায়ণী সেনাদল বিভূতি-শক্তি বলেই সৃষ্ট করেন।

দৈত্যপতি শুম্ভ বহুসহস্র দৈত্য-সৈন্য দ্বারা আদ্যাদেবী চণ্ডিকা, বাহন সিংহ এবং চামুণ্ডা (কালী) পরিবেষ্টিত হইলে ঐ অসুরগণের বিনাশ এবং দেবগণের বিজয় নিমিত্ত ব্রহ্মা, বিষ্ণু প্রভৃতি দেবগণের দেহ নির্গত মহাবীর্য্য ও শক্তি হইতে উদ্ভূত দেবাদি অনুরূপ দেবী মূর্তিসকল দেবী-সৈন্যরূপে শিব কর্তৃক নিত হইয়াছিল। শ্রীশ্রীচণ্ডীর ৮ম, অঃ শ্লোক ১৪-তে বর্ণিত আছে,

"যস্য দেবস্য যদ্রূপং যথা ভূষণবাহনম্।
তদ্‌বদেব হি তচ্ছক্তিরসুরান্ যোদ্ধুমাযযৌ॥"

অর্থাৎ যে দেবতার যেরূপ আকার, ভূষণ ও বাহন তাঁহার শক্তিও তদ্রূপ আকার, ভূষণ ও বাহন গ্রহণপূর্বক অসুরগণের সহিত যুদ্ধ করিতে গমন করিলেন।

এইরূপে ব্রহ্মার শক্তি হইতে ব্রহ্মাণী, মহাদেব হইতে মাহেশ্বরী, কার্তিকেয় হইতে দেবী কৌমারী, বিষ্ণুর শক্তিরূপা বৈষ্ণবী। আবার বরাহমূর্তি ধারণকারী বিষ্ণুর শক্তি হইতে বারাহীমূর্তি, নরসিংহরূপ বিষ্ণু হইতে উদ্ভূতা নারসিংহী, ইন্দ্রের শক্তি হইতে সহস্রনয়না ইন্দ্রী,—দেবীসকল আবির্ভূতা হয়েন।

ঐসকল দেব উদ্ভূত দেবী-সেনাদল প্রকাশ হেতু প্রমাণিত হইবে যে পুরুষ ও প্রকৃতি এক এবং অভিন্ন।

দেবীর নানারূপ বিভূতি শক্তিতে আরও বহু দেবী-সৈন্য রণক্ষেত্রে উৎপন্ন হইয়াছিল। আমরা চণ্ডীর ২য় অধ্যায়ের ৫২ শ্লোকে তাহার বর্ণনা পাই।

"নিঃশ্বাসান্মুমুচে যাংশ্চযুধ্যমানা রণেঽম্বিকা।
তত্রৈব সদ্যঃ সম্ভূতাগণাঃ শতসহস্রশঃ॥"

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

অর্থাৎ রণক্ষেত্রে অম্বিকা যুদ্ধ করিতে করিতে যে সকল নিশ্বাস ত্যাগ করিলেন, সেইগুলিই তৎক্ষণাৎ লক্ষ লক্ষ দেবী সৈন্যরূপে পরিণত হইল।

এই অম্বিকা দেবীই মহিষাসুর বধ করেন। দুর্গা, ভগবতী, অম্বিকা এই সকল মহাদেবী বা মহামায়ার নানা নাম। যে নামেই ব্যক্ত হউক, একমাত্র অদ্বিতীয়া মহাদেবীর উদ্দেশ্যে ভিন্ন ভিন্ন নামে অভিহিত হয়।

নিশুম্ভাসুর বধের নিমিত্ত দেবগণ হিমালয়ে গমনপূর্বক বৈষ্ণবী-শক্তি মহাদেবীকে স্তব করেন। পার্বতী কর্তৃক ঐ স্তবের কারণ জিজ্ঞাসিত হইলে তাঁহার দেহ-কোষ হইতে 'শিবা' আবির্ভূতা হইলেন, "শরীর কোষতশ্চাস্যাঃ সমুদ্ভূতাঽব্রবীচ্ছিবা"—চণ্ডী ৫ম অ, শ্লোক ৮৫। এই শিবা দেবী অম্বিকা নামে কথিতা। ঐ দেবী অযোনিজা ; আর এমত অলৌকিক দেবী-জন্ম শ্রীশ্রীচণ্ডীর একটি বৈশিষ্ট্য।

"শরীর কোষাৎ যত্তস্যাঃ পার্বত্যা নিঃসৃতাম্বিকা।
কৌশিকীতি সমস্তেষু ততো লোকেষু গীয়তে॥"

(৫ম অ, ৮৭)

অর্থাৎ সেই পার্বতী দেবীর দেহ-কোষ হইতে অম্বিকা উৎপন্না হইয়াছেন বলিয়া ত্রিজগতে তিনি কৌশিকী নামে অভিহিতা।

ভগবতী. দুর্গার আরাধনাপূর্বে সুরথ ও বৈশ্য তন্ত্রোক্ত "দেবী-সূক্ত" পাঠ করেন ; কিন্তু বেদে দেবীসূক্ত বলিয়া কিছু নাই। ঋক্‌বেদের ১০ম মণ্ডলের ১২৫ নং সূক্তের প্রথম আটটি ঋক্ দেবীসূক্ত বলিয়া প্রচার করা হইয়াছে। ইহা 'আত্মা-দেবতা' উদ্দেশ্যে নিবেদিত। অম্ভৃণ মহর্ষির কন্যা বাক্‌নাম্নী ঋষি ইহার দ্রষ্টা। কথিত আছে যে জগজ্জননী দেবী ভগবতী অম্ভৃণ ঋষির কন্যারূপে অবতীর্ণা হইয়াছিলেন। তখন তাঁহার নাম হয় বাক্। তিনি নিজের পরিচয় নিজ মুখেই দিয়াছিলেন। তিনি নিজ পরিচয় যেরূপ দিলেন,

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ওঁ অহং রুদ্রেভির্বসুভিশ্চরাম্যহ-
মাদিত্যৈরুত বিশ্বদেবৈঃ।
অহং মিত্রাবরুণোভা বিভর্ম্যহ-
মিন্দ্রাগ্নী অহমশ্বিনোভা ॥
অহং সোমমাহনসং বিভর্ম্যহং
ত্বষ্টার মূত পূষণং ভগম্।
অহং দধামি দ্রবিণং হবিষ্মতে
সুপ্রাবো যজমানায় সুন্বতে ॥

অর্থাৎ আমি রুদ্ররূপে, বসুরূপে, আদিত্যরূপে এবং বিশ্ব-দেবতারূপে বিচরণ করি। আমি মিত্র, বরুণ, ইন্দ্র, অগ্নি, অশ্বিনীকুমারদ্বয়কে ধারণ করি। আমি দেবশত্রুহন্তা সোমদেবকে, ত্বষ্টা নামক দেবতাকে এবং পূষা ও ভগ নামক সূর্যদ্বয়কে ধারণ করি। দেবতাগণের তৃপ্তিসাধনকারী 'হবি' এবং 'সোমরস' প্রস্তুতকারী যাগকারীর (বা যজমানের) জন্য যজ্ঞফলরূপ ধনাদি বিধান করি।

অহং রাষ্ট্রী সংগমনী বসূনাং
চিকিতূষী প্রথমা যজ্ঞিয়ানাম্।
তাং মা দেবা ব্যদধুঃ পুরুত্রা
ভূরিস্থাত্রাং ভূর্যাবেশয়ন্তীম্ ॥
ময়া সো অন্নমত্তি যো বিপশ্যতি
যঃ প্রাণিতি য ঈং শৃণোত্যুক্তম্।
অমন্তবো মাং ত উপক্ষিয়ন্তি
শ্রুধি শ্রুত শ্রদ্ধিবং তে বদামি ॥

অর্থাৎ আমি জগতের ঈশ্বরী, আমি ধনদাত্রী, স্বাত্মারূপে ব্রহ্মতত্ত্ব দ্রষ্ট্রী (অর্থাৎ পরব্রহ্মকে আত্মা হইতে অভিন্নরূপে সাক্ষাৎ-কারিণী—'চিকিতুষী')। অতএব যজ্ঞার্হগণের মধ্যে আমি মুখ্যা। আমি প্রবঞ্চরূপে নানাভাবে অবস্থিতা এবং সর্বভূতে জীবভাবে প্রবিষ্টা। আমাকেই সর্বদেশে দেবতাগণ নানাভাবে আরাধনা করে।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

আমার শক্তিতেই সকলে ভোজন, দর্শন, নিশ্বাস-প্রশ্বাসদি গ্রহণ, শব্দ শ্রবণ করে। যাহারা আমাকে অন্তর্যামিনীরূপে জানে না তাহারা জন্ম-মরণাদি (উপক্ষিয়ন্তি) ক্লেশ ভোগ করে। হে শ্রুত! শ্রবণ কর, তোমাকে শ্রদ্ধালভ্য (ব্রহ্মতত্ত্ব) বলিব।

অহমেব স্বয়মিদং বদামি জুষ্টং
দে বেভিরুত মানুষেভিঃ।
যং যং কাময়ে তং তমুগ্রং কৃণোমি
তং ব্রহ্মাণং ত মৃষিং তং সুমেধাম্॥
অহং রুদ্রায় ধনুরাতনোমি
ব্রহ্মদ্বিষে শরবে হন্তবা উ।
অহং জনায় সমদং কৃণোম্যহং
দ্যাবাপৃথিবী আবিবেশ॥

অর্থাৎ দেবগণ ও মনুষ্যগণ প্রার্থিত যে ব্রহ্মতত্ত্ব, আমি নিজেই তা বলিতেছি। আমিই সেই ব্রহ্মস্বরূপিণী। আমি যাহাকে যাহাকে ইচ্ছা করি তাহাকে উগ্র বা শ্রেষ্ঠ করি। আমি কাহাকে ব্রহ্মা, কাহাকে ঋষি এবং কাহাকে সুমেধাবান করি। ব্রাহ্মণ বিদ্বেষী ত্রিপুরাসুর বধার্থ রুদ্রের ধনুতে আমিই গুণ দেই। ভক্তের কল্যাণের জন্য আমিই যুদ্ধ করি। স্বর্গে ও পৃথিবীতে আমিই আবিবেশ বা অনুপ্রবিষ্টা বা অন্তর্যামিনীরূপে আছি।

অহং সুবে পিতরমস্য মূর্ধন্
মম যোনিরপ্‌স্বন্তঃ সমুদ্রে।
ততো বিতিষ্ঠে ভুবনানু বিশ্বো-
তামূং দ্যাং বর্ষ্মণোপস্পৃশামি॥
অহমেব বাত ইব প্রবাম্যা-
রভমাণা ভুবনানি বিশ্বা।
পরো দিবা পর এনা পৃথিব্যৈ-
তাবতী মহিনা সংবভূব॥

অর্থাৎ আমিই পরমাত্মার উপরে দ্যুলোককে প্রসব করিয়াছি।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বুদ্ধিবৃত্তির মধ্যে যে চৈতন্য (বা ব্রহ্মচৈতন্য) উহা আমি। আমিই বিশ্বভুবনে এবং সর্বভূতে বিবিধভাবে বিরাজিতা। আমিই মায়াময় দেহ দ্বারা সমস্ত স্পর্শ করিয়া রহিয়াছি। আমিই সকল ভুবন সৃষ্টি করিয়া বায়ুর ন্যায় সর্বত্র বিচরণ করি। যদিও আমি দিবা অতীত (অর্থাৎ আকাশের অতীত) এবং পৃথিবীর উপরে (বা অতীত) তথাপি নিজ মহিমায় সমগ্র জগদ্রূপী (এতাবতী) হইয়াছি।

ঋগ্বেদোক্ত এই আটটি শ্লোক বৈদিক-দেবীসূক্ত নামে অভিহিত।

অনুরূপভাবে বসুদেবের পুত্ররূপে শ্রীকৃষ্ণ জন্মগ্রহণ করেন। তিনিও যোগস্থ অবস্থায় নিজের পরিচয় নিজেই দিয়াছেন, যাহা গীতাগ্রন্থে লিপিবদ্ধ রহিয়াছে। গীতার শ্লোকগুলি হইতে ইহাই প্রমাণিত হয় যে শ্রীকৃষ্ণ নিজেকে ব্রহ্মস্বরূপে ব্যক্ত করেন এবং ব্রহ্মই কৃষ্ণ নামে বসুদেব ঔরসে জন্ম নিয়াছিলেন। এখানে গীতার কয়েকটি শ্লোক উদ্ধৃত করা হইল।

যৎ করোষি যদশ্নাসি যজ্জুহোষি দদাসি যৎ।
যৎ তপস্যসি কৌন্তেয় তৎ কুরুষ্ব মদর্পণম॥ গীতা ৯অ, ২৭

অর্থাৎ তুমি যাহা কর, যাহা খাও, যাহা হোম কর, যাহা দান কর, যাহা তপ কর তাহা সবই আমাতে অর্পণ কর।

সমোঽহং সর্ব্বভূতেষু ন মে দ্বেষ্যোঽস্তি ন প্রিয়ঃ।
যে ভজন্তি তু মাং ভক্ত্যা ময়ি তে তেষু চাপ্যহম্। গীঃ ৯অ, ২৯

অর্থাৎ আমি সকল প্রাণীতেই সমদর্শী, কেহই আমার অপ্রিয় বা প্রিয় নাই। যাঁহারা আমাকে ভক্তিসহকারে ভজনা করেন তাঁহারা আমাতেই অবস্থান করেন, আমিও তাঁহাদিগের মধ্যে অবস্থান করি।

বুদ্ধির্জ্ঞানমসম্মোহঃ ক্ষমা সত্যং দমঃশমঃ।
সুখং দুঃখং ভবোঽভাবো ভয়ঞ্চাভয়মেব চ॥
অহিংসা সমতা তুষ্টিস্তপো দানং যশোঽযশঃ।
ভবন্তি ভাবা ভূতানাং মত্ত এব পৃথগ্বিধাঃ॥ (গীতা-১০অ, ৪,৫)

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

অর্থাৎ বুদ্ধি, জ্ঞান, অসংমোহ (ব্যাকুলতার অভাব), ক্ষমা, সত্য, দম (বাহ্যেন্দ্রিয়ের দমন), শম (অন্তরিন্দ্রিয়ের দমন), সুখ, দুঃখ, ভব (উদ্ভব বা জন্ম), অভব (নাশ), ভয়, অভয়, অহিংসা (পরপীড়াজননে অপ্রবৃত্তি), সমতা (চিত্তে রাগ-দ্বেষাদি রহিত হওয়ার অবস্থা), তুষ্টি, তপ, দান, যশ, অযশ এই সকল প্রাণিগণের ভিন্ন ভিন্ন ভাবগুলি আমা হইতেই উৎপন্ন হয়।

মচ্চিত্তা মদ্গতপ্রাণা বোধয়ন্তঃ পরস্পরম্।
কথয়ন্তশ্চ মাং নিত্যং তুষ্যন্তি চ রমন্তি চ॥
তেষাং সততযুক্তানাং ভজতাং প্রীতিপুর্ব্বকম্।
দদামি বুদ্ধিযোগং তং যেন মামুপযান্তি তে॥
তেষামেবানুকম্পার্থমহমজ্ঞানজং তমঃ।
নাশয়াম্যাত্মভাবস্থো জ্ঞানদীপেন ভাস্বতা॥

(গীঃ ১০ অ, ৯, ১০, ১১)

অর্থাৎ আমাতে অর্পিত চিত্ত ; জীবনের সমগ্র ক্রিয়াদিই আমারই ভজনার জন্য, এইরূপ ভাবযুক্ত ব্যক্তিগণ আমার বিষয় নিজেদের মধ্যে আলোচনা করিতে করিতে এবং সর্বদা আমার ঐশ্বর্য্যাদির কথা কীর্তন করিতে করিতে পরম তৃপ্তি ও সুখ লাভ করেন।

নিত্যযুক্ত প্রীতি সহকারে ভজনরত সেই ব্যক্তিকে এমন তত্ত্বজ্ঞানাভিমুখী বুদ্ধিযোগ প্রদান করি যাহার সাহায্যে তাহারা আমাকে প্রাপ্ত হয়। তাহাদের প্রতি করুণা প্রকাশের জন্যই আমি তাহাদিগের নিজ নিজ বুদ্ধিবৃত্তিতে অবস্থিত হইয়া উজ্জ্বল জ্ঞানালোক দ্বারা অবিবেকান্ধকার নাশ করি।

অনন্তর শ্রীকৃষ্ণ বলেন, "অহমাত্মা গুড়াকেশ সর্ব্বভূতাশয়স্থিতঃ," 'জ্যোতিষাং রবিরংশুমান্,' 'নক্ষত্রাণামহং শশী'—অর্থাৎ গুড়াকেশ ! সর্বভূতহৃদয়স্থিত আত্মা আমিই, জ্যোতিষ্মান্ প্রকাশকগণের মধ্যে দীপ্তিশালী সূর্য, নক্ষত্রগণের মধ্যে চন্দ্র আমিই। 'ইন্দ্রিয়াণাং মনশ্চাস্মি ভূতানামস্মি চেতনা,' অর্থাৎ ইন্দ্রিয়গণের মধ্যে মন ও প্রাণিগণের মধ্যে চেতনা আমি।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সর্গাণামাদিরন্তশ্চ মধ্যঞ্চৈবাহমর্জ্জুন।
অধ্যাত্মবিদ্যা বিদ্যানাং বাদঃ প্রবদতামহম্॥
(গীতা ১০ অ, ৩২)

অর্থাৎ সমগ্র সৃষ্ট প্রাণী পদার্থের উৎপত্তি, বিনাশ ও স্থিতি আমিই। সকল প্রকার বিদ্যার মধ্যে আমি অধ্যাত্মবিদ্যা, তর্ক মীমাংসারত ব্যক্তিগণের মধ্যে আমিই তর্ক।

'অহমেবাক্ষয়ঃ কালো'—অর্থাৎ আমিই অনন্ত প্রবাহরূপ কাল। আবার বলিলেন,

মৃত্যুঃ সর্ব্বহরশ্চাহমুদ্ভবশ্চ ভবিষ্যতাম।
কীর্ত্তিঃ শ্রীবাক্ চ নারীণাং স্মৃতির্মেধা ধৃতিঃ ক্ষমা॥ (১০অ,৩৪)

অর্থাৎ আমি সর্বসংহারক কাল এবং ভবিষ্যতে যে সকল প্রাণিবর্গাদির উৎপত্তি হইবে তাহার অভ্যুদয়। রমণীগণের মধ্যে আমি কান্তি, বাক্, স্মৃতি, মেধা, ধৃতি ও ক্ষমা।

'গায়ত্রীচ্ছন্দসামহম্,'—ছন্দবিশিষ্ট ঋকে আমিই গায়ত্রী।

অনন্তর শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে পুনরায় কহিলেন,

দ্যূতং ছলয়াতামস্মি তেজস্তেজস্বিনামহম্।
জয়োঽস্মি ব্যবসায়োঽস্মি সত্ত্বং সত্ত্ববতামহম্॥
দণ্ডো দময়তামস্মি নীতিরস্মি জিগীষতাম্।
মৌনং চৈবাস্মি গুহ্যানাং জ্ঞানং জ্ঞানবতামহম্॥
যচ্চাপি সর্ব্বভূতানাং বীজং তদহমর্জ্জুন।
ন তদস্তি বিনা যৎ স্যান্ময়া ভূতং চরাচরম্॥
যদ্‌যদ্‌বিভূতিমৎ সত্ত্বং শ্রীমদূর্জ্জিতমেব বা।
তত্তদেবাবগচ্ছ ত্বং মম তেজোঽংশসম্ভবম্॥

অর্থাৎ আমি প্রবঞ্চকদিকের প্রবঞ্চনার শ্রেষ্ঠ সামগ্রী অপহরণ কারণ স্বরূপ, আমি তেজস্বী ব্যক্তিগণের তেজ, জেতৃগণের জয়, উদ্যোগী পুরুষগণের অধ্যবসায় এবং সাত্ত্বিকভাবাপন্ন ব্যক্তিগণের স্বত্ত্বগুণ।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

আমি নিয়মলঙ্ঘন জন্য দণ্ডদাতাগণের সংশোধকদণ্ড স্বরূপ। গোপ্য বিষয়ের মৌনই আমি ; আমিই জ্ঞানিগণের জ্ঞান।

যাহাই সকল ভূতের বীজ তাহা আমি, আমা ছাড়া যাহা হয় এমন স্থাবর-জঙ্গমাত্মক কিছুরই অস্তিত্ব নাই।

ঐশ্বর্যসম্পন্ন, কান্তি-সমৃদ্ধিসম্পন্ন ও শক্তিসম্পন্ন যাহা কিছু পদার্থ আছে, সে সকল পদার্থ ই আমার প্রভাবের অংশ মাত্র হইতে উৎপন্ন বলিয়া জানিবে।

অনন্তর কহিলেন, 'বিষ্টভ্যাহমিদং কৃৎস্নমেকাংশেন স্থিতো জগৎ' —অর্থাৎ আমি সমগ্র জগৎ এক অংশ দ্বারা ব্যাপিয়া বা ধারণ করিয়া অবস্থিত।

মূলতঃ ধর্ম ধর্মগ্রন্থদ্বয়,—গীতা ও চণ্ডী একে অন্যের বিপরীত নহে। ইহার স্বপক্ষে তুলনামূলক কতকগুলি শ্লোক উদ্ধৃত হইল।

গীতায় শ্রীকৃষ্ণ কহিলেন,

"পরিত্রাণায় সাধূনাং বিনাশায় চ দুষ্কৃতাম্।
ধর্ম্মসংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে॥"

অর্থাৎ সাধুগণের পরিত্রাণ হেতু, পাপীর বিনাশের জন্য আর ধর্ম প্রতিষ্ঠার কারণে (আমি) যুগে যুগে দেহ ধরিয়া অবতীর্ণ হই।

অনুরূপভাবে শ্রীশ্রীচণ্ডীতেও দেবী বলেন,

"ইত্থং যদা যদা বাধা দানবোত্থা ভবিষ্যতি।
তদা তদাবতীর্য্যাহং করিষ্যাম্যরিসংক্ষয়ম্॥"

অর্থাৎ একপ্রকার যখন দানব উদ্ভূত হইয়া ভবিষ্যতে বিঘ্ন বা উৎপীড়ন করিবে তখন তখন আমি অবতীর্ণ হইয়া শত্রু নাশ করিব।

শ্রীকৃষ্ণ গীতার ১৮শ অধ্যায় ৭০, ৭১ শ্লোকে বলিয়াছেন,

"অধ্যষ্যতি চ য ইমং ধর্ম্ম্যং সংবাদমাবয়োঃ।
জ্ঞান যজ্ঞেন তেনাহমিষ্টঃ স্যামিতি মে মতিঃ॥
শ্রদ্ধাবাননসূয়শ্চ শৃণুয়াদপি যো নরঃ।
সোঽপি মুক্তঃ শুভাল্লোকান্ প্রাপ্নুয়াৎ পুণ্যকর্ম্মনাম্॥"

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

অর্থাৎ যে লোক এই গীতা ধর্মকথা, কৃষ্ণার্জুন সুসংবাদ পাঠ করে সে জ্ঞান-যজ্ঞে ভক্তিভরে আমাকেই পূজা করে। যে ব্যক্তি শ্রদ্ধাবান, দ্বেষহীন হইয়া মনোযোগ সহকারে ইহা শ্রবণ করে, সেই ব্যক্তি পাপ হইতে মুক্তি পান এবং পুণ্যলোকে সুখী হন।

দেবী চণ্ডিকাও অনুরূপে কহিলেন যাহা চণ্ডীতে উল্লেখ রহিয়াছে,—

"যুষ্মাভিঃ স্তুতয়ো যাশ্চ যাশ্চ ব্রহ্মর্ষিভিঃ কৃতাঃ।
ব্রহ্মণা চ কৃতাস্তাস্তু প্রযচ্ছন্তি শুভাং মতিম্॥"

অর্থাৎ তোমরা যে সকল স্তুতি করিয়াছ এবং সুমেধাদি ব্রহ্মর্ষিগণ ও ব্রহ্ম যে সমস্ত স্তব করিয়াছেন সেই সকল স্তব পাঠে বা শ্রবণে শুভমতি লাভ হয় বা চিত্তশুদ্ধি হয়।

"উপসর্গান্ শেষাংস্তু মহামারী-সমুদ্ভবান্।
তথা ত্রিবিধমুৎপাতং মাহাত্ম্যং শময়েন্মম্॥
যত্রৈতৎ পঠ্যতে সম্যঙ্ নিত্যমায়তেন মম।
সদা ন তদ্বিমোক্ষ্যামি সন্নিধ্যং তত্র মে স্থিতম্॥"

অর্থাৎ আমার মাহাত্ম্য মহামারীজনিত সর্বপ্রকার উপদ্রব এবং আধ্যাত্মিক, আধিভৌতিক ও অধিদৈবিক,—এই তিন প্রকার উৎপাত বা আকস্মিক দুর্ঘটনা নিবারণ করে। আমার এই মাহাত্ম্য যে গৃহে নিত্য বিশুদ্ধভাবে পাঠ হয়, আমি সেই গৃহ ত্যাগ করি না। তথায় সর্বদা আমার অবস্থিতি থাকে।

গীতায় ৯ম অধ্যায়, ২২ শ্লোকে শ্রীকৃষ্ণ বলেন,—

"অনন্যশ্চিন্তয়ন্তো মাং যে জনাঃ পর্য্যুপাসতে।
তেষাং নিত্যাভিযুক্তানাং যোগক্ষেমং বহাম্যহম্॥"

অর্থাৎ যে লোক একনিষ্ঠ এবং নিত্যযুক্তভাবে আমাকে ভজনা করে তাহার প্রাপ্ত বা অপ্রাপ্ত যাহা কিছু সকলি আমি বহন করি।

এমতভাবে দেবী চণ্ডিকাও কহিলেন যাহা চণ্ডীতে ১২শ অ, ২ শ্লোকে বর্ণিত আছে।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

এভিঃ স্তবৈশ্চ মাং নিত্যং স্তোষ্যতে যঃ সমাহিতঃ।
তস্যাহং সকলাং বাধাং নাশয়িষ্যাম্যসংশয়ম্ ॥

অর্থাৎ যে ব্যক্তি এই স্তবসমূহের দ্বারা একাগ্রচিত্তে আমাকে নিত্য স্তব করিবে আমি তাহার সকল বিঘ্ন (ঐহিক ও পারত্রিক) নিঃসন্দেহে বিনাশ করিব।

শ্রীশ্রীচণ্ডীতে কথিত দেবী চণ্ডিকা বা মহামায়াই পরমাপ্রকৃতি (ব্রহ্মণী) এবং শ্রীগীতার শ্রীকৃষ্ণই পরমপুরুষ বা ব্রহ্ম। ঐ পুরুষ ও প্রকৃতি অনাদি, আর প্রাণীসকল এবং জগৎ ঐ প্রকৃতির গুণে বা মায়ায় বদ্ধ। শ্রীকৃষ্ণ বলেন,—

"প্রকৃতিং পুরুষঞ্চৈব বিদ্ধ্যনাদীউভাবপি।
বিকারাংশ্চ গুণাং বিদ্ধি প্রকৃতি সম্ভবান্ ॥"

(গীতা, ১৩ অ, ২০)

"ন তদস্তি পৃথিব্যাং বা দিবি দেবেষু বা পুনঃ।
সত্ত্বং প্রকৃতিজৈর্মুক্তং যদেভিঃ স্যাত্রিভির্গুনৈঃ ॥

গীতা, ১৮ অ, ৪০)

অর্থাৎ পুরুষ ও প্রকৃতি অনাদি জানিবে। ইন্দ্রিয়াদি যে সকল বিকার এবং গুণত্রয়, সত্ত্ব, রজঃ, তমঃ প্রকৃতি হইতে উদ্ভব, ইহাই জানিবে।

অর্থাৎ প্রকৃতিজাত তিন-গুণ হইতে স্বর্গ ও পৃথিবীতে কেহই মুক্ত নহে। দেব ও নর সকলেই এই গুণে আবদ্ধ।

গুণত্রয়ই মানুষকে মোহাবৃত করে। সেই হেতু মানবসকল মায়াবদ্ধ। জ্ঞানীগণও এই মায়া হইতে (সহজে) মুক্ত নহে যাহা ঋষি মেধা রাজা সুরথকে কহিলেন,—

জ্ঞানিনামপি চেতাংসি দেবী ভগবতী হি সা।
বলাদাকৃষ্য মোহায় মহামায়া প্রযচ্ছতি ॥

অর্থাৎ সেই দেবী ভগবতী মহামায়া জ্ঞানিগণেরও চিত্তসকল বলপূর্বক আকর্ষণ করিয়া নিশ্চিত মোহগ্রস্ত করেন।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

প্রাণীসকলের মনে যে 'মায়া' রহিয়াছে, উহা প্রকৃতি জননী হইতে উদ্ভূত। তিনি চণ্ডীতে মহামায়া বা মহেশ্বরী নামে কথিতা। এই 'মায়া' কেবলমাত্র প্রকৃতিজাত এমত বুঝিলে ভুল হইবে। 'মায়া' পুরুষ (ঈশ্বর) এবং প্রকৃতি (ঈশ্বরী) উভয়জাত হইবে। ইহার মীমাংসা গীতায় রহিয়াছে। গীতায় ১৬ অধ্যায়, ১৪ শ্লোকে শ্রীকৃষ্ণ বলেন, 'ঈশ্বরোঽহমহং'—অর্থাৎ আমিই ঈশ্বর। অনন্তর আবার কহিলেন,—

"ঈশ্বরঃ সর্ব্বভূতানাং হৃদ্দেশেঽর্জ্জুন তিষ্ঠতি।
ভ্রাময়ন্ সর্ব্বভূতানি যন্ত্রারূঢ়ানি মায়য়া ॥"

(গীতা, ১৮ অ, ৬১)

অর্থাৎ যত জীব পৃথিবীতে দেহ-যন্ত্রে উঠিয়াছে বা দেহ ধারণ করিয়াছে, ঈশ্বর সর্বভূতের হৃদয়ে সংগোপনে অধিষ্ঠিত রহিয়া ঐ জীবসকলকে মায়াচক্রে দিবানিশি ঘুরাইতেছেন।

মানবসকল 'মায়া' বা অজ্ঞানতা দূর করিবার জন্য সংস্কারমত স্থূল প্রতীকরূপে কেহ দেবীকে বা কেহ দেবকে মোক্ষলাভের জন্য আরাধনা কর্ম করে। যাহা নিত্য ও সত্য নহে উহাকে নিত্য বা সত্য বলিয়া মনে করার নামই মিথ্যা। এই মিথ্যাই মায়া নামে অভিহিত হয় যাহা বুদ্ধিভ্রম বশতঃ হইয়া থাকে। দেবী চণ্ডী কহিলেন, 'ভ্রান্তিরূপেণ সংস্থিতা'—অর্থাৎ জীবের ভ্রান্তিরূপেও আমি। দেবী উপাসকদিগের মতে 'মায়া' দেবী উদ্ভূত ; কিন্তু দেব উপাসকদের মতে ঈশ্বরই মায়াতে সকল সময় ঘুরাইতেছেন।

ভগবান ও ভগবতী উভয়েই সকলের হিতের জন্য দুষ্টের বিনাশ কারণে যখনই প্রয়োজন দেখা দিবে তাঁহারা পৃথিবীতে আসিবেন। এ বিষয়ে গীতার ৪র্থ অধ্যায়ের ষষ্ঠ শ্লোকে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বলেন,—

"অজোঽপি সন্নব্যয়াত্মা ভূতানামীশ্বরোঽপি সন্।
প্রকৃতিং স্বামধিষ্ঠায় সম্ভবাম্যাত্মমায়য়া ॥"

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

অর্থাৎ আমি আত্মা অবিনশ্বর ও জন্মরহিত হইয়াও সকলের প্রাণে ঈশ্বররূপে অধিষ্ঠিত। তথাপি স্বীয় প্রকৃতিরে ধরিয়া স্বেচ্ছা-মায়াবলপূর্বক দেহ ধরিয়া সুকৌশলে অবতীর্ণ হই।

এমত আবির্ভাব কথা দেবী চণ্ডিকা বলেন নাই। শ্রীশ্রীচণ্ডীতে ১২শ অধ্যায়ে দেবী চণ্ডিকা তাঁহার আবির্ভাব কথা যাহা ব্যক্ত করিয়াছেন তাহাতে তাঁহার যোনিসম্ভূত আবির্ভাব একমাত্র কহিলেন,—

"নন্দগোপগৃহে জাতা যশোদাগর্ভসম্ভবা।
ততস্তৌ নাশয়িষ্যামি বিন্ধ্যাচলনিবাসিনী॥"

অর্থাৎ নন্দগোপগৃহে যশোদার গর্ভে জন্মগ্রহণপূর্বক বিন্ধ্যাচলে অবস্থান করিয়া আমি সেই অসুরদ্বয় নাশ করিব।

যখন শুম্ভ ও নিশুম্ভ নামক অন্য মহাসুরদ্বয় উৎপন্ন হইবে তখন দেবী ঐরূপে আবির্ভূতা হইবেন। ইনি নন্দাদেবী নামে খ্যাতা এবং মহালক্ষ্মীর অংশভূতা। শ্রীমদ্‌ভাগবতে ইনি যোগমায়া নামে অভিহিতা। কংস ইহাকে বধ করিতে উদ্যত হইলে ইনি আকাশে উত্থিত হইয়া কংসবধের দৈববাণী করেন।

চণ্ডীতে মধু ও কৈটভ অসুরদ্বয়, মহিষাসুর, এবং শুম্ভ ও নিশুম্ভ মহাসুর সকল এবং তাহাদের সৈন্যসকল বধের নিমিত্ত যখনই দেবী আবির্ভূতা হইলেন তখন তিনি অযোনিসম্ভূতা। অযোনিসম্ভূতা আবির্ভাব হেতু দেবী উগ্রশক্তিধারিণী এবং অসুর-বিনাশিনী। মুখ্যতঃ কার্য্যকারিণী শক্তিই দেবীস্বরূপা।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

চণ্ডীপাঠ নিয়ম এবং উহার মাহাত্ম্য।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

চণ্ডীপাঠের পর দেবীর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিতে হয়।। চণ্ডীপাঠাপরাধক্ষমাপণ স্তোত্রগুলি হইতে দুইটি উদ্ধৃত হইল।

ওঁ যদক্ষরং পরিভ্রষ্টং মাত্রাহীনঞ্চ যদ্ভবেৎ।
পূর্ণং ভবতু তৎ সর্বং ত্বৎপ্রসাদাস্মহেশ্বরি ॥
যদত্র পাঠে জগদম্বিকে ময়া
বিসর্গ-বিন্দুক্ষরহীনমীরিতম্।
তদস্তু সম্পূর্ণতমম্ প্রসাদতঃ
সঙ্কল্পসিদ্ধিশ্চ সদৈব জায়তাম্ ॥

অর্থাৎ হে মহেশ্বরি, এই চণ্ডীপাঠে যে অক্ষর পরিভ্রষ্ট এবং যাহা মাত্রাহীন হইয়াছে আপনার কৃপায় সেই সকল সম্পূর্ণ হউক। হে জগদম্বিকে! এই পাঠে যাহা আমি বিসর্গ, চন্দ্রবিন্দু ও অক্ষরহীন উচ্চারণ করিয়াছি তাহা আপনার কৃপায় সম্পূর্ণ হউক এবং সদাই আমার সংকল্প সিদ্ধ হউক।

শ্রীশ্রীচণ্ডীতে উল্লেখিত ওঁ, ঐঁ, হ্রীঁ, শ্রীঁ, ক্লীং, স্বাহা, স্বধা, বষট্কার মন্ত্রগুলি দেবী স্বরূপা। এই মন্ত্রগুলি বিশিষ্ট অর্থবোধক ; উপরন্তু ং, ঃ, ঁ বর্ণগুলির নির্দিষ্ট অর্থ রহিয়াছে। মন্ত্রসকলের অর্থ না জানিয়া মন্ত্র উচ্চারণ করিলে ঐসকল ফলপ্রসূ নয়। ঐসকলের অর্থ বুঝিলে এবং ঠিকমত উচ্চারিত হইলে মন্ত্রগুলি ফল প্রদান করে। ক্ষমা প্রার্থনা মন্ত্র হইতে ইহা স্পষ্ট প্রতীয়মান হয় যে চণ্ডীর স্তব ও মন্ত্রসকল সঠিক উচ্চারণ এবং উহাদের অর্থ জানা প্রয়োজন।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

দেবী চণ্ডিকাকে নানাভাবে সম্বোধন করা হয়, যেমন—হে ভগবতি, হে জননী ভগবতি, হে দুর্গাদেবী, হে শঙ্কর প্রিয়ে ইত্যাদি।

চণ্ডীপাঠের ক্ষমা প্রার্থনা অনুরূপ শিবপূজা পরেও ক্ষমা প্রার্থনা করার বিধি আছে। যেমন—

আবাহনং ন জানামি নৈব জানামি পূজনম্।
বিসর্জ্জনং ন জানামি ক্ষমস্ব পরমেশ্বর॥

শিবপূজায় ক্ষমা প্রার্থনা মন্ত্রে কেবলমাত্র সমর্পণ ভাবই রহে; কিন্তু চণ্ডীপাঠ পর ক্ষমা প্রার্থনা মন্ত্রে কতকটা ব্যতিক্রম রহিয়াছে। উপরন্তু চণ্ডীপাঠের অন্য নিয়ম-বিধিও রহে, যেমন—

শনৈস্তু জপ্যমানেঽস্মিন্ স্তোত্রে সম্পত্তিরুচ্চকৈঃ।
ভবত্যেব সমগ্রাপি ততঃ প্রাবল্যমেব তৎ॥

—কীলক-স্তব, ১৩

অর্থাৎ ধীরে ধীরে চণ্ডীপাঠ করিলে সামান্য ফল লাভ হয় এবং উচ্চৈঃস্বরে চণ্ডীপাঠ করিলে বিপুল সিদ্ধিলাভ হয়। অতএব উচ্চৈঃস্বরে চণ্ডীপাঠ কর্তব্য।

চণ্ডীপাঠের ফল শুভ ও কল্যাণপ্রদ যাহা দেবী নিজ মুখেই কহিলেন,—

সর্বং মমৈতন্মাহাত্ম্যং মম সন্নিধিকারকম্।
পশুপুষ্পার্ঘ্যধূপৈশ্চ গন্ধদীপৈস্তথোত্তমৈঃ॥
বিপ্রাণাং ভোজনৈর্হোমৈঃ প্রোক্ষনীয়ৈরহর্নিশম্।
অন্যৈশ্চ বিবিধৈর্ভোগৈঃ প্রদানৈর্বৎসরেণ যা॥
প্রীতির্মে ক্রিয়তে সাস্মিন্ সকৃৎ সুচরিতে শ্রুতে।
শ্রুতং হরতি পাপানি তথারোগ্যং প্রযচ্ছতি॥

(চণ্ডী, ১২শ অ, শ্লোক ২০-২২)

অর্থাৎ এই মাহাত্ম্য সম্পূর্ণ পাঠ বা শ্রবণ করিলে পাঠক বা শ্রোতা আমার সান্নিধ্য লাভ করে। উত্তম পশু, পুষ্প, ধূপ, হোম, পঞ্চামৃতাদি প্রভৃতি উপাচার প্রদানপূর্বক এবং ব্রাহ্মণ ভোজনাদির

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

দ্বারা দিবারাত্রি এক বৎসর পূজা করিলে আমি যেরূপ প্রসন্না হই, একবার মাত্র আমার এই মাহাত্ম্য শ্রবণে আমি সেইরূপ প্রীতি লাভ করি।

চণ্ডীপাঠে কতকগুলি বিধি-নিষেধ রহিয়াছে। দেবী মাহাত্ম্য বা চণ্ডীপাঠ আরম্ভে,—অর্গলা-স্তোত্র পাঠ, কীলক-স্তব পাঠ এবং দেবী-কবচ পাঠের নিয়ম আছে। এই সকল স্তব ঋষি মার্কণ্ডেয় কর্তৃক দেবী উদ্দেশ্যে কথিত। দেবীর সর্বব্যাপিত্বকে হৃদয়ঙ্গম করানই দেবী-কবচ পাঠের কারণ। এই সকল পাঠের নির্দেশ রহিলেও দেবী তাঁহার মাহাত্ম্য কথায় নিজ মুখে এই সকল বলেন নাই। চণ্ডীর ১২শ অধ্যায়ে, ২৪ শ্লোকে দেবগণ উদ্দেশে যাহা কহিলেন,—

যুষ্মাভিঃ স্তুতয়ো যাশ্চ যাশ্চ ব্রহ্মর্ষিভিঃ কৃতাঃ।
ব্রহ্মণা চ কৃতাস্তাস্তু প্রযচ্ছন্তি শুভাং মতিম্॥

অর্থাৎ তোমরা যে সকল স্তুতি করিয়াছ এবং সুমেধাদি ব্রহ্মর্ষিগণ ও ব্রহ্মা যে সমস্ত স্তব করিয়াছেন সেই সকল স্তব পাঠে ও শ্রবণে শুভমতি লাভ হয় (অর্থাৎ চিত্তশুদ্ধি হয়)।

ঋষি মেধা কর্তৃক আদিষ্ট হইয়া রাজা সুরথ এবং বৈশ্য সমাধি দেবীমূর্তি নির্মাণ করিয়া দেবী আরাধনা করেন। আরাধনা পূর্বে তাহারা 'দেবী-সূক্ত' পাঠ করিয়াছিলেন। এ বিষয়ে ঋষি মার্কণ্ডেয় যাহা কহিলেন,—

সন্দর্শনার্থমম্বায়া নদীপুলিন সংস্থিতঃ।
স চ বৈশ্যস্তপস্তেপে দেবী-সূক্তং পরং জপন্॥

(১৩ অ, ৯)

অর্থাৎ সে (সুরথ) ও বৈশ্য জগন্মাতার সম্যগ্ দর্শন লাভ মানসে নদীতীরে অবস্থানপূর্বক সর্বশ্রেষ্ঠ 'দেবী-সূক্ত' পাঠ ও তাহার ভাবার্থ অনুধ্যান করিতে করিতে তপস্যারত হইলেন।

শ্রীশ্রীচণ্ডীর পঞ্চমাধ্যায়োক্ত 'নমো দৈব্যৈ' ইত্যাদি স্তুতিই "দেবী-সূক্ত'।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

এমত বিবেচনা করিয়া অর্গলা-স্তোত্র, কীলক-স্তব এবং দেবী-কবচ অন্তর্ভূক্ত সমস্ত শ্লোকগুলি উদ্ধৃত করিয়া পুস্তকটির কলেবর বৃদ্ধি করা হইল না। বিশেষ কয়েকটি শ্লোক জ্ঞাতার্থে লিপিবদ্ধ করা হইল।

অর্গলা-স্তোত্র

জগদম্বার প্রীতির জন্য চণ্ডীপাঠের অঙ্গরূপে অর্গলা-স্তোত্র পাঠ করা হয়। মার্কণ্ডেয় ঋষি দেবী উদ্দেশ্যে যে স্তব করিয়াছিলেন তাহাই অর্গলা-স্তোত্র। স্তোত্রগুলির কয়েকটি উদ্ধৃত হইল,—

ওঁ জয় ত্বং দেবি চামুণ্ডে জয় ভূতাপহারিণী।
জয় সর্বগতে দেবি কালরাত্রি নমোঽস্তুতে॥
জয়ন্তী মঙ্গলা কালী ভদ্রকালী কপালিনী।
দুর্গা শিবা ক্ষমাধাত্রী স্বাহা স্বধা নমোঽস্তুতে॥

* * *

অচিন্ত্যরূপচরিতে সর্বশত্রুবিনাশিনী।
রূপং দেহি জয়ং দেহি যশো দেহি দ্বিষো জহি॥

* * *

দেহি সৌভাগ্যমারোগ্যং দেহি দেবি পরং সুখম্।
রূপং দেহি জয়ং দেহি যশো দেহি দ্বিষো জহি॥
বিধেহি দেবি কল্যাণং বিধেহি বিপুলাং শ্রিয়ম্।
রূপং দেহি জয়ং দেহি যশো দেহি দ্বিষো জহি॥
বিধেহি দ্বিষতাং নাশং বিধেহি বলমুচ্চকৈঃ।
রূপং দেহি জয়ং দেহি যশো দেহি দ্বিষো জহি॥

* * *

বিদ্যাবন্তং যশস্বন্তং লক্ষ্মীবন্তঞ্চ মাং কুরু।
রূপং দেহি জয়ং দেহি যশো দেহি দ্বিষো জহি॥

* * *

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

দেবি ভক্তজনোদ্দাম-দত্তানন্দোদয়েঽম্বিকে।
রূপং দেহি জয়ং দেহি যশো দেহি দ্বিষো জহি॥
ভার্যাং মনোরমাং দেহি মনোবৃত্ত্যনুসারিনীম্।
রূপং দেহি জয়ং দেহি যশো দেহি দ্বিষো জহি॥
তারিণি দুর্গসংসার সাগরস্যাচলোদ্ভবে।
রূপং দেহি জয়ং দেহি যশো দেহি দ্বিষো জহি॥

অর্থাৎ হে চামুণ্ডা দেবি, তোমার জয় হউক। হে ভূতাপহারিণি, তোমার জয় হউক। হে সর্বব্যাপিণি দেবি, তোমার জয় হউক। হে কালরাত্রি, তোমাকে নমস্কার।

হে দেবি, তুমি জয়ন্তী, মঙ্গলা, কালী, ভদ্রকালী, কপালিনী, দুর্গা, শিবা, ক্ষমা, ধাত্রী, স্বাহা এবং স্বধারূপা তোমাকে নমস্কার।

* * *

হে অচিন্ত্য-রূপ-চরিত্রে, সর্বশত্রুবিনাশিনী দেবি, আমায় রূপ দাও, জয় দাও, যশ দাও এবং আমার শত্রু বিনাশ কর।

* * *

হে দেবি, আমায় সৌভাগ্য ও আরোগ্য দাও এবং পরম সুখ দাও। আমায় রূপ দাও, জয় দাও, যশ দাও এবং আমার শত্রু বিনাশ কর।

হে দেবি, আমার কল্যাণ বিধান কর এবং আমাকে বিপুল ঐশ্বর্য প্রদান কর। আমায় রূপ দাও, জয় দাও, যশ দাও এবং আমার শত্রু বিনাশ কর।

হে দেবি, আমার শত্রুনাশের বিধান কর এবং আমাকে সর্বশ্রেষ্ঠ বল প্রদান কর। হে দেবি, আমায় রূপ দাও, জয় দাও, যশ দাও এবং আমার শত্রু বিনাশ কর।

* * *

হে দেবি, আমাকে ব্রহ্মবিদ্যাবান্, যশস্বী এবং শ্রীমান্ কর। হে দেবি, আমায় রূপ দাও, জয় দাও, যশ দাও এবং আমার শত্রু বিনাশ কর।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

* * *

হে দেবি, ভক্তজনের হৃদয়ে অপার-আনন্দোদয়কারিণী; হে অম্বিকে, আমায় রূপ দাও, জয় দাও, যশ দাও এবং আমার শত্রু নাশ কর।

হে দেবি, আমার মনোবৃত্তির অনুসারিণী মনোরম ভার্যা দাও। হে দেবি, আমায় রূপ দাও, জয় দাও যশ দাও এবং আমার শত্রু নাশ কর।

দুস্তর-সংসার-সাগরতারিণি হে গিরিসুতে, আমায় রূপ দাও, জয় দাও, যশ দাও এবং আমার শত্রু নাশ কর।

এই অর্গলা-স্তোত্রে দেবী বন্দনা রহিয়াছে; কিন্তু আসলে দেবীর নিকট রূপ, জয়, যশ প্রাপ্তি এবং কাম-ক্রোধাদি নাশের জন্য প্রার্থনা করা হয়। সাধনের চরম উদ্দেশ্য আত্মজ্ঞান লাভ। যে চেতন-শক্তি রহিয়াছে তাহাই উপলব্ধি করা। কাজেই পরমাত্ম-বস্তু লাভ করিতে পারিলেই মানুষ প্রকৃত রূপবান হইতে পারে। ঐ পরমাত্ম চেতন বস্তু আয়ত্তে আনিতে পারিলেই সমস্ত জয়লাভ হয় এবং উঁহাকে প্রাপ্ত হইলেই যশ লাভ হইয়া থাকে। মানুষের ইন্দ্রিয়াদি সকল শত্রু। ঐ সকল সংযত না করিতে পারিলে আত্মজ্ঞান আসে না। ইন্দ্রিয়াদি (কাম, ক্রোধ, লোভ ইত্যাদি) প্রকৃতির অঙ্কেতে উদয়, "বিকারাংশ্চ গুণাংশ্চৈব বিদ্ধি প্রকৃতি-সম্ভবান্" (গীতা, ১৩শ অ, শ্লোক ২০)—অর্থাৎ ইন্দ্রিয়াদি বিকার সকল এবং সত্ত্বাদি গুণসমূহ প্রকৃতি হইতে উৎপন্ন বলিয়া জানিবে। পুনরায় শ্রীকৃষ্ণ (গীতা, ৩য় অ, শ্লোক ৩৪) বলেন,—

ইন্দ্রিয়স্যেন্দ্রিয়স্যার্থে রাগদ্বেষৌ ব্যবস্থিতৌ।
তয়োর্ণবশমাগচ্ছেৎ তৌ হ্যস্য পরিপন্থিনৌ॥

অর্থাৎ প্রত্যেক ইন্দ্রিয়েরই ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বিষয়ে অনুরাগ ও বিদ্বেষ গুণানুসারে নির্দিষ্ট আছে। সেই রাগ-দ্বেষের বশ্যতা প্রাপ্ত হইবে না, যেহেতু তাহারা জীবের পরম শত্রু।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ঐ ইন্দ্রিয়াদিবিকার প্রকৃতিজাত। প্রকৃতি মহামায়া বা দেবী নামে কথিতা। অতএব দেবীর নিকট প্রার্থনা করে, 'দ্বিষো জহি' অর্থাৎ দ্বিষো (শত্রু বা রিপু সকল) জহি (বিনাশ কর) এইরূপ ভাবে।

কীলক-স্তব

কীলক-স্তব ও চণ্ডীপাঠের পূর্বে করিতে হয়। মার্কণ্ডেয় ঋষি এ স্তব করেন। এই কীলক দ্বারা মহাদেবী চণ্ডীকাকে কীলিত বা বেষ্টিত করে। পরে সমাহিত চিত্তে অর্থবোধ সহকারে চণ্ডীপাঠ করিবার নিয়ম, এমত বলা হয়।

ঋষি মার্কণ্ডেয় স্বীয় শিষ্যগণকে যে কীলক-স্তব বলেন,—

"ওঁ বিশুদ্ধজ্ঞান-দেহায় ত্রিবেদী-দিব্যচক্ষুষে।
শ্রেয়ঃ প্রাপ্তিনিমিত্তায় নমঃ সোমার্ধধারিণে॥"

অর্থাৎ বিশুদ্ধ জ্ঞান যাঁহার দেহ, তিনটি বেদ যাহার দিব্য চক্ষু, আমি কল্যাণ বা মোক্ষপ্রাপ্তির নিমিত্ত ললাটে অর্ধচন্দ্র শোভিত সেই মহাদেবকে প্রণাম করি।

মহাদেবের সহিত মহাদেবীর সাধারণতঃ সম্পর্ক দেখান হয়। তাই মহেশ্বরকে ধ্যান করে দেবীকে তুষ্টা করিবার জন্য।

দেবী-কবচ

দেবী দেহের অন্তরে ও বাহিরে সকল অঙ্গে বিরাজিতা; এমত প্রথমে ধারণা করিতে হয়। পরে তিনি জগতের সর্বস্থানে ও সর্ববস্তুতে অধিষ্ঠিতা হইয়া ভক্তকে রক্ষা করেন, এইরূপ চিন্তা করিতে হয়। দেবীর সর্বব্যাপিত্বকে হৃদয়ঙ্গম করানই দেবী-কবচের উদ্দেশ্য। মুহূর্তমাত্রও দেবী স্মরণ ব্যতীত থাকা উচিত নহে, ইহাই কবচের তাৎপর্য।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ব্রহ্মা মার্কণ্ডেয় ঋষিকে এই দেবী-কবচ বলেন,

(কতকগুলি উদ্ধৃত হইল)

* * *

মহাবলে মহোৎসাহে মহাভয় বিনাশিনি।
ত্রাহি মাং দেবী দুষ্প্রেক্ষ্যে শত্রুণাং ভয়বর্ধিনি ॥
প্রাচ্যং রক্ষতু মামৈন্দ্রী আগ্নেয্যামগ্নিদেবতা।
দক্ষিণেঽবতু বারাহী নৈঋর্ত্যাং খড়্গধারিণী ॥

* * *

ঊর্ধ্বং ব্রহ্মাণী মে রক্ষেদধস্তাদ্ বৈষ্ণবী তথা।
এবং দশ দিশো রক্ষেৎ চামুণ্ডা শববাহনা ॥

* * *

নাসিকায়াং সুগন্ধা চ উত্তরোষ্ঠে চ চর্চিকা।
অধরে চামৃতা বালা জিহ্বায়াঞ্চ সরস্বতী ॥

* * *

কামাক্ষী চিবুকং রক্ষেৎ বাচং মে সর্বমঙ্গলা।
গ্রীবায়াং ভদ্রকালী চ পৃষ্ঠবংশে ধনুর্ধরী ॥

* * *

পদ্মাবতী পদ্মকোশে কফে চূড়ামণিস্তথা।
জ্বালামুখী নখজ্বালামভেদ্যা সর্বসন্ধিষু ॥
শুক্রং ব্রহ্মাণী মে রক্ষেচ্ছায়াং ছত্রেশ্বরী তথা।
অহঙ্কারং মনো বুদ্ধিং রক্ষেন্মে ধর্মধারিণী ॥

* * *

রসে রূপে চ গন্ধে চ শব্দে স্পর্শে চ যোগিনী।
সত্ত্বং রজস্তমশ্চৈব রক্ষেন্নারায়ণী সদা ॥
আয়ু রক্ষতু বারাহী ধর্মং রক্ষতু পার্বতী।
যশঃ কীর্তিক লক্ষ্মীঞ্চ সদা রক্ষতু বৈষ্ণবী ॥

* * *

ধনেশ্বরী ধনং রক্ষেৎ কৌমারী কন্যকাং তথা।
পন্থানং সুপথা রক্ষেন্মার্গং ক্ষেমঙ্করী তথা ॥

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

* * *

অর্থাৎ "হে মহাবলে, হে মহোৎসাহে, হে মহাভয়-বিনাশিনি, হে দুর্নিরীক্ষ্যে (দুর্দর্শনীয়া), হে শত্রুদিগের ভয়বর্ধিনি দেবি, আমাকে পরিত্রাণ (রক্ষা) কর।

পূর্বদিকে ইন্দ্রী (ইন্দ্রশক্তি) ও অগ্নিকোণে অগ্নিদেবতা আমাকে রক্ষা করুন। দক্ষিণে বারাহী (যমশক্তি) ও নৈর্ঋত কোণে খড়্গধারিণী (নৈর্ঋতি-শক্তি) আমাকে রক্ষা করুন।

উর্ধ্বে ব্রহ্মাণী ও অধোদেশে বৈষ্ণবী আমাকে রক্ষা করুন এবং শবাসনা চামুণ্ডা আমাকে দশ দিকে রক্ষা করুন।

সুগন্ধা নাসিকায়, চর্চিকা উপরের ওষ্ঠে, অমৃতা বালা অধরে এবং সরস্বতী জিহ্বাতে অবস্থান করুন।

কামাক্ষী চিবুক, সর্বমঙ্গলা বাক্য, ভদ্রকালী গ্রীবা এবং ধনুধরী মেরুদণ্ড রক্ষা করুন।

পার্বতী পদ্মকোশ (ফুস্‌ফুস্), চূড়ামণি কফ, জ্বালামুখী নখস্থিত তেজ এবং অভেদ্যা দেবী সন্ধিস্থান (গ্রন্থি) সমূহ রক্ষা করুন।

ব্রহ্মাণী শুক্র, ছত্রেশ্বরী ছায়া ও ধর্মধারিণী দেবী আমার অহঙ্কার, মন ও বুদ্ধি রক্ষা করুন।

যোগিনী আমার রস, রূপ, গন্ধ, শব্দ ও স্পর্শ এবং নারায়ণী আমার সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ গুণ রক্ষা করুন।

বারাহী আয়ু রক্ষা করুন এবং পার্বতী ধর্ম রক্ষা করুন। বৈষ্ণবী যশ, কীর্তি এবং লক্ষ্মী আমার সম্পদ রক্ষা করুন।

ধনেশ্বরী ধন এবং কৌমারী আমার কন্যা রক্ষা করুন। সুপথা আমার জীবনের পথ ও ক্ষেমঙ্করী আমার গন্তব্য পথ রক্ষা করুন।"

যাহারা দেবী সাধনায় রত থাকিবেন তাহারা দেবীকে সর্বস্থানে এবং প্রতি অঙ্গপ্রত্যঙ্গে দেবী অবস্থিতা এমত চিন্তা করিতে হইবে, ইহাই দেবী-কবচের মূল বক্তব্য। ইহা সকল সাধন-পথের মূল কথা। ইষ্টদেবতা যাহার যাহা রহিবে তাঁহাকেই

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

এমত চিন্তা করিতে হয়। "যত্র যত্র মন যাতি, তত্র তত্র কৃষ্ণ ভাতি," —ইহা বৈষ্ণব ভক্তের অবস্থা। এমত মনের অবস্থায় সাধকের সিদ্ধিলাভ হইয়া থাকে। শক্তি-সাধকেরা দেবীকে সর্বত্র দর্শন করিবার অভ্যাস করিয়া থাকেন। এভাব সকল ধর্মাবলম্বী সাধকেরই লক্ষ্য, অন্ততঃ প্রথম অবস্থায়।

রাত্রি-সূক্ত

কামাদি ইন্দ্রিয়সকল মানবের শত্রু। উহারা সকল সময়ে চিত্তকে অপহরণ করে, ইহারা তস্করতুল্য। ইন্দ্রিয়সকল বিষয়-সমূহে আকৃষ্ট হেতু প্রাণিগণ সংসারে আবদ্ধ রহে এবং আত্মজ্ঞান বিস্মৃত হইয়া থাকে, ফলে নানাবিধ পাপাচার অনুষ্ঠান করে। বাসনারত কর্মের ফলেই মন ও দেহ সংসারে বদ্ধ। বিষয়-বাসনে আবদ্ধ থাকিয়াই মানুষ হিংসরূপ পাপকার্য করে। এই বাসনাই মানুষের পাপ এবং ইহাকে হিংসাকারী ব্যাঘ্র ও ব্যাঘ্রী সদৃশ বলা হয়। ইন্দ্রিয়সকল ও বাসনা (বা আশা) পরিত্যাগ না করিতে পারিলে মোক্ষলাভ বা ইহলোকে প্রকৃত শান্তি আসে না। কাম, ক্রোধ, মোহ, বাসনা ইত্যাদি মানুষের তমোগুণ এবং এইগুলি 'আঁধার' স্বরূপ। এই আঁধার বা তমোগুণই আত্ম-বিস্মৃতির বা দুঃখের কারণ। আত্ম-বিস্মৃতিই পাপ। পাপসকল দূরীভূত না হইলে, মানুষের আত্মজ্ঞান আসে না। এই আত্মজ্ঞানই আলোর রূপ। রাত্রির অন্ধকার উষার আলোতে বিলীন হয়। বাসনা এবং ইন্দ্রিয়সমূহ মানবের রাত্রিতুল্য আঁধার রূপ। ঐসকল দূরীভূত হইলে অর্থাৎ রাত্রি সরিয়া গেলে আলোরূপ উষার আগমনে আত্মজ্ঞান উদিত হইবে। দেবী সর্ব অবস্থায় বিরাজিতা। দেবী রাত্রিরূপা এবং উষারূপা অর্থাৎ আধাররূপা ও আলোকরূপা। তাই বাসনা ও ইন্দ্রিয়াদি নাশ করিবার জন্য সাধক রাত্রি দেবীকে আরাধনা করে। এইরূপ দেবী আরাধনাই 'রাত্রি-সূক্ত' নামে অভিহিত।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

শ্রীজগদম্বার প্রীতির জন্য চণ্ডীপাঠের পূর্বে 'রাত্রি-সূক্ত' (তমোগুণী রাত্রি দেবীকে) ধ্যান করে।

(১) (ঋগ্বেদ, ১০ম মণ্ডল, ১০ম অনুবাক, ১২৭ সূক্তের কয়েকটি উল্লেখ হইল): (ইহা বৈদিক রাত্রি-সূক্ত।)

যাবয়া বৃক্যং বৃক্যং যবয়স্তেন মূর্ম্যে।
অথা নঃ সুতরা ভব॥
উপ মা পেপিশত্তমঃ কৃষ্ণং ব্যক্তমস্থিত।
উষ ঋণেব যাতয়॥
উপ তে গা ইবাকরং বৃণীষ্ব দুহিতর্দিবঃ।
রাত্রি স্তোমং ন জিগ্যুষে॥

অর্থাৎ হে দেবি রাত্রি! নানা বাসনারূপ ব্যাঘ্রী এবং ব্যাঘ্র-সদৃশ হিংসাকারী পাপসকল হইতে আমাদিগকে রক্ষা করুন। চিত্তাপহারক কামাদি তস্কর সকল দূর করিয়া আমাদের মোক্ষদাত্রী হউন।

হে উষা (রাত্রি) দেবি। সর্ব বস্তুতে সুসংলগ্ন অতি গাঢ় কৃষ্ণবর্ণ অন্ধকার তুল্য অজ্ঞান আমার নিকট উপস্থিত হইয়াছে। আপনি ঋণের ন্যায় তাহা দূর করুন, অর্থাৎ আপনার স্তবকারিগণকে অর্থদান করিয়া যেমন তাহাদের ঋণ দূর করেন সেইভাবে।

হে রাত্রি দেবী, দুগ্ধবতী ধেনুর ন্যায় আমি আপনাকে স্তব ইত্যাদির দ্বারা প্রসন্ন করিতেছি; হে পরমাকাশের কন্যা (বা সর্বব্যাপী পরমাত্মার কন্যা)! আমি কামাদি শত্রু জয় করিতে ইচ্ছা করি। আমার এই স্তব ও হবিঃ গ্রহণ করুন।

(২) (সামবিধান ব্রাহ্মণ, ৩য় মঃ, ৮ম অনু, ২য় সূত্র): (সামবিধি ব্রাহ্মণোক্ত রাত্রি-সূক্ত।)

"ওঁ রাত্রিং প্রপদ্যে পুনর্ভূং ময়োভূং কন্যাং শিখণ্ডিনীং পাশহস্তাং যুবতীং কুমারিণীমাদিত্যঃ শ্রীচক্ষুষে বাতঃ প্রাণায় সোমো গন্ধায়াপঃ স্নেহায় মনোঽনুজ্ঞায় পৃথিবৈ শরীরম্।"

৪

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

অর্থাৎ যে ব্রহ্মরূপা মহামায়া পুনঃপুনঃ অসুর বধের জন্য আবির্ভূতা হন, যিনি প্রাণিগণের সুখদাত্রী ও কন্যারূপিণী, যিনি ময়ূরপুচ্ছভূষণা ও অসুর বধার্থ পাশ হস্তা এবং যিনি নিত্যা ও কুমারী, সেই রাত্রিদেবীর শরণাপন্ন হই। তাঁহার প্রভাবে সূর্য চক্ষুদ্বয়কে শ্রীযুক্ত করুন, বায়ু দেবতা প্রাণ রক্ষা করুন; সোমদেব ঘ্রাণেন্দ্রিয় রক্ষা করুন; বরুণদেব তরল পদার্থ সকল রক্ষা করুন; প্রাণদেব আমার প্রাণ রক্ষা করুন এবং পৃথিবীর অধিষ্ঠাত্রী দেবতা আমার শরীর রক্ষা করুন।

সৃষ্টি-স্থিতি-লয় এই তিনটি কাল-রাজ্যের ব্যাপার; ইহাই আঁধার বা অন্ধকার। প্রেম-রাজ্য কেবল আলোময়। আলো ও আঁধার দুই দেবীর লীলা ক্ষেত্র। তাই রাত্রিকেও দেবীরূপে কল্পনা করে। অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যত এই তিন প্রকার কাল রহে। ঐ কালের মধ্যেই 'ক্ষণ' বর্তমান। ক্ষণকে ধরিতে পারিলেই কাল জয়ী হওয়া যায়। দেহ ধারণ করিয়াও সাধকের এমত অবস্থা হইতে পারে। অমানব মানব গোপীনাথ কবিরাজ বলেন, "আমি দেহ নই, আমি দেহে নই; অথচ আমি দেহাতীতকে দেহ মধ্যেই অনুভব করি, ইহাই পরম আশ্চর্য্য।" অতএব এই দেহই মানুষের সাধন ক্ষেত্র বলা যায়।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

শ্রীশ্রীচণ্ডী আরম্ভ (প্রধান অংশ)

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

মেধস মুনি চণ্ডী উপাখ্যান প্রথমে রাজা সুরথ ও সমাধি বৈশ্যকে বলেন। পরে ইহা ঋষি মার্কণ্ডেয় তাঁহার শিষ্য ভাগুরীকে বর্ণনা করেন। অনন্তর অপোধন ভাগুরী কথিত চণ্ডীকথা শ্রবণ করেন শাপগ্রস্ত পক্ষিরূপী দ্রোণ পুত্রগণ। পরে ইহা শ্রুত হন ব্যাস-শিষ্য জৈমিনি। অতঃপর মহামুনি বেদব্যাস মার্কণ্ডেয় পুরাণে ইহা প্রকাশ করেন। এইভাবে ছয়টি ক্রমে চণ্ডী প্রবর্তন হয়।

ব্যাসদেবের মার্কণ্ডেয় পুরাণে মধু-কৈটভ বধ, মহিষাসুর বধ এবং শুম্ভ-নিশুম্ভ বধ নামে দেবীর তিনটি কাহিনী বর্ণিত, ইহাই শ্রীশ্রীচণ্ডী, সপ্তশতী বা দেবী মাহাত্ম্য নামে খ্যাত। শ্রীশ্রীচণ্ডীতে সাত শতটি মন্ত্র আছে।

বৈদিক মতে ইষ্টলাভের উপায় যজ্ঞ; আর তান্ত্রিক মতে পূজা। যজ্ঞে প্রতিমার প্রয়োজন হয় না; কিন্তু পূজায় প্রতিমা প্রয়োজন। বৈদিক-সূক্ত উচ্চারণে অগ্নির মাধ্যমে দেবদেবীর উদ্দেশ্যে ঘৃতাদি আহুতি দিয়া যজ্ঞ করা হয়। আর তন্ত্রশাস্ত্র মতে মূর্তির মাধ্যমে মন্ত্র উচ্চারণে পূজা করা হইয়া থাকে। যজ্ঞ ও পূজা উভয়েরই উদ্দেশ্য কাম্যবস্তু লাভ।

শক্তিই বিশ্বের মূল কারণ। শক্তিবাদই তন্ত্রশাস্ত্রের ভিত্তি। প্রকৃতি শক্তিরই নামান্তর। বৈদিক শাস্ত্রমতে (উপনিষদ) পরমসত্ত্বাই পরব্রহ্ম; কিন্তু তন্ত্রমতে প্রকৃতি বা শক্তিই পরমাত্মা পরব্রহ্ম। বেদের এক নাম নিগম, তন্ত্রের নাম আগম অর্থাৎ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

যাহা হইতে জ্ঞান নির্গত। বৈদিকধারায় বেদ-বেদান্ত, গীতা, উপনিষদ্ এবং তান্ত্রিকধারায় চণ্ডী, ভাগবত প্রভৃতি নানা গ্রন্থ।

মহামায়া দেবী বা পরমাপ্রকৃতি শ্রীশ্রীচণ্ডী মহাকালী, মহালক্ষ্মী ও মহাসরস্বতী—এই তিন রূপে প্রকাশিতা। মহাকালী তামসী ও ঋগ্বেদরূপা, মহালক্ষ্মী রাজসী ও যজুর্বেদরূপা এবং মহাসরস্বতী সাত্ত্বিকী ও সামবেদরূপা। অনুরূপে পরমপুরুষ ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ্বর (রুদ্র)—এই তিনরূপে স-গুণে প্রকাশ। ব্রহ্মা সত্ত্বগুণ, বিষ্ণু রজগুণ এবং রুদ্র তমগুণসম্পন্ন। এইরূপে ব্রহ্মার স্ত্রী মহাসরস্বতী, বিষ্ণুর স্ত্রী মহালক্ষ্মী এবং মহেশ্বরের স্ত্রী মহাকালী এমত বলা হয়। দেবী ভাগবতে আছে,

সদৈকত্বং ন ভেদোঽস্তি সর্বদৈব মমাস্য চ।
যোঽসৌ সাহম্ অহং যাসৌ ভেদোঽস্তি মতিবিভ্রমাৎ॥

অর্থাৎ আমি (দেবী) ও ব্রহ্ম এক। উভয়ের মধ্যে ভেদ নাই। যিনি ব্রহ্ম তিনিই আমি। আমি যাহা তিনিও তাহাই। এই ভেদ ভ্রম-কল্পিত, বাস্তব নহে।

এইরূপে বৈষ্ণব ও তান্ত্রিক,—এই দুইয়ে মূলতঃ ভেদ নাই। উভয়েরই উদ্দেশ্য পরম ব্রহ্মকে উপলব্ধি করা বা ব্রহ্মপদ লাভ করা। যিনি চণ্ডী তিনিই বৈষ্ণবী, তিনিই নারায়ণী। আর যিনি কৃষ্ণ তিনিই বিষ্ণু তিনিই নারায়ণ। অতএব নারায়ণ ও নারায়ণী অভিন্ন, এক।

সুরথ নামে এক প্রতাপশালী রাজা বাস করিতেন। তিনি প্রবল শত্রুগণ কর্তৃক পরাজিত হয়েন। অনন্তর স্বীয় রাজধানীতে দুরাশয় অমাত্যগণ তাহার ধনভাণ্ডার ও সৈন্যসকল অধিকার করিল। তিনি প্রজাদিগকে ঔরসজাত পুত্রের ন্যায় পালন করিতেন। অবশেষে সেই রাজা রাজত্ব হারাইয়া মৃগ শিকার ছলে অশ্বারোহণে গভীর অরণ্যে মেধস মুনির আশ্রমে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। রাজা যখন ব্যথিত মনে নিজ অতীত ঘটনাসকল স্মরণ করিতেছিলেন সেই সময়ে বৈশ্য সমাধি আসিয়া উপস্থিত হইল।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

রাজা সুরথ কর্তৃক জিজ্ঞাসিত হইয়া বৈশ্য কহিলেন, "তিনি সমাধি নামক বৈশ্য; ধনবান বংশজাত। তাহার অসৎ স্ত্রী-পুত্রগণ ধনলোভে তাহাকে পরিত্যাগ করিয়াছে। আত্মীয়-বন্ধুগণ ধনহীন দেখিয়া তাহারাও তাহাকে পরিত্যাগ করিল। এই সকল কারণে দুঃখ হেতু তিনি বনে আসিয়াছেন।"

উভয়ের মধ্যে আলাপ-আলোচনা চলিতে লাগিল। অনন্তর সমাধি কহিল, "যে ধনলোভিগণ পিতৃস্নেহ, পতিপ্রেম ও স্বজনপ্রীতি ত্যাগ করিয়া তাহাকে বাহির করিয়াছে তাহাদের প্রতি তাহার এই অনুরাগ মমতা বশতঃ ইহা তিনি বুঝিতেছেন। অথচ অজ্ঞানতা বা বুদ্ধিভ্রম বশতঃ এই মমতা বা মায়া জানিয়াও উহা পরিত্যাগ করিতে পারিতেছেন না।" অনুরূপে রাজা সুরথও মায়া বশতঃ পরিত্যক্ত রাজ্যাদির কথা ভুলিতে পারিতেছেন না, ইহা ব্যক্ত করেন।

এইরূপ মায়ার কি কারণ, জানিবার জন্য উভয়ে ঋষি মেধার নিকট উপস্থিত হইয়া মুনিকে যথাযোগ্য সম্ভাষণপূর্বক উপবিষ্ট হইলেন। অনন্তর সুরথ রাজা মেধা মুনিকে কহিলেন,

মমত্বং গতরাজ্যস্য রাজ্যাঙ্গেষ্বখিলেষ্বপি।
জানতোঽপি যথাজ্ঞস্য কিমেতন্মুনিসত্তম্॥
অয়ঞ্চ নিকৃতঃ পুত্রৈর্দারৈর্ভৃত্যৈস্তথোজ্ঝিতঃ।
স্বজনেন চ সন্ত্যক্তস্তেষু হার্দী তথাপ্যতি॥

অর্থাৎ হে মুনিবর! আমার চিত্ত আমার বশীভূত নয় বলিয়া হৃত রাজ্যাদিতে আমার মমতা এখনও আছে। এই মমতাই আমার দুঃখের কারণ, ইহা আমি জানি। কিন্তু ইহা জানা সত্ত্বেও হৃত রাজ্যের রাজ্যসমূহে অজ্ঞের ন্যায় আমার যে মমতা রহিয়াছে, ইহার কারণ কি?

এই বৈশ্যও স্ত্রী-পুত্রগণ কর্তৃক বঞ্চিত, অমাত্যাদি কর্তৃক বর্জিত এবং আত্মীয় সকল কর্তৃক পরিত্যক্ত হইয়াও উহাদের প্রতি ইনি অতিশয় আসক্ত। অতঃপর পুনরায় মুনিকে কহিলেন,

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

এবমেষ তথাহঞ্চ দ্বাবগ্যত্যন্তদুঃখিতৌ।
দৃষ্টদোষাঽপি বিষয়ে মমত্বাকৃষ্টমানসৌ॥
তৎ কেনৈতন্মহাভাগ যন্মোহো জ্ঞানিনোরপি।
মমাস্য চ ভবত্যেষা বিবেকান্ধস্য মূঢ়তা॥

অর্থাৎ এই প্রকারে ইনি (সমাধি) ও আমি উভয়েই অত্যন্ত দুঃখিত হইয়াছি। কারণ স্ত্রী-পুত্র-রাজ্যাদি বিষয়ে দোষ দেখিয়াও তাহাদের প্রতি আমাদের চিত্ত মমতাযুক্ত হইয়াছে।

হে মহামতি, রূপরসাদি বিষয় দোষযুক্ত, ইহা ইনি (বৈশ্য) এবং আমি জ্ঞানি। তথাপি আমাদের এই মোহ কি হেতু হইতেছে? এইরূপ মূঢ়তা বিবেকহীন ব্যক্তিরই হইয়া থাকে।

রাজা সুরথের এই সকল প্রশ্ন শ্রুত হইয়া প্রত্যুত্তরে ঋষি মেধা কহিলেন,—

জ্ঞানমস্তি সমস্তস্য জন্তোর্বিষয় গোচরে।
বিষয়শ্চ মহাভাগ যাতি চৈবং পৃথক্ পৃথক্॥
দিবান্ধাঃ প্রাণিনঃ কেচিদ্রাত্রাবন্ধাস্তথাপরে।
কেচিদ্দিবা তথা রাত্রৌ প্রাণিনস্তুল্যদৃষ্টয়ঃ॥

অর্থাৎ হে মহামতে, সমস্ত প্রাণীরই ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য রূপরসাদি বিষয়ে জ্ঞান আছে। বিষয়সমূহে এইরূপে পৃথক্‌ভাবে তাহাদের জ্ঞানগোচর হয়।

পেচকাদি প্রাণী দিবসে দৃষ্টিশক্তিহীন; কাক প্রভৃতি প্রাণী রাত্রিতে অন্ধ। কেঁচো প্রাণী সকল দিবা ও রাত্রিতে দৃষ্টিশক্তি-হীন। বিড়াল ও রাক্ষসাদি কোন কোন প্রাণী দিবা ও রাত্রিতে সমান দৃষ্টিসম্পন্ন।

জ্ঞানিনো মনুজাঃ সত্যং কিন্তু তে ন হি কেবলম্।
যতো হি জ্ঞানিনঃ সর্বে পশুপক্ষিমৃগাদয়ঃ॥
জ্ঞানঞ্চ তন্মনুষ্যাণাং যত্তেষাং মৃগপক্ষিণাম্।
মনুষ্যাণাঞ্চ যত্তেষাং তুল্যমন্যৎ তথোভয়োঃ॥

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

অর্থাৎ সত্যই মানবগণের বিষয়-জ্ঞান আছে। কেবল মানবসকলেই বিষয়-জ্ঞানবান্ নহে। কারণ পশু, পক্ষী, মৃগ ও মৎস্যাদি সকল প্রাণীরই বিষয়জ্ঞান রহিয়াছে। পশুপক্ষিগণ এবং মনুষ্যগণের বিষয়জ্ঞান সমভাবেই আছে। আর আহার নিদ্রাদি অন্যান্য বিষয়ের জ্ঞান পশু এবং মানুষ উভয়েই সমান।

জ্ঞানেঽপি সতি পশ্যৈতান্ পতাগাঞ্ছাবচঞ্চুষু।
কণমোক্ষাদৃতান্ মোহাৎ পীড্যমানানপি ক্ষুধা॥
মানুষা মনুজব্যাঘ্র সাভিলাষাঃ সুতান্ প্রতি।
লোভাৎ প্রত্যুপকারায় নন্বেতে কিং ন পশ্যসি॥

অর্থাৎ দেখুন, শাবকের ভোজনে নিজের ক্ষুধা নিবৃত্তি হয় না, ইহা জানিয়াও পক্ষিগণ নিজেরা ক্ষুধায় কাতর হইয়াও মোহবশতঃ শাবকগণের চঞ্চুপুটে শস্যকণা প্রদানে কত অনুরক্ত। আর মানবগণও উপকার লাভের আশায় পুত্রাদির প্রতি আকাঙ্ক্ষা-যুক্ত বা অনুরক্ত ইহা কি দেখিতেছেন না?

তথাপি মমতাবর্তে মোহগর্তে নিপাতিতাঃ।
মহামায়াপ্রভাবেণ সংসারস্থিতিকারিণা॥

অর্থাৎ তথাপি সংসারের স্থিতিকারিণী মহামায়ার প্রভাবে জীবগণ মোহরূপ গর্তে ও মমতারূপ আবর্তে নিপাতিত হয়।

অনন্তর ঋষি মেধা রাজা সুরথ ও সমাধি বৈশ্য উদ্দেশ্যে মহামায়া সম্বন্ধে যাহা কহিলেন,

তন্নাত্র বিস্ময়ঃ কার্যো যোগনিদ্রা জগৎপতেঃ।
মহামায়া হরেশ্চৈতত্তয়া সংমোহ্যতে জগৎ॥
জ্ঞানিনামপি চেতাংসি দেবী ভগবতী হি সা।
বলাদাকৃষ্য মোহায় মহামায়া প্রযচ্ছতি॥
তয়া বিসৃজ্যতে বিশ্বং জগদেতচ্চরাচরম্।
সৈষা প্রসন্না বরদা নৃণাং ভবতি মুক্তয়ে॥
সা বিদ্যা পরমা মুক্তের্হেতুভূতা সনাতনী।
সংসারবন্ধহেতুশ্চ সৈব সর্বেশ্বরেশ্বরী॥

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

অর্থাৎ এই মহামায়াই জগৎপতি বিষ্ণুর যোগনিদ্রা। এই শক্তি জগতের সকল জীবকে মোহাচ্ছন্ন করিয়া রাখিয়াছেন। অতএব, এই বিষয়ে বিস্মিত হওয়া উচিত নয়। দেবী ভগবতী মহামায়া বিবেকিগণেরও চিত্তসকল বলপূর্বক আকর্ষণ করিয়া মোহাবৃত করেন। এই মহামায়াই সমগ্র চরাচর জগৎ সৃষ্টি করেন। তিনি প্রসন্না হইলে মানুষকে মুক্তিলাভের জন্য অভীষ্ট বর প্রদান করেন। তিনি সংসার মুক্তির কারণ-স্বরূপা। তিনি পরমা ব্রহ্মবিদ্যারূপিনী এবং সনাতনী। তিনিই সংসারবন্ধনের কারণস্বরূপা অবিদ্যা এবং ব্রহ্মা, বিষ্ণু আদি সকল ঈশ্বরের ঈশ্বরী।

অনন্তর রাজা সুরথ ঋষি মেধাকে কহিলেন, ভগবন্! যাঁহাকে আপনি মহামায়া বলিতেছেন, সেই দেবী কে? মুনিবর, তিনি কিভাবে উৎপন্না হন এবং তাঁহার কার্যই বা কি?

প্রত্যুত্তরে ঋষি মেধা বলেন,

নিত্যৈব যা জগন্মূর্তিস্তয়া সর্বমিদং ততম্।
তথাপি তৎ সমুৎপত্তির্বহুধা শ্রূয়তাং মম॥
দেবানাং কার্যসিদ্ধ্যর্থমাবির্ভবতি সা যদা।
উৎপন্নেতি তদা লোকে সা নিত্যাপ্যভিধীয়তে॥

অর্থাৎ এই মহামায়া নিত্যা (বা জন্ম মৃত্যু রহিতা); আবার এই জগৎপ্রপঞ্চই তাঁহার বিরাট মূর্তি। তিনি সর্বব্যাপী ও নিত্যা হইলেও তাঁহার বহুপ্রকার আবির্ভাবের বৃত্তান্ত আমার নিকট শ্রবণ করুন। যখন তিনি দেবগণের কার্য্যসিদ্ধির নিমিত্ত আবির্ভূতা হন, স্বরূপতঃ নিত্যা হইলেও তিনি পৃথিবীতে উৎপন্না, এইরূপ অভিহিতা হন।

অনন্তর ঋষি মেধা দেবীর আবির্ভাব মাহাত্ম্য ইত্যাদি বর্ণনা করেন।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

শ্রীশ্রীচণ্ডীর প্রথম চরিত্র

(মহাকালীর ধ্যান ।)

বীজমন্ত্র : ওঁ ক্লীং ।

ওঁ খড়্গং চক্রগদেষুচাপপরিঘান্ শূলং ভুশুণ্ডীং শিরঃ
শঙ্খং সন্দধতীং করৈস্ত্রিনয়নাং সর্বাঙ্গভূষাবৃতাম্ ।
নীলাশ্মদ্যুতিমাস্যপাদদশকাং সেবে মহাকালিকাং
যামস্তৌচ্ছয়িতে হরৌ কমলজো হন্তুং মধুং কৈটভম্ ॥

অর্থাৎ যিনি দশ হস্তে খড়্গ, চক্র, গদা, তীর, ধনু, লগুড়, শঙ্খ, শূল, ভুশুণ্ডী (অস্ত্রবিশেষ) এবং নরমুণ্ড ধারণ করেন ; যিনি ত্রিনয়না সর্বাঙ্গ অলঙ্কারে আবৃত এবং নীলকান্ত মণিতুল্য প্রভাব-বীশিষ্টা ; যাঁহার দশটি মুখ ও দশটি পদ ; বিষ্ণু যোগনিদ্রাগত হইলে মধু ও কৈটভ নামক অসুরদ্বয় বিনাশের জন্য ব্রহ্মা যাঁহাকে স্তব করিয়াছিলেন, আমি সেই মহাকালীর ধ্যান করি ।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

মধু ও কৈটভ বধ বর্ণনা

প্রলয়কালে পৃথিবী এক বিরাট কারণ-সমুদ্রে পরিণত হইল। বিষ্ণু অনন্তনাগকে শয্যারূপে বিস্তৃত করিয়া যোগনিদ্রায় মগ্ন হইলেন। প্রজাপতি ব্রহ্মা বিষ্ণুর নাভিপদ্মে স্থিত রহিলেন। এমন সময়ে বিষ্ণুর কর্ণমূল হইতে মধু ও কৈটভ প্রবল অসুরদ্বয় উৎপন্ন হইয়া ব্রহ্মাকে হত্যা করিতে উদ্যত হইল। ব্রহ্মা ভীত হইলেন। ভগবান্ বিষ্ণুর জাগরণের নিমিত্ত একাগ্রচিত্তে বিষ্ণুর নয়নাশ্রিতা তেজঃ স্বরূপা, স্থিতি-সংহারকারিণী জগদ্ধাত্রী (ওঁ ঐঁ), বিশ্বেশ্বরী মহামায়াকে স্তব করিলেন।

(সংস্কৃত স্তবের বঙ্গানুবাদ)—"ইহা তান্ত্রিক রাত্রিসুক্ত।

তুমি মাতা, নিত্যা, অক্ষরা,
স্বাহা, স্বধা, বষট্‌কারা,
পরা, মাত্রাত্মিকাস্থিতা, সুধা-স্বরূপিণী
গায়ত্রী, অর্দ্ধমাত্রা, তুমি গো জননী।
জগৎধারিণী তুমি, জগৎ রূপিণী
তুমি মাগো সৃষ্টি-স্থিতি-সংহারকারিণী।
কভু তুমি মহাবিদ্যা, কভু মহামোহা,
মহামেধা হও তুমি, মহাস্মৃতি-রূপা।
মহাদেবী হও তুমি, হও মহাসুরী
নাম তব মহামায়া, জগত ঈশ্বরী।
গুণ-ত্রয়ে জীবগণে সাধনকারিণী
প্রকৃতি উদ্ভূত সব, 'প্রকৃতি' নামিনী।
কাল-রাত্রি, মহারাত্রী, মোহারাত্রী
ত্রি-রাত্রিরূপিণী, সদা অধিষ্ঠাত্রী।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তুমি শ্রী, হ্রী, লক্ষ্মী, বুদ্ধি-ঈশ্বরী
লজ্জা, পুষ্টি, তুষ্টি আর ক্ষমা, মাধুরী।
খড়্গ, শূল, গদা, চক্র, পরিঘ অস্ত্রধারিণী,
হয়ে ভয়ঙ্করী শঙ্খ, বাণ ভূশুণ্ডী, ধনুকধারিণী।
সৌম্যা, সৌম্যতরা, অশেষ সুন্দরী,
পরার-পরমা তুমি, পরমা ঈশ্বরী।
সদসৎ যাহা যাহা কিছু, সবি তব শক্তি-গাঁথা
বিশ্বস্বরূপিণী, স্তবিব কেমনে তব জয়-কথা।
জগৎস্রষ্টা, জগৎপাতা
জগতের যিনি সৃজনকর্তা
যাঁহার মায়ায় রহিয়াছে নিদ্রাভিভূত
কিবা তাঁহার করি স্তুতি, সাধ্যের অতীত।
সমর্থিত নহেক কেহ তাঁহারে আরাধিতে,
ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ ধরে দেহ যাঁর কৃপাতে।
নিজ অলৌকিক প্রভাবে হও মা প্রকাশিত,
নাশ মধু-কৈটভ, নিজগুণে হয়ে মহান্বিত।
জগৎপতে অচ্যুতেরে শীঘ্র কর জাগরণ,
জাগাও প্রবৃত্তি তাঁর, অসুর নাশের কারণ।

এইরূপে ব্রহ্মা কর্তৃক স্তুত হইয়া তামসী দেবী বিষ্ণুর নেত্র, মুখ, নাসিকা, বাহু, হৃদয় এবং বক্ষঃস্থল হইতে নির্গত হইয়া ব্রহ্মার দৃষ্টিগোচর হইলেন। জগন্নাথ যোগনিদ্রা মুক্ত হইলেন। তিনি শেষ শয্যা ত্যাগ করিয়া গাত্রোত্থান করিলেন এবং মধু ও কৈটভ অসুরদ্বয় ব্রহ্মাকে বধ করিতে উদ্যত দেখিলেন।

অনন্তর সম্যগ্‌রূপে গাত্রোত্থান করিয়া বিষ্ণু পাঁচ হাজার বৎসর ঐ অসুরদ্বয়ের সহিত বাহুযুদ্ধ করেন। অবশেষে ঐ অসুরদ্বয় মহামায়ার দ্বারা বিমোহিত হইয়া বিষ্ণুর হস্তে মৃত্যু কামনা করিলেন। এরূপে বিষ্ণু সুদর্শন চক্রদ্বারা অসুরদ্বয়ের মস্তক ছেদন করেন।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ঐ দেবী মহামায়াই মায়াবলে বিষ্ণুকে যোগনিদ্রায় অভিভূত করিয়াছিলেন। তিনিই মায়াবলে বিষ্ণুর নিদ্রাভঙ্গ করান, তিনিই মায়া বলে অসুরদ্বয়কে বিষ্ণুর বধ্য হইতে বিমোহিত করেন। ঐ দেবীই অসুরদ্বয়কে বধ করিবার জন্য বিষ্ণুর প্রবৃত্তি উৎপাদন করিয়াছিলেন।

মানুষ "আমি আমার", এই আমিত্ব বোধে সর্বক্ষণ রহে। সেই জন্য দেহ-বোধের আমিকেই সে সর্বস্ব বলিয়া মনে করে। এই দেহ-বোধ হেতুই মানুষের ভয়, ভীতি বা 'হারাই—হারাই' এমত ভাব থাকে। সে অনিত্য বিষয় বস্তু হইতেই নিত্য সুখ, আনন্দ বা শান্তি লাভ করিতে চাহে; কিন্তু ইহা অসম্ভব। মনে রাখিতে হইবে অনিত্য বস্তু হইতে যে ভোগ লাভ হয় তাহা অনিত্য-আনন্দস্বরূপ।

মানুষ মোহ-গ্রস্থ; সে দেহ-মায়ায় বা সংসার বন্ধনজনিত মায়ায় আবদ্ধ। এই মায়ায়াই মানুষের অজ্ঞানতা; ইহাকেই অবিদ্যা বা মিথ্যা জ্ঞান বলা হয়। এই মায়া প্রকৃতিজাত। সেই জন্য দেবীকে "মহামায়া" নামে অভিহিত করে। মহামায়াকে আরাধনা করিয়া তুষ্টা করিলে দেবী মানুষের মায়া অপসারণ করেন। এই মায়া অপসারিত হইলে মানুষ নিজের আসল স্বরূপ বা চৈতন্য-আমিকে উপলব্ধি করিতে পারে। তখন মানুষের আমিত্ব বা দেহ-বোধের আমি রহে না। এই অবস্থায় মানুষ সুখ-দুঃখ সমজ্ঞানে বিচরণ করিয়া থাকে, ফলে নিত্য সুখকর আনন্দ বা মনের প্রকৃতি শান্তি উপলব্ধি করে।

এই মায়া হেতুই মানুষের চাহিদা ও আশা-আকাঙ্ক্ষা। আশা ও চাহিদার অন্ত নাই, ইহাই মানুষের অশান্তির কারণ। এই সকল নিবৃত্তি করিবার জন্যই সাধক দেবীকে আরাধনা করেন, কারণ তিনিই মায়ার কারণ স্বরূপা। মায়া অপসারিত হইলেই চাওয়া-পাওয়া নাই; ফলে অনন্ত শান্তি, অনন্ত-আনন্দ।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ইন্দ্রিয় সকল মানুষের শত্রু, এই সকল মানুষের প্রবৃত্তি অনায়ন করে। নিবৃত্তি মার্গে না আসিতে পারিলে মানুষের প্রকৃত শান্তি নাই। এই ইন্দ্রিয় সকল প্রকৃতিজাত। সেই জন্য দেবীর নিকট প্রার্থনা করে, "দ্বিষো জহি"। রিপু সকলই মানুষের প্রকৃত শত্রু। অনুরূপ ভাবে গীতায় বলা হইয়াছে যে দেহ-ধারীকে কর্ম করিতে হইবে। কর্ম ফলে আশা না রাখিয়া কর্ম করিবে, ইহাই গীতার একমাত্র নির্দেশ। নিষ্কাম-কর্মেই নিবৃত্তি আসে।

ভগবানের দুইটি রাজ্য,—একটি কালের রাজ্য, অপরটি প্রেমের রাজ্য। মানুষ কালের রাজ্যকেই সব মনে করে। মহামায়াই মানুষকে মায়াবলে এইরূপ নিদ্রাভিভূত করিয়া রাখেন। তিনিই মায়াবলে মানুষের ঐ নিদ্রাভঙ্গ করেন। মহামায়ার কৃপা না হইলে মানুষের 'মায়া' অপসারিত হয় না। মানুষের মোহ-মায়া না সরিলে সে প্রেম-রাজ্যে প্রবেশ করিতে পারে না। বিষয়-বুদ্ধিরূপ মায়া ত্যাগ করিয়া শিশুর মতন সরল না হইতে পারিলে মানুষ মায়ের (বা মহামায়ার) কোলে বসিতে পারে না। শিশু মায়ের কোলে বসিলে তার চাহিদা আর রহে না ; ইহাই প্রেম-রাজ্যের সজ্ঞা। অতএব ত্যাগেই আনন্দ, ভোগে কেবল চাহিদাই বৃদ্ধি করে। যিনি মায়াকে ত্যাগ করিতে পারেন তিনিই কালের-রাজ্যকে জয় করিয়া প্রেম-রাজ্যে প্রবেশ করেন। সেই সাধকের দেহ-বোধও রহে না। তিনি দ্রষ্টারূপেই থাকেন ; আমি-আমার এই বোধে তিনি কখন কর্ম করেন না। এই মায়াকে জয় করিবার জন্যই সাধক মহামায়ার আরাধনা করেন। আসল কথা হইল, মানুষের কাম-কামনা দমন করা।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

শ্রীশ্রীচণ্ডীর মধ্যম চরিত্র

(মহালক্ষ্মীর ধ্যান)

বীজমন্ত্রঃ ওঁ হ্রীঁ ।

ওঁ অক্ষস্রক্‌পরশুং গদেষুকুলিশং পদ্মং ধনুঃ কুণ্ডিকাং
দণ্ডং শক্তিমসিঞ্চ চর্ম জলজং ঘণ্টাং সুরাভাজনম্ ।
শূলং পাশসুদর্শনে চ দধতী হস্তৈঃ প্রবালপ্রভাং
সেবে সৈরিভ-মর্দিনীমিহ মহালক্ষ্মীং সরোজস্থিতাম্ ॥

অর্থাৎ ওঁ যিনি অষ্টাদশ হস্তে রুদ্রাক্ষের জপমালা, কুঠার, গদা, শর, বজ্র, পদ্ম, ধনু, কমণ্ডলু, দণ্ড, শক্তি, অসি, ঢাল, শঙ্খ, ঘণ্টা, সুরাপাত্র, শূল, পাশ এবং সুদর্শনচক্র ধারণ করিয়া আছেন, এখন আমি সেই প্রবালপ্রভা মহিষাসুরমর্দিনী কমলাসীনা মহালক্ষ্মীর ধ্যান করি।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

মহিষাসুর বধ বর্ণনা

পুরাকালে যখন মহিষাসুর অসুরগণের রাজা এবং ইন্দ্র দেবগণের অধীশ্বর ছিলেন একশত বৎসর দেবগণ ও অসুরগণের যুদ্ধ হইয়াছিল। ঐ যুদ্ধে দেবসৈন্যগণ অসুর সৈন্যদের দ্বারা পরাজিত হন। মহিষাসুর দেবগণকে পরাভূত করিয়া স্বর্গের অধিপতি হন। দেবশক্র অসুরগণের দৌরাত্ম্যে অতিষ্ঠ হইয়া ব্রহ্মা প্রমুখ দেবগণ মধুসূদন ও মহাদেবের শরণাপন্ন হইলেন। মহিষাসুরের বধের উপায় তাঁহাদিগকে চিন্তা করিতে বলিলেন। অনন্তর অতি ক্রোধান্বিত বিষ্ণুর এবং পরে ব্রহ্মা ও শিবের বদন হইতে মহাতেজ নিঃসৃত হইল। ইন্দ্রাদি অন্যান্য দেবগণেরও শরীর হইতে সুবিপুল তেজ নির্গত হইয়া একত্র মিলিত হইল। পরিশেষে সকল দেবতার দেহ নিঃসৃত অতুল জ্যোতিঃ একত্র হইয়া এক নারীমূর্তি ধারণ করিল। ঐ নারীমূর্তিই মহিসাসুর-মর্দিনী অম্বিকা বা চণ্ডীকাদেবী নামে কথিতা হইলেন। তিনি মহিষাসুর বধের নিমিত্ত সিংহবাহিনীরূপে যুদ্ধে অবতীর্ণ হন। ঐ দেবীকে সমস্ত দেবতাগণ বিবিধ অস্ত্রে ভূষিত করেন।

শিবের তেজে মুখ, যমের তেজে কেশপাশ, বিষ্ণুর তেজে বাহুসকল, চন্দ্রের তেজে স্তনদ্বয়, ইন্দ্রের তেজে দেহের মধ্যভাগ (কটি), বরুণ তেজে জঙ্ঘা এবং উরুদ্বয় এবং পৃথিবীর তেজে নিতম্ব হইল। ব্রহ্মার তেজে পদদ্বয়, সূর্যের তেজে পদাঙ্গুলী, অষ্টবসুর তেজে করাঙ্গুলী, কুবের তেজে নাসিকা, দক্ষাদি প্রজাপতিগণের তেজে দণ্ডসমূহ এবং অগ্নি তেজে ত্রিনেত্র হইল। সন্ধ্যার তেজে ভ্রূযুগল, বায়ুর তেজে কর্ণদ্বয়, বিশ্বকর্মাদি অন্যান্য দেবগণের তেজোরাশি হইতে শিবামূর্তি সমুদ্ভূতা হইলেন। তখন সব দেবগণের তেজোরাশি হইতে সৃষ্ট সেই মঙ্গলময়ী দেবীকে দেখিয়া

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

মহিষাসুর নিপীড়িত দেবগণ অতীব আনন্দিত হইলেন। অনন্তর শিব নিজ শূল হইতে একটি শূল সৃষ্টি করিয়া দেবীকে দিলেন. বিষ্ণু সুদর্শন চক্র হইতে অন্য চক্র উৎপাদন করিয়া সেই মহালক্ষ্মীকে দিলেন। বরুণ একটি শঙ্খ, অগ্নি একটি শক্তি, বায়ু একটি ধনু ও বাণপূর্ণ দুইটি তূণ, ইন্দ্র নিজ বজ্র হইতে বজ্রান্তর ও ঐরাবতের গলদেশস্থ ঘণ্টা হইতে অন্য ঘণ্টা দিলেন। কাল দণ্ড হইতে দণ্ড, বরুণ একটি পাশ, প্রজাপতি অক্ষমালা ও কমণ্ডলু দিলেন। দেবীর সর্বরোমকূপে সূর্য নিজ রশ্মি দিলেন, কাল খড়্গ ও দীপ্তচর্ম দিলেন। ক্ষীরোদ উজ্জ্বল হার, অক্ষয় বস্ত্র, দিব্য চূড়ামণি, কুণ্ডল, বলয়, ভালে অর্ধচন্দ্র, বাহুতে কেয়ুর, গ্রীবাআভরণ নূপুর এবং অঙ্গুলী সমূহে সর্বোত্তম অঙ্গুরীয় দিলেন। বিশ্বকর্মা তীক্ষ্ণ কুঠার, অভেদ্য বর্ম ও নানাবিধ অস্ত্র দিলেন। সমুদ্র তাহার মস্তকে একটি অম্লান পদ্মমালা, বক্ষে একটি মালা এবং হস্তে একটি অতি মনোরম লীলা কমল দিলেন। হিমালয় বাহন সিংহ ও বিবিধ রত্ন দিলেন, কুবের পানপাত্র দিলেন যাহা সর্বদা সুরাপূর্ণ, নাগরাজ বাসুকি যিনি পৃথিবীকে ধরিয়া রাখিয়াছেন তিনি দেবীকে মহামণিময় একটি নাগহার দিলেন। অন্যান্য দেবতাগণও এইভাবে অস্ত্রশস্ত্র ও ভূষণ প্রদান করিলে সম্মানিতা দেবী তখন ভীষণ অট্টহাস্যের সহিত উচ্চৈঃস্বরে মুহুর্মুহু গর্জন করিতে লাগিলেন। সেই ঘোর নাদে আকাশ পরিপূর্ণ হইল, ভীষণ প্রতিধ্বনি উঠিল। দেবীর হুঙ্কারে সর্বলোক ক্ষুব্ধ, সমুদ্র কম্পিত, ধরা বিচলিত এবং পর্বত কম্পিত হইল। দেবগণ হর্ষে সিংহবাহিনীর জয় গাহিলেন, মুনিগণ ভক্তি নম্র চিত্তে নতদেহে দেবীকে ভজিতে লাগিলেন। এই ভাবে ত্রিলোক বিচলিত দেখিয়া দৈত্যগণ সৈন্য সজ্জিত ও অস্ত্রশস্ত্র উদ্যত করিয়া উঠিল। "আঃ কিমেতদিতি",—আঃ এ আবার কি ধ্বনি বলিয়া মহিষাসুর অসংখ্য অসুর পরিবৃত হইয়া সেই শব্দাভিমুখে ছুটিল এবং দেবীকে নিরীক্ষণ করিল যে তাঁহার দেহজ্যোতিঃ ত্রিলোক ব্যাপ্ত, পদভরে পৃথিবী অবনত, মুকুট নভস্পর্শী। আর দেখিল যে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

দেবীর ধনুর টঙ্কারে সমগ্র পাতাল বিক্ষুব্ধ, তাহার সহস্র বাহুতে সর্বদিক সমাচ্ছন্ন। অনন্তর দেবী সাথে দৈত্যদের যুদ্ধ বাঁধিল, অস্ত্রের ঝলকে সর্বদিক উদ্ভাসিত হইল।

প্রবল যুদ্ধ আরম্ভ হইল। এই রণক্ষেত্রে অম্বিকা বা দেবী যুদ্ধ করিতে করিতে যে সকল নিশ্বাস ত্যাগ করেন, সেই সকল হইতে লক্ষ লক্ষ দেবী-সৈন্য উৎপন্ন হইল। মহিষাসুরও শক্তিতে বলীয়ান্। ভীষণ যুদ্ধে স্বীয় সৈন্য বিনষ্ট হইলে মহিষাসুর মহিষাকৃতি ধারণ করিয়া দেবীর নিশ্বাসোৎপন্ন সৈন্যগণকে ভয় এবং আহত করিতে লাগিল। মহিষাসুর দেবীর শিবানুচর সৈন্য সংহার করিয়া দেবীর সিংহকে বিনাশ করিতে ছুটিল। সেই মহিষাকৃতি মহিষাসুরকে চণ্ডিকাদেবী পাশ নিক্ষেপ করিয়া বন্ধন করিলেন। মহিষাসুরও মহাযুদ্ধে পাশবদ্ধ হইয়া মহিষাকৃতি ত্যাগ করিয়া সিংহরূপ ধারণ করিল। অম্বিকা দেবী সেই সিংহের মস্তক ছেদন করিলেন। অনন্তর মস্তক ছেদনমাত্র মহিষাসুর খড়্গধারী পুরুষরূপে আবির্ভূত হইল। দেবী কর্তৃক ঐ পুরুষ বাণ দ্বারা ছেদন মাত্রই সে এক বৃহৎ হস্তীর আকার ধারণ করিল। ঐ মহাহস্তী শুণ্ডদ্বারা দেবীবাহন সিংহকে আকর্ষণ পূর্বক গর্জন করিতে লাগিল। তখন দেবী খড়্গের দ্বারা ঐ শুণ্ডটিকে আকর্ষণের সময়েই কাটিয়া ফেলিলেন। অনন্তর মহাসুর পুনরায় মহিষাকৃতি ধারণ করিয়া পূর্ববৎ ত্রিভুবন বিক্ষুব্ধ করিল। তখন জগন্মাতা চণ্ডিকা ক্রুদ্ধা হইয়া পুনঃপুনঃ দিব্য সুরাপান করিতে লাগিলেন এবং তাহাতে আরক্তনয়না হইয়া অট্টহাস্য করেন,

"তত ক্রুদ্ধা জগন্মাতা চণ্ডিকা পানমুত্তমম্।
পপৌ পুনঃ পুনশ্চৈব জহাসারুণলোচনা॥

(৩য় অ, শ্লোক ৩৪)

অনন্তর দেবী কহিলেন,

গর্জ গর্জ ক্ষণং মূঢ় মধু যাবৎ পিবাম্যহম্।
ময়ি ত্বয়ি হতেঽত্রৈব গর্জিষ্যান্ত্যাশু দেবতাঃ॥

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

অর্থাৎ যতক্ষণ আমি মধু পান করি ততক্ষণ তুই গর্জন কর্। আমি তোকে বধ করিলে ইন্দ্রাদি দেবগণ এইস্থানে শীঘ্রই আনন্দ-ধ্বনি করিবেন।

এই বলিয়া লম্ফ প্রদানপূর্বক মহিষাসুরের উপর চড়িয়া কণ্ঠদেশ পদদ্বারা আক্রমণ করিয়া তাহাকে শূলদ্বারা বক্ষে আঘাত করেন। মহিষাসুরও দেবীর পদদ্বারা দৃঢ়ভাবে আক্রান্ত হইয়া নিজ মুখ হইতেই অন্য মহাসুররূপে অর্ধমাত্র বহির্গত হইল। ঐ সময়ে সে দেবীর উগ্রতেজে স্তম্ভিত হইল,—"অর্ধনিষ্ক্রান্ত এবাসীৎ দেব্যা বীর্যেণ সংবৃতঃ।" তখন মহাসুর অর্ধমাত্র নির্গত হইয়াই দেবীর সহিত যুদ্ধ করিতে করিতে দেবীর খড়্গাঘাতে ছিন্নমস্ত হইয়া ধরাশায়ী হইল,

"অর্ধনিষ্ক্রান্ত এবাসৌ যুধ্যমানো মহাসুরঃ।
তয়া মহাঽসিনা দেব্যা শিরশ্ছিত্ত্বা নিপতিতঃ॥"

অতি বলশালী দুরাত্মা সেই মহিষাসুর ও অসুর সৈন্যসকল দেবী কর্তৃক নিহত হইলে ইন্দ্র প্রমুখ দেবগণ গ্রীবা ও স্কন্ধ আনত করিয়া দেবীকে প্রণামপূর্বক চতুর্বিদ বাক্যে তাঁহার স্তব করিলেন :

(সংস্কৃত স্তবের বঙ্গানুবাদ)

সর্বদেব শক্তি সংহতিতে যে মূর্তির সৃজন,
নিজ-শক্তিবলে যিনি ব্যাপ্ত রহিয়াছে ত্রিভুবন।
সর্ব দেব-ঋষি পূজ্যা, সেই অম্বিকারে
নমি ভক্তিভরে, শুভ কর আমা-সবারে।
রহে প্রভাব যাঁর, ব্রহ্মা-বিষ্ণু-মহেশেতে
শক্তিমহিমা তাঁহার সমর্থ না কহিতে।
সেই চণ্ডিকা, সারা বিশ্ব করিতে পালন
নাশিতে অশুভ অসুর ভীতি, করুণ মনন।
পুণ্যবানে লক্ষ্মীরূপে, পাপগৃহে অলক্ষ্মীরূপিণী,
শুদ্ধ-মনে বুদ্ধিরূপা, সতের অন্তরে শ্রদ্ধাস্বরূপিণী।
সদ্বংশে লজ্জারূপা, করি তোমা নমস্কার,

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

পালন করহ দেবি, এ বিশ্ব-সংসার।
বনর্ণাতীত তোমার রূপ অনুপম
আর অসুর নাশের বল পরাক্রম।
দেবাসুর রণে, অলৌকিক কর্ম সমুদয়
বর্ণিতে অক্ষম মোরা, বর্ণনা না হয়।
জগতের হেতু তুমি, হয়েও নির্গুণা,
দোষী ব্যক্তি যারা, তুমি তাদের অজানা।
হরিহরাদি দেবগণ জ্ঞাত না তোমার
এ বিশ্ব তব অংশভূত, তুমি সর্বাধার।
সর্ব-আশ্রয়া তুমি, তুমি আদ্যা মাতা,
পরমা-প্রকৃতি তুমি, ষড়-বিকার রহিতা।
পিতৃ-যজ্ঞে স্বাহা মন্ত্র তুষে পিতৃগণে
দেব-যজ্ঞে দেবগণ স্বধা মন্ত্র উচ্চারণে।
স্বাহা, স্বধা মন্ত্র যাহা তুষ্টির কারণ
তোমার স্বরূপ এরা, ভিন্ন না কখন।
করি ইন্দ্রিয় জয় আর পরব্রহ্ম জীবনের সার,
সর্বদোষ বর্জি মোক্ষকামী মুনিগণ সাধনেতে রত যাঁরা
সেই সে তুমিই মুক্তিপ্রদায়িণী,
ভগবতী ব্রহ্ম-বিদ্যাস্বরূপিনী।
তুমি দেবি ভগবতি, সর্বৈশ্বর্যময়ী,
শব্দ-ব্রহ্ম স্বরূপা, তুমি মা বেদত্রয়ী।
সাম-ঋক্-যজুর্বেদ তব গীতে ভরা
জীবিকা-বৃত্তিরূপা অন্নদা, সর্ব-দুঃখ হরা।
শাস্ত্রার্থ বোধের পন্থা মেধা সরস্বতী
দুস্তর ভবার্ণবে তরী দুর্গা, একমাত্র গতি।
বিষ্ণুরূপে সদা লক্ষ্মীরূপে অধিষ্ঠিতা,
তুমি গৌরী! শঙ্করের অর্ধাঙ্গ বিরাজিতা।
মৃদু হাস্যময়, পূর্ণচন্দ্র সম

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

স্বর্ণোত্তম তুল্য কান্তি বদন মনোরম
হেরিয়াও তোমা করিল প্রহার
ক্রোধান্ধ মহিষাসুর, অদ্ভুত ব্যাপার।
উদিয়মান চন্দ্রতুল্য রক্তিমাভ বদন,
দেখেও কুপিত মূর্তি, ভ্রূকুটি ভীষণ
বড়ই অদ্ভুত, মরিল না মহিষাসুর তখন,
ক্রুদ্ধ যম হেরি কেহ, বাঁচে কি কখন?
প্রসন্ন হও মা শ্রেষ্ঠা! বিশ্বের মঙ্গলে
নিমেষে সর্ব-বংশনাশ, তুমি রুষ্টা হ'লে।
মাগো! প্রত্যক্ষ ফল ইহে দেখিলাম এক্ষণি
নাশিলে, সহ মহিষাসুর বিশাল সৈন্যবাহিনী।
প্রসন্না হয়ে মা! কর যাঁদের উন্নতি বিধান
তারা সবে সর্বদেশে পায় যে সম্মান।
বিনম্র পুত্র-ভৃত্য-পত্নী সহ ধন্য তারা হয়,
ধন-সম্পদ, কীর্ত্তি, ধর্ম এসব অক্ষুণ্ণ রয়।
তোমার প্রসাদে রহে যত পুণ্যবান
সাগ্রহে করে সদা ধর্ম অনুষ্ঠান।
স্বর্গে তারা যায় পুণ্য কর্মগুণে
তাই ধ্রুব ফলদাত্রী, তুমিই ত্রিভুবনে।
শঙ্কটে স্মরিলে তোমারে নাশ জীব-ভীতি,
সুস্থ্য মনে স্মরিলে, দাও শুভ-বুদ্ধি মতি।
দুঃখ-দৈন্য-ভয়-হরা মঙ্গলবিধায়িনী
এমন দয়ার্দ্র হৃদয়, তুমি বিনে অন্য নাহি জানি।
হে দেবি! অসুর বধে বিশ্ব শান্তি রবে
অসুরেরা পাপভারে নরক না যাবে,
সম্মুখ সমরে লভি মৃত্যু এরাও স্বর্গে করিবে গমন,
এমন নিশ্চয় ভাবিয়া মনে, অসুরগণ নাশিলে এমন
তব ভ্রূকুটিতে হ'ত ভস্ম অসুরেরা সবে,

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

হ'য়ে শস্ত্রপূত যাতে এরা স্বর্গ পাবে
তাহে, শস্ত্রাঘাতে তাদের করিলে নিহত
শত্রুর প্রতি মাগো দয়া তব কত।
মাগো! তব খড়্গের প্রচণ্ড তেজাবরণ,
আর শূলাগ্র নিঃসৃত জ্যোতির স্ফুরণ
অনিষ্ট করেনি কিছু অসুর নয়নে,
যেহেতু দৃষ্টি ছিল, তব চন্দ্রাননে।
দুষ্টের দমনকল্পে অতুল্য স্বভাব-চরিত
অচিন্তনীয় তব রূপ শৌর্য্য চিন্তাতীত।
দেব-পরাক্রম-নাশা অসুর হ'ল নিহত
অভাবনীয় দয়া তব, শত্রু 'পরে হয় প্রকাশিত।
তব তেজ পরাক্রম, তুলনা না হয় কাহার
মনোহারীরূপ আর শত্রুভয়ঙ্করী, হেন সম নাহি আর।
চিত্ত ভরা দয়া আর রণে নিষ্ঠুরতা
হে বরদে! দেখি না ত্রিভুবনে তব সমতা।
শত্রু বিনাশিয়া মা, তরালে যে ত্রিভুবন
স্বর্গে নীত রণে হত যতেক শত্রুগণ।
উন্মত্ত অসুর হ'তে ভীতি নিস্তার
করেছ মোদের, লহ মা নমস্কার।
হে অম্বিকে! শূলে, খড়্গে রক্ষ আমাদেরে
ঘণ্টানাদে রক্ষ মাগো, আর ধনুর টঙ্কারে।
রক্ষ চণ্ডি, হে ঈশ্বরি! শূল সঞ্চালনে
পূর্বে, পশ্চিমে আর উত্তরে দক্ষিণে।
যে মত সৃষ্টি-স্থিতি সৌম্যারূপে আর কালরূপী ভয়ঙ্করে
বিশ্বে চরাচর, তা দিয়ে রক্ষ মা মোদেরে, রক্ষ বসুন্ধরে।
খড়্গ, শূল, গদাদি ধৃত তব হস্তে যাহা অম্বিকে,
দিয়া অস্ত্র সে সকল, আমাদেরে রক্ষ সর্বদিকে।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

এইভাবে জগদ্ধাত্রীকে ইন্দ্রপ্রমুখ দেবগণ স্তবে তুষ্ট করিলেন। দেবী স্তবে তুষ্টা হইয়া তাঁহাদের অভীষ্ট অনুযায়ী বর প্রদান করেন। দেবতাগণ যখনই স্মরণ করিবেন দেবী আবির্ভূতা হইয়া তাঁহাদের ঘোর বিপদসমূহ নাশ করিবেন। দেবগণের এই সকল স্তব যেই করিবে দেবী তাঁহার প্রতি প্রসন্না হইবেন এবং তাঁহার জ্ঞান, সমৃদ্ধি ও ঐশ্বর্য সহিত ধন ও স্ত্রী-পুত্রাদি বৃদ্ধি করিবেন। এইরূপে বর প্রদানপূর্বক দেবী ভদ্রকালী অন্তর্হিতা হইলেন।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

শ্রীশ্রীচণ্ডীর উত্তম চরিত্র

(মহাসরস্বতীর ধ্যান)

বীজমন্ত্রঃ ওঁ ঐঁ ।

ওঁ ঘণ্টা শূল হলানি শঙ্খ মুষলে চক্রং ধনুঃ সায়কং
হস্তাব্জৈর্দধতীং ঘনান্ত বিলসচ্ছীতাংশু তুল্য প্রভাম্ ।
গৌরী দেহ সমুদ্ভবাং ত্রিজগতামাধারভূতাং মহা—
পূর্ব্বামত্র সরস্বতী মনুভজে শুম্ভাদি-দৈত্যার্দ্দিনীম্ ॥

অর্থাৎ অষ্টভুজে যিনি ঘণ্টা, শূল, লাঙ্গল, শঙ্খ, মুষল, চক্র, ধনু এবং বাণ ধারণ করেন; যিনি মেঘমধ্যস্থিত চন্দ্রতুল্য স্নিগ্ধ প্রভাযুক্তা সেই শুম্ভাদি-দৈত্যনাশিনী, পার্বতী শরীরোদ্ভূত, ত্রিভুবনের আধারস্বরূপিণী, অপূর্বা মহাসরস্বতীর ধ্যান করি।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

শুম্ভ ও নিশুম্ভ বধ বর্ণনা

পুরকালে শুম্ভ ও নিশুম্ভ নামক অসুরদ্বয় কর্তৃক দেবগণ সম্যক্‌রূপে অধিকারশূন্য, রাজ্যচ্যুত ও পরাজিত হন। ঐ অসুরদ্বয়ের বধের নিমিত্ত দেবগণ গিরিরাজ হিমালয়ে গমন করিয়া তথায় বৈষ্ণবী-শক্তি মহাদেবীকে স্তব করিলেন তাঁহার আবির্ভাবের জন্য। দেবগণ মহামায়াকে এমত স্তব করিলেন,

(সংস্কৃত স্তবের বঙ্গানুবাদ)

জ্যোতির্ময়ী মহাদেবী, প্রণমি তোমারে
মঙ্গলময়ী, প্রকৃতি-নামিনী
তুমি দেবী, স্থিতি-শক্তিরূপিণী
নমি পুনর্বার, স্থির-চিত্ত রাখি আমারে।
নিত্যা, সংহাররূপিণী তুমি, গৌরবর্ণা
তুমি ধাত্রী, সতত তোমা করি আরাধনা।
চন্দ্ররূপী, আনন্দদায়িনী, জ্যোৎস্নাস্বরূপিণী
কল্যাণরূপিণী, সিদ্ধ-রূপা তুমি মা জননী।
লক্ষ্মী-অলক্ষ্মীরূপা আর সম্পদরূপিণী
শিব-শক্তিরূপী ঈশ্বরী তুমি
সতত তোমারে প্রণমি আমি
দুর্গতনাশিনী-দুর্গা সর্বশ্রেষ্ঠা, সবার জননী।
কৃষ্ণবর্ণা, ধূম্রবর্ণা-রূপে তব খ্যাতি
সতত জানাই তোমা আমার প্রণতি।
বিদ্যা-জ্ঞান স্বরূপে পরমানন্দদায়িনী
অতি ভীষণারূপে অবিদ্যা-মায়ারূপিণী।
ক্রিয়া-স্বরূপা তুমি, জগৎ প্রতিষ্ঠাতা,

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

প্রণমি তোমায় আমি, ওগো জগন্মাতা।
সর্বভূতে বিষ্ণুমায়া, তোমারে নমস্কার
নমি তোমা নমি আমি, নমি বার বার।
চেতনা, বুদ্ধি, নিদ্রা, ক্ষুধা, ছায়ারূপে আজ জীব মাঝার,
সতত প্রণমি আমি, নমি মাগো, নমি আমি বারে বার।
সর্বভূতে শক্তি, তৃষ্ণা, ক্ষান্তিরূপে স্থিতি যে তোমার,
সতত তোমা প্রণমি আমি, নমি বারংবার।
জাতি, লজ্জা, শান্তি, শ্রদ্ধারূপে স্থিতি সর্ব মাঝার,
করি প্রণতি বার বার, লহ প্রণাম আমার।
কান্তি, লক্ষ্মী, বৃত্তি আর স্মৃতিরূপে,
দয়া, তুষ্টি, মাতৃ আর ভ্রান্তিস্বরূপে,
স্থিত তুমি সর্বভূতের অন্তরে,
বার বার নমি আমি, নমি তোমারে।
ইন্দ্রিয় আর পঞ্চভূতের
রহিছে যাহা সর্বজীবের
অধিষ্ঠাত্রী তুমি সে-সব প্রকারে,
বিশ্বব্যাপিনী তুমি, নমি তোমা বারে বারে।
চৈতন্যরূপে বিশ্বব্যাপী, ব্যাপ্তি যে তোমার,
প্রণমি তোমায় দেবী, নমি আমি বার বার।
পুরাকালে বধে মহিষাসুর, হয়ে আহ্লাদিত
ইন্দ্র আদি দেবগণ সদা যাঁকে আরাধিত,
বলদর্পী দৈত্যগণে হয়ে উৎপীড়িত
ভক্তিভরে পূজী মাগো নতশীরে হয়ে প্রণিত।
স্মরিলে যাঁহারে বিপদেতে তরে,
বিপদ-তারিণী, সদা হিত করে,
সেই সে ঈশ্বরী করিয়া মঙ্গল,
বিনাশ মোদের এ বিপদ সকল।

(এই স্তব তান্ত্রিক দেবী-সূক্ত।)

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

দেবগণ যখন অসুরদ্বয়ের বধ হেতু দেবী উদ্দেশ্যে এইরূপ স্তব করিলেন দেবী পার্বতী তথায় জাহ্নবীর জলে স্নান করিতে আসেন। সেই দেবী পার্বতী জিজ্ঞাসা করিলেন যে তাঁহারা কাহার স্তব করিতেছেন। তখন দেবীর শরীর কোষ হইতে আদ্যাশক্তি শিবা আবির্ভূতা হইয়া কহিলেন, 'দেবগণ আমারই স্তব করিতেছেন'।

পার্বতীর দেহ-কোষ হইতে অম্বিকা (আদ্যাশক্তি শিবা) উৎপন্না বলিয়া তিনি 'কৌশিকী' নামে অভিহিতা। আর পার্বতী দেবী কৃষ্ণবর্ণা হইয়া দেবস্থান হিমালয়ে 'কালিকা নামে অধিষ্ঠিতা হইলেন।

ঐ মনোহর মূর্তিধারিণী অম্বিকা দেবীর আবির্ভাব হইবা মাত্র শুম্ভ ও নিশুম্ভের অনুচরদ্বয় চণ্ড ও মুণ্ড তাঁহাকে দেখিতে পাইল। তাহারা উভয়ে শুম্ভের সমীপে ঐ দেবীর মনোহর মূর্তির বর্ণনা করিল এবং ঐ কল্যাণী স্ত্রীরত্নকে গ্রহণ করিতে অনুরোধ করিল। অনন্তর শুম্ভ মহাসুর সুগ্রীবকে দেবীর নিকট দূতরূপে প্রেরণ করিল। সুগ্রীব দেবীকে সমস্ত কথা কহিলেন এবং জানাইলেন যে শুম্ভ বা নিশুম্ভ যে কাহাকে তিনি পতিরূপে গ্রহণ করিতে পারেন। প্রত্যুত্তরে দেবী হাস্যপূর্বক দূতকে কহিলেন,

"যো মাং জয়তি সংগ্রামে যো মে দর্পং ব্যপোহতি।
যো মে প্রতিবলো লোকে স মে ভর্তা ভবিষ্যতি" ॥

অর্থাৎ যিনি আমাকে সংগ্রামে পরাজিত করিবেন, যিনি আমার দর্প চূর্ণ করিবেন এবং যিনি জগতে আমার তুল্য বলশালী, তিনিই আমার পতি হইবেন।

অনন্তর শুম্ভ সেই দূতের নিকট এই সকল কথা শ্রবণে কুপিত হইয়া দৈত্যসেনাপতি ধুম্রলোচনকে দেবীর নিকট যাইতে আদেশ করিল। ধুম্রলোচন ষাট হাজার অসুর কর্তৃক বেষ্টিত হইয়া দ্রুতবেগে তথায় গমণ করিল। অম্বিকা দেবী হুঙ্কারের দ্বারাই ধুম্রলোচনকে ভস্মীভূত করিলেন এবং দেবীর বাহন সিংহ মুহূর্ত মধ্যে সমগ্র দৈত্য-সৈন্য ধ্বংস করিল। ইহাতে শুম্ভ অত্যন্ত ক্রুদ্ধ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

হইয়া চণ্ড ও মুণ্ড মহাসুরদ্বয়কে বহুসৈন্য-পরিবেষ্টিত হইয়া দেবীর নিকট গমণ করিতে আদেশ করিল এবং দেবী অম্বিকাকে কেশকর্ষণ বা বন্ধন করিয়া তাহার নিকট শীঘ্র আনয়ন করিতে বলিল। চণ্ড ও মুণ্ড সৈন্যসহ দেবী নিকট গমন করিল। অনন্তর অসুর সৈন্যগণের সহিত দেবীর ভীষণ যুদ্ধ হইল। যুদ্ধে দেবী চণ্ড ও মুণ্ডকের মস্তক ছেদন করিলেন। পরিশেষে দেবী (কালিকা) ঐ অসুর মস্তকদ্বয় চণ্ডিকা দেবীকে যুদ্ধরূপ যজ্ঞ-উপহার দিলেন; নিজে চামুণ্ডা নামে কথিতা হইলেন। এবং নিশুম্ভকে নিজহস্তে বধার্থ দেবী চণ্ডিকাকে অনুরোধ করিলেন।

এইরূপে চণ্ড ও মুণ্ড নিহত হইলে শুম্ভ স্বয়ং বহু সহস্র সৈন্য পরিবেষ্টিত হইয়া যুদ্ধে গমন করিল। ইতিমধ্যে অসুরগণের বিনাশ এবং অমরগণের বিজয়ের জন্য ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিব প্রভৃতি দেবগণের মহাবীর্য ও মহাবল শক্তিসকল তাঁহাদের শরীর হইতে বহির্গতা হইয়া দেবাদির অনুরূপ দেবীমূর্তি সকল যথা ব্রহ্মাণী, মাহেশ্বরী, বারাহি-মূর্তি ইত্যাদি উৎপন্ন হইল। চণ্ডিকাকে যুদ্ধে সাহায্য করিবার জন্য মহাদেব কর্তৃক আদিষ্ট হইয়া ঐ দেবী-সৈন্যসকল প্রেরিত হইল। উপরন্তু দেবী চণ্ডিকার শরীর হইতে অতি ভীষণা অসংখ্য শৃগালের ন্যায় শব্দ-কারিণী চণ্ডিকাশক্তি আবির্ভূতা হইলেন। এইরূপে অসংখ্য শৃগালী উৎপন্ন হইয়াছিল।

এই ভীষণ যুদ্ধে রক্তবীজ বধ হইলে শুম্ভ ও নিশুম্ভের সহিত চণ্ডিকার ঘোরতর যুদ্ধ আরম্ভ হইল। যুদ্ধে বহু অসুর সৈন্য এবং মহাসুর নিশুম্ভ নিহত হইল। ভ্রাতৃ হত্যা কারণে শুম্ভ ক্রোধভরে দুর্গাদেবীকে (চণ্ডিকাকে) কহিলেন, "হে দুর্গে, তুমি গর্ব করিও না। কারণ অতিগর্বিতা হইয়াও তুমি অন্যান্য দেবীর শক্তি আশ্রয় করিয়াই যুদ্ধ করিতেছ।" অনন্তর দেবী সকলকে উপসংহার করিয়া যুদ্ধক্ষেত্রে একাকিনী রহিয়া শুম্ভকে যুদ্ধে আহ্বান করিলেন।

অনন্তর দেবী চণ্ডিকা এবং অসুর শুম্ভ উভয়ে ভীষণ যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেন। প্রবল যুদ্ধ চলিতে লাগিল। যুদ্ধ চলা কালে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

শুম্ভ দেবীর হৃদয়ে এক সময়ে মুষ্টিঘাত করিলে দেবীও শুম্ভকে করতলদ্বারা বক্ষঃস্থলে প্রহার করিলেন। শুম্ভ দেবীর চপাটাঘাতে ভূতলে পতিত হইয়া পুনরায় মহাবেগে উত্থিত হইল। শুম্ভ লম্ফ প্রদানপূর্বক আকাশে উঠিবামাত্র চণ্ডিকাও শূন্যস্থিতা হইয়া শুম্ভ সহিত যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। অনন্তর দেবী বক্ষঃস্থলে শূলবিদ্ধ করিয়া শুম্ভকে ভূতলে পাতিত করিলেন।

শুম্ভাদি বধরূপ অভীষ্ট সিদ্ধ হওয়ায় অগ্নি প্রমুখ ইন্দ্রাদি দেবগণ কাত্যায়নী দেবীকে (দেবী চণ্ডিকে) স্তব করিলেন,

(সংস্কৃত স্তবের বঙ্গানুবাদ)

প্রসন্না হও দেবী ! ওগো বিশ্বপালিনী,
শরণাগতের তুমি দুর্গতি নাশিনী।
বিশ্বচরাচরে, সবার তুমি মা ঈশ্বরী,
হয়ে প্রসন্না রক্ষবিশ্ব, ওগো বিশ্বেশ্বরী।
তুমি বিশ্বে একমাত্র আশ্রয়রূপিণী
অলঙ্ঘ্যবীর্য্যা, পরা-বিক্রমশালিনী।
মহীরূপে বিরাজিছ বিশ্বে নিরন্তর
জলরূপে তৃপ্ত কর বিশ্বচরাচর।
বৈষ্ণবী-শক্তি তুমি, অনন্তবীর্য্যশালিনী
বিশ্ব-বীজরূপা, পরমা-মায়াস্বরূপিণী।
সম্মোহিত কর সবে, এ বিশ্ব মাঝার,
সর্ব জীব হয় মুক্ত প্রসাদে তোমার।
বিশ্ব মাঝে স্ত্রী-জাতি আর বিদ্যা যত সব,
তোমারি অংশসম্ভূতা, তোমা হতে উদ্ভব।
একমাত্র জননী তুমি পরিপূর্ণা, বিশ্বমাঝার
জানিনে আমি শ্রেষ্ঠ স্তুতি কি রহে তোমার।
স্বর্বস্বরূপা তুমি, স্বর্গমুক্তিপ্রদায়িনী,
তব স্তব তরে শ্রেষ্ঠ স্তব কোথা জননী।
বুদ্ধিরূপে সর্বজীব-অন্তর বাসিনী।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

স্বর্গ-মোক্ষ প্রদা দেবী, নমি নারায়ণি।
দণ্ড আদি কালরূপে রূপান্তর বিধায়িনী,
সমর্থা বিশ্ব সংহারিতে, নমি নারায়ণি।
সর্বমঙ্গল মঙ্গল্যা, শিবা, অভীষ্ঠপ্রদায়িনী
শরণ্যা ত্রি-নয়নী, গৌরবর্ণা, নমি নারায়ণি।
সৃষ্টি-স্থিতি-সংহার শক্তিস্বরূপিণী,
নিত্যা, নির্গুণা, গুণত্রয়ী, নমি নারায়ণি।
শরণাগত-দীন-আর্তা, মুক্তিদায়িনী,
সর্ব-দুঃখ-হরা দেবী, নমি নারায়ণি।
হংসযুক্ত আকাশ রথে ব্রহ্মাণীরূপিণী,
কৌশ-বারি প্রদা দেবী! নমি নারায়ণি।
ত্রিশূল-চন্দ্র-সর্পধরা, বৃষবাহিনী,
মহেশ্বরীরূপা দেবী, নমি নারায়ণি।
ময়ূর-কুক্কুট বেষ্টিতা শক্তিরূপিণী,
কৌমারী, নির্মলা দেবী! নমি নারায়ণি।
শঙ্খ, চক্র, গদা, খড়্গ মহাস্ত্রধারিণী,
বৈষ্ণবীরূপা হও প্রসন্না! নমি নারায়ণি।
দংষ্ট্রোদ্ধৃতা বসুন্ধরা, ধৃতা মহাচক্রপাণি
বরাহরূপিণী শিবে, নমি নারায়ণি।
দৈত্য-নাশোদ্যতা, উগ্র নৃসিংহরূপিণী
ত্রিভুবন তারিণী দেবী, নমি নারায়ণি।
সহস্র নয়না, মহাবজ্রা, মুকুটধারিণী,
বৃত্রাসুর-প্রাণ-হরা, ইন্দ্রিয়শক্তিরূপা দেবী, নমি নারায়ণি।
শিব-দূতীরূপা আর দৈত্য-দল-নাশিনী
মহারবা, ভয়ঙ্করা দেবী, নমি নারায়ণি।
দংষ্ট্রাকরাল বদনা, মুণ্ড-দৈত্য বিনাশিনী,
গলে মুণ্ডমালা, চামুণ্ডারূপা দেবী, নমি নারায়ণি।
লক্ষ্মী, লজ্জা, মহাবিদ্যা, শ্রদ্ধা, পোষণরূপিণী,

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

মায়া, স্বধা, মহারাত্রি ব্রহ্মরূপা দেবী! নমি নারায়ণি।
সত্ত্ব, রজ-তমগুণময়ী, সর্বশ্রেষ্ঠা, মেধাস্বরূপিণী,
নিয়তিরূপা সরস্বতী, হও প্রসন্না! নমি নারায়ণি।
সর্বশক্তিমতী, সর্বেশ্বরী, সর্বস্বরূপিণী,
দুর্গা দেবী, নাশ ভয় ত্রাস, নমি নারায়ণি।
ত্রিনেত্র শোভিত সৌম্য বদনখানি
রক্ষা কর ভূতাদি হ'তে, নমি কাত্যায়ণি।
অসুর-নাশী-ত্রিশূল, অত্যুগ্র দীপ্তশালী
নাশুক মোদের ভয়, নমি ভদ্রকালি।
তব ঘণ্টা তেজে দৈত্যতেজ হ'ল নিহত,
হরুক সে মোদের পাপ, রক্ষে মা সন্তানে যে মত।
আসুরী রক্ত-মেদ-পঙ্কে সিক্ত খড়্গ ঝক্‌ঝকে,
মঙ্গল করুক মোদের, মোরা নমি মা তোমাকে।
তুষ্টা হ'লে নাশ মাগো সর্বরোগ ভয়,
রুষ্টা হ'লে, হর সর্ব-অভীষ্ট বিষয়।
তব আশ্রিতের কভু বিপদ না হয়,
সর্ব আশ্রয় পায়, শরণাগত যে'বা রয়।
বহুরূপে নানা মূর্তি করিয়ে প্রকাশ,
অদ্য তুমি ধর্মদ্বেষী-মহাসুরগণে করিলে বিনাশ।
হে দেবী অম্বিকে! তব মহিমা অপার,
তুমি বিনে ইহা পারে, সাধ্য নাহি কার।
সমস্ত বিদ্যা, সমস্ত শাস্ত্র কথায়
আর বিবেক দীপ্তি দাতা, বেদ বাক্যতায়,
অথবা মমত্বগর্তি অতি মহান্ধকারে
তুমি ভিন্ন এ বিশ্বকে কে ঘুরাতে পারে।
রাক্ষস মাঝারে, বিষধর সর্পকুলে,
শত্রু মাঝে, দস্যুদলে, ঘোর দাবানলে,
আর সমুদ্রে থাকিয়া সদাক্ষণ,

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

এ বিশ্ব জগৎ তুমি করিছ পালন।
তুমি বিশ্বেশ্বরী, এ বিশ্ব করিছ পালন,
বিশ্বরূপা হয়ে বিশ্ব করিছ ধারণ।
তব ভক্ত যাঁরা পায় বিশ্বে আশ্রয়,
ব্রহ্মা, ইন্দ্রিয়াদি রত তব বন্দনায়।
হও মা প্রসন্না! অসুর বধি রক্ষিলে যেমন
শত্রু ভয় নাশি সদা রক্ষ মা তেমন।
এ বিশ্বের পাপ, তাপ উপসর্গ যত
আর উৎপাত সব, নাশ মা সতত।
প্রসন্না হও! আরাধ্যা, দুঃখনাশিনী,
প্রণত জনেরে, বরদান করগো জননী।

এইরূপে দেবগণ কর্তৃক স্তুত হইয়া দেবী তুষ্টা হইলেন এবং আবির্ভূতা হইয়া কহিলেন,

চতুর্যুগে (কলি ও দ্বাপরের সন্ধিতে) শুম্ভ ও নিশুম্ভ নামে অন্য অসুরদ্বয় উৎপন্ন হইবে। আমি যশোদার গর্ভে জন্ম নিয়া বিন্ধ্যাচলে ঐ অসুরদ্বয়কে বিনাশ করিব।

পুনরায় ভয়ঙ্করা মূর্তিতে পৃথিবীতে আবির্ভূতা হইয়া বিপ্রচিত্তি বংশীয় দানবগণকে বধ করিব। ঐ অসুরগণকে ভক্ষণ করিবার সময় আমার দণ্ডসকল দাড়িম্ব কুসুমের মত রক্তবর্ণ হইবে। ঐ রক্তবর্ণ হেতু সকলে আমাকে 'রক্তদন্তিকা' নামে কীর্তন করিবে।

পুনরায় শতবর্ষব্যাপী অনাবৃষ্টি হেতু পৃথিবী জলশূন্য হইলে মুনিগণের স্তবে আমি অযোনি সম্ভবা হইয়া আবির্ভূতা হইব,— 'মুনিভিঃ সংস্তুতা ভূমৌ সম্ভবিষ্যাম্যযোনিজা'। সেই সময়ে স্তবকারী মুনিগণকে আমি শতনয়নে নিরীক্ষণ করিব, সেই হেতু আমাকে 'শতাক্ষী' নামে কীর্তন করিবে। আর যতদিন বৃষ্টি না হয় ততদিন আমি আমার নিজদেহজাত জীবনধারক পত্রাদি শাকদ্বারা সমগ্র জগৎ পালন করিব। এইরূপে জগৎ পালন হেতু আমি 'শাকম্ভরী' নামে কথিতা হইব। ঐ শাকম্ভরী অবতার—

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

কালে আমি দুর্গক নামক মহাসুরকে বধ করিব। সেই হেতু আমি 'দুর্গাদেবী' নামে প্রসিদ্ধা হইব।

"শাকম্ভরীতি বিখ্যাতিং তদা যাস্যাম্যহংভুবি।
তত্রৈব চ বধিষ্যামি দুর্গমাখ্যং মহাসুরম্॥
দুর্গাদেবীতি বিখ্যাতং তন্মে নাম ভবিষ্যতি।"

অর্থাৎ তখন পৃথিবীতে আমি শাকম্ভরী নামে বিখ্যাত হইব। আর সেই সময়ে দুর্গক নামক মহাসুরকে বধ করিব বলিয়া আমি দুর্গাদেবী নামে প্রসিদ্ধা হইব।

পুনরায় হিমালয়ে ভীমামূর্তি ধারণ করিয়া মুনিগণের রক্ষার জন্য রাক্ষস বিনাশ করিব। ঐ সময়ে আমি 'ভীমা দেবী' নামে খ্যাত হইয়া মুনিগণ কর্তৃক স্তুতা হইব।

আবার যখন অরুণাসুর ত্রিভুবনে বিঘ্ন উৎপাদন করিবে তখন আমি অসংখ্য ভ্রমর সদৃশ আকৃতি ধারণপূর্বক ঐ মহাসুরকে বধ করিব এবং আমি 'ভ্রামরী' নামে স্তুতা হইব।

অনন্তর দেবী বলিলেন যে এই প্রকারে যখনই দানবগণের প্রাদুর্ভাব বশতঃ বিঘ্ন উপস্থিত হইবে তখনই তিনি পৃথিবীতে অবতীর্ণা হইয়া দেবশত্রু অসুরগণকে বিনাশ করিবেন।

অনন্তর দেবগণের উদ্দেশ্যে কহিলেন যে তোমরা যে সকল স্তব করিয়াছ এবং সুমেধাদি ব্রহ্মর্ষিগণ ও ব্রহ্মা যে সব স্তুতি করিয়াছেন সেই সকল স্তব পাঠে বা শ্রবণে শুভ বুদ্ধি হয়। যুদ্ধ সমূহে দুষ্ট-দৈত্যবিনাশক দেবীর মাহাত্ম্য শ্রবণ করিলে কাহারও শত্রুভয় জন্মে না। আর যাহা কহিলেন,

"অরণ্যে প্রান্তরে বাপি দাবাগ্নিপরিবারিতঃ।
দস্যুভির্ব্ববৃতঃ শূন্যে গৃহীতো বাপি শত্রুভিঃ॥
সিংহব্যাঘ্রানুযাতো বা বনে বা বনহস্তিভিঃ।
রাজ্ঞা ক্রুদ্ধেন বাজ্ঞপ্তো বধ্যো বন্ধগতোঽপি বা॥
আঘূর্ণিতো বা বাতেন স্থিতঃ পোতে মহার্ণবে।
পতৎসু বাপি শস্ত্রেষু সংগ্রামে ভৃশদারুণে॥

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সর্বাবাধাসু ঘোরাসু বেদনাভ্যদিতোঽপি বা।
স্মরন্ মমৈতচ্চরিতং নরো মুচ্যেত শঙ্কটাৎ ॥
মম প্রভাবাৎ সিংহাদ্যা দস্যবো বৈরিণস্তথা।
দূরাদেব পলায়ন্তে স্মরতশ্চরিতং মম ॥"

অর্থাৎ অরণ্যে বনাগ্নি বেষ্টিত হইলে বা প্রান্তরে দস্যুগণ কর্তৃক বেষ্টিত হইলে বা জনশূন্য স্থানে অসহায়ভাবে শত্রুগণ কর্তৃক ধৃত হইলে বা জঙ্গলে বন্য হস্তী, সিংহ বা ব্যাঘ্রগণ কর্তৃক অনুধাবিত হইলে বা ক্রুদ্ধ রাজা কর্তৃক কারারুদ্ধ বা প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত হইলে বা মহাসমুদ্রে জলযানে অবস্থানকালে প্রবল বায়ু দ্বারা বিঘূর্ণিত হইলে বা অতি ঘোরযুদ্ধে শস্ত্রপাত হইলে বা উপর্যুপরি দারুণ বিপদ ঘটিলে বা ব্রণবিস্ফোটকাদি মহাপীড়ার যন্ত্রণায় অস্থির হইলে, মানুষ আমার এই মাহাত্ম্য স্মরণ মাত্রই সমস্ত সংকট হইতে মুক্ত হয়। যে ব্যক্তি আমার এই মাহাত্ম্য সদা স্মরণ করে, আমার প্রভাবে সিংহাদি হিংস্র জন্তু, দস্যু ও শত্রুগণ তাহার নিকট হইতে দূরে পলায়ন করে।

অনন্তর ভীষণ—বিক্রমশালিনী ভগবতী চণ্ডিকা বরদান শেষে দেবগণের সম্মুখেই অন্তর্হিতা হইলেন।

অনন্তর ঋষি মেধা কহিলেন যে উগ্র অতুল শক্তি ত্রিলোক-বিনাশী শুম্ভ ও নিশুম্ভ দেবী কর্তৃক যুদ্ধে নিহত হইলে অবশিষ্ট অসুরগণ প্রাণভয়ে পাতালে প্রবেশ করিল। পুনরায় কহিতে লাগিলেন,

"এবং ভগবতী দেবী সা নিত্যাপি পুনঃ পুনঃ।
সম্ভূয় কুরুতে ভূপ! জগতঃ পরিপালনম্ ॥
তয়ৈতন্মোহ্যতে বিশ্বং সৈব বিশ্বং প্রসূয়তে।
সাহযাচিতা চ বিজ্ঞানং তুষ্টা ঋদ্ধিং প্রযচ্ছতি ॥
ব্যাপ্তং তয়ৈতৎ সকলং ব্রহ্মাণ্ডং মনুজেশ্বর।
মহাকাল্যা মহাকালে মহামারীস্বরূপয়া ॥
সৈব কালে মহামারী সৈব সৃষ্টির্ভবত্যজা।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

স্থিতিং করোতি ভূতানাং সৈব কালে সনাতনী ॥
ভবকালে নৃণাং সৈব লক্ষ্মীর্বৃদ্ধিপ্রদা গৃহে।
সৈবাভাবে তথালক্ষ্মীর্বিনাশায়োপজায়তে ॥
স্তুতা সংপূজিতা পুষ্পৈর্ধূপগন্ধাদিভিস্তথা।
দদাতি বিত্তং পুত্রাংশ্চ মতিং ধর্মে তথা শুভাম্ ॥"

অর্থাৎ হে ভূপ! সেই ভগবতী দেবী নিত্যা হইয়াও বারংবার এইরূপে আবির্ভূতা হইয়া জগতের পরিপালন করেন। তাঁহার দ্বারা এই বিশ্ব মোহাচ্ছন্ন হয়। তিনিই জগৎ প্রসব করেন। তিনি নিষ্কামভাবে আরাধিতা হইলে আত্মজ্ঞান এবং সকাম উপাসনা দ্বারা তুষ্টা হইলে ঐশ্বর্য্য প্রদান করেন। হে নরেশ্বর! প্রলয়কালে সেই দেবী মহাকালী মহামারীরূপে সমগ্র বিশ্ব পরিব্যাপ্ত করেন। সেই জন্মরহিতা সনাতনী দেবীই সৃষ্টিশক্তিরূপে প্রকাশিত হন, স্থিতি সময়ে স্থিতি শক্তিরূপে পালন করেন এবং তিনিই প্রলয়কালে সংহাররূপ ধারণ করেন। তিনিই সম্পৎসময়ে গৃহে লক্ষ্মীরূপে সুখ- সমৃদ্ধি প্রদান করেন এবং তিনিই আবার বিপৎকালে অলক্ষ্মীরূপে বিনাশার্থ আবির্ভূতা হন। গন্ধ-পুষ্প-ধূপদীপাদির দ্বারা সম্যক্‌রূপে পূজিতা হইলে দেবী ধন, পুত্রাদি এবং পরমার্থ বিষয়ে বুদ্ধি ও শুভ গতি প্রদান করেন।

পুণরায় ঋষি মেধা রাজা সুরথকে কহিলেন,

"এতৎ তে কথিতং ভূপ! দেবী মাহাত্ম্যমুত্তমম্।
এবং প্রভাবা:সা দেবী যয়েদং ধার্যতে জগৎ ॥
বিদ্যা তথৈব ক্রিয়তে ভগবদ্‌বিষ্ণু মায়য়া।
তয়া ত্বমেষ বৈশ্যশ্চ তথৈবান্যে বিবেকিনঃ ॥
মোহ্যন্তে মোহিতাশ্চৈব মোহমেষ্যন্তি চাপরে।
তামুপৈহি মহারাজ! শরণং পরমেশ্বরীম্ ॥
আরাধিতা সৈব নৃণাং ভোগস্বর্গাপবর্গদা ॥"

অর্থাৎ হে রাজন! তোমাকে এই উত্তম দেবী মহিমা বলিলাম। সেই দেবী এইরূপ মহিমান্বিতা। তিনিই নিখিল

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বিশ্ব ধারণ করেন। তিনিই তোমাকে, এই বৈশ্যকে এবং অন্যান্য বিবেকিগণকে পূর্বে মোহাচ্ছন্ন করিয়াছেন, সেইরূপ অপর অবিবেকিগণকে সম্প্রতি মোহগ্রস্ত করিতেছেন এবং উত্তরকালেও মোহগ্রস্ত করিবেন। হে মহারাজ! সেই পরম ঈশ্বরীর শরণ লও। তিনি ভক্তিভাবে আরাধিতা হইলে মনুষ্যগণকে ইহলোকে ও পরলোকে সুখ ও মুক্তি প্রদান করেন।

অনন্তর রাজা সুরথ শত্রু কর্তৃক রাজ্যাপহরণ জন্য এবং সমাধি বৈশ্য পুত্র-মিত্র-কলত্রাদিতে মমতা ছেদন নিমিত্ত বৈরাগ্যবান হইয়া মেধাঋষির উপদেশ শ্রবণানন্তর কঠোর ব্রতনিষ্ঠ মহাভাগ মেধা ঋষিকে প্রণতিপূর্বক সেইক্ষণেই দেবীর আরাধনার্থ গমন করিলেন। গমণ পূর্বক তাহারা যাহা যাহা করিলেন মার্কেণ্ডেয় ঋষি তাহা এমত কহিলেন,

"সন্দর্শনার্থমম্বায়া নদীপুলিন সংস্থিতঃ।
স চ বৈশ্যস্তপস্তেপে দেবীসূক্তং পরং জপন্॥
তৌ তস্মিন্ পুলিনে দেব্যাঃ কৃত্বা মূর্তিং মহীময়ীম্॥
অর্হণাঞ্চক্রতুস্তস্যাঃ পুষ্পধূপাগ্নি তর্পণৈঃ॥
নিরাহারৌ যতাহারৌ তন্মনস্কৌ সমাহিতৌ।
দদতুস্তৌ বলিঞ্চৈব নিজগাত্রাসৃগুক্ষিতম্॥
এবং সমরাধয়তো স্ত্রিভির্বর্ষৈর্যতাত্মনো ঃ।
পরিতুষ্টা জগদ্ধাত্রী প্রত্যক্ষং প্রাহ চণ্ডিকা॥"

অর্থাৎ সেই রাজা (সুরথ) এবং বৈশ্য চণ্ডীকা দেবীর দর্শনার্থে নদীর তীরে থাকিয়া 'দেবীসূক্ত' জপ করিতে করিতে কঠোর তপস্যা করিতে লাগিলেন। তাঁহারা দেবীর মৃন্ময়ী মূর্তি গড়িয়া ফুল, ধূপ এবং অগ্নিতর্পণ যজ্ঞ দ্বারা তাঁহার পূজা করিতে লাগিলেন। তাঁহারা আহার সংযম করিয়া, উপবাস করিয়া দেবীর প্রতি তন্ময় হইয়া এবং জিতেন্দ্রিয় হইয়া (সমাহিতৌ) নিজ নিজ শরীরের রক্ত ও পশুবলি দিলেন। এইরূপে তাঁহারা সংযত চিত্তে তিন বৎসর সম্যক্‌রূপে আরাধনা করিলে জগদ্ধাত্রী চণ্ডিকা তুষ্টা

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

হইয়া দেখা দিলেন এবং কহিলেন,

"যৎ প্রার্থ্যতে ত্বয়া ভূপ ! ত্বয়া চ কুলনন্দন !
মত্তস্তৎ প্রাপ্যতাং সর্ব্বং পরিতুষ্টা দদামি তৎ ॥"

অর্থাৎ হে মহারাজ ! হে বৈশ্যনন্দন ! তোমরা আমার নিকট যাহা চাহিতেছ তাহা লাভ কর। আমি তুষ্ট হইয়া সেই সমস্ত তোমাদিগকে দিতেছি।" অনন্তর রাজা সুরথ ও সমাধি বৈশ্য দেবীর নিকট যাহা যাহা চাহিলেন ঋষি মার্কণ্ডেয় তাহা কহিলেন,

"ততো বব্রে নৃপো রাজ্য মবিভ্রংশ্যন্যজন্মনি।
অত্র চৈব নিজং রাজ্যং হতশত্রুবলং বলাৎ ॥
সোঽপি বৈশ্যস্ততো জ্ঞানং বব্রে নির্ব্বিণ্নমানসঃ।
মমেত্যহমিতি প্রাজ্ঞঃ সঙ্গবিচ্যুতিকারকম্ ॥"

অর্থাৎ অনন্তর রাজা সুরথ ইহ জন্মে স্বীয় শক্তিপ্রভাবে শত্রু বিনাশ পূর্বক অপহৃত স্বরাজ্য উদ্ধার এবং জন্মান্তরে চিরস্থায়ী রাজ্য প্রার্থনা করিলেন।

তখন সেই জ্ঞানী বৈশ্যও সংসারের প্রতি মনে মনে বিরক্ত হইয়া 'আমার, আমি' এইরূপ আসক্তি নাশক জ্ঞান প্রার্থনা করিলেন। অনন্তর দেবী কহিলেন,

"স্বল্পৈরহোভির্নৃপতে ! স্বরাজ্যং প্রাপ্স্যতে ভবান্ ॥
হত্বা রিপূনস্খলিতং তব তত্র ভবিষ্যতি ॥
মৃতশ্চ ভূয়ঃ সংপ্রাপ্য জন্ম দেবাদ্ বিবস্বতঃ ॥
সাবর্ণিকো নাম মনুর্ভবান ভুবি ভবিষ্যতি ॥
বৈশ্যবর্য্য ! ত্বয়া যশ্চ বরোঽস্মত্তোঽভিবাঞ্ছিতঃ ॥
তং প্রযচ্ছামি সংসিদ্ধ্যৈ তব জ্ঞানং ভবিষ্যতি ॥"

অর্থাৎ হে মহারাজ ! তুমি অল্পদিনের মধ্যেই শত্রু নাশ করিয়া নিজরাজ্য লাভ করিবে এবং সেই রাজ্য আর কখনও হাত ছাড়া হইবে না। আর মৃত্যুর পর পুনরায় সূর্য্যদেব হইতে জন্ম লাভ করিয়া পৃথিবীতে সাবর্ণি নামে মনু হইবে।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

আর দেবী সমাধি বৈশ্যকে কহিলেন, 'হে বৈশ্যশ্রেষ্ঠ! তুমি আমার নিকট যে বর চাহিয়াছ তাহা দিতেছি। তোমার মুক্তি-লাভের উপযোগী তত্ত্বজ্ঞান হইবে,—'তং প্রযচ্ছামি সংসিদ্ধ্যৈ তব জ্ঞানং ভবিষ্যতি' অর্থাৎ সম্যক্ সিদ্ধিলাভের জন্য তোমার জ্ঞান হইবে।

এইরূপে তাঁহাদিগকে তাহাদের মনের ইচ্ছানুর বর দিবার পর সুরথ ও সমাধি ভক্তির সহিত দেবীর আরাধনা করিলে, দেবী তৎক্ষণাৎ অদৃশ্যা হইয়া গেলেন।

এই দেবী চণ্ডিকার পূজা ও মাহাত্ম্য যে শারদীয়া বার্ষিকী পূজা উপলক্ষে শ্রবণ করে তাহার সকল শুভ হয় যাহা দেবী নিজ মুখেই কহিলেন,

"শরৎকালে মহাপূজা ক্রিয়তে যা চ বার্ষিকী।
তস্যাং মমৈতন্মাহাত্ম্যং শ্রুত্বা ভক্তিসমন্বিতঃ॥
সর্ব্বাবাধাবিনির্ম্মুক্তো ধনধান্যসুতান্বিতঃ।
মনুষ্যো মৎপ্রসাদেন ভবিষ্যতি ন সংশয়ঃ॥
শ্রুত্বা মমৈতন্মাহাত্ম্যং তথা চোৎপত্তয়ঃ শুভাঃ।
পরাক্রমঞ্চ যুদ্ধেষু জায়তে নির্ভয়ং পুমান্॥"

অর্থাৎ শরৎকালে প্রতি বৎসর যে বার্ষিকী মহাপূজা হয়, তখন এই মাহাত্ম্য যে ভক্তিভাবে শ্রবণ করে সে আমার কৃপায় সর্ববিঘ্ন নিশ্চিত মুক্ত হয়। আমার এই মাহাত্ম্যে শুভ উৎপত্তি এবং যুদ্ধে পরাক্রম শ্রবণে মানব নির্ভয় হয়।

অতএব শরৎকালে মহাদেবীর পূজাই শাস্ত্র সম্মত বলা যায়।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

চণ্ডীর মূল ভাবার্থ ও
বীজ মন্ত্রগুলির ব্যাখ্যা।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

শ্রীচণ্ডীতে দেখা যায় যে রাজা সুরথ দেবীকে স-কাম—রূপে এবং বৈশ্য সমাধি নিষ্কামরূপে আরাধনা করিয়াছিলেন। এবং দেবীকে উভয়েই তুষ্টা করিলে, সেই দেবী নিজ নিজ ইচ্ছা অনুরূপ বর প্রদান করিলেন। অনুরূপ ভাবে গীতায় শ্রীকৃষ্ণ কহিলেন,

"যো যো যাং তনুং ভক্তঃ শ্রদ্ধয়ার্চিতুমিচ্ছতি।
তস্য তস্যাচলং শ্রদ্ধাং তামেব বিদধাম্যহম্॥
স তয়া শ্রদ্ধয়া যুক্তস্তস্যারাধনমীহতে।
লভতে চ ততঃ কামান্ ময়ৈব বিহিতান হি তান্॥"

অর্থাৎ যে যে ভক্ত যে যে মূর্তি শ্রদ্ধার সহিত অর্চনা করিতে ইচ্ছা করেন তাঁহার তাঁহার তাহাতেই অচল শ্রদ্ধা আমি বিধান করি। সেই ভক্ত সেই শ্রদ্ধার সহিত সংযুক্ত হইয়া তাঁহার আরাধনা চেষ্টা করেন এবং তাঁহার নিকট হইতে আমার দ্বারাই বিহিত সেই কামনা সকল অবশ্য লাভ করেন।

বিহিত,—'একো বহুনাং যো বিদধতি কামান্' (কঠ উপ, ২।২।১৩) অর্থাৎ যিনি এক হইয়াও অনেকের কামনা বিধান করেন।

(ওঁ, ঐঁ, ক্লীঁ, হ্রীঁ, স্বাহা, স্বধা, বষট্কারা।)

স্বরবর্ণগুলির মধ্যে হ্রস্ব স্বরপ্লুত অ, উ, ই, বিশেষ বর্ণত্রয়। 'অ' বর্ণ মাত্রাহীন,চিহ্নহীন ; উহা আদি বর্ণ এবং ব্রহ্ম-স্বর। অ ও উ যুক্ত উচ্চারণে ও এবং অ ও ই যুক্ত উচ্চারণে ঐ হয়।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

স্বরবর্ণের আদি বর্ণ অ আর ব্যঞ্জন বর্ণের শেষ বর্ণ ঁ। দেব নাগরীতে ঁবিকল্পে ং বা ম্ হয়। এইরূপে 'ম্' বর্ণ যুক্ত হইয়া অউম্ বা ঔম্ বা ওঁ এবং অ-ই ম্ বা ঐম্ বা ঐঁ আসিয়াছে। ম্ পঞ্চম বর্গের পঞ্চম বর্ণ, তাই ম্ পঞ্চানন বা লয়ের দেবতা মহাদেবকেও বলে।

অনুরূপে ঁ=০—◡ ; বিন্দুকে ব্রহ্মরূপে কল্পনা করে (অখণ্ড মণ্ডলাকারং), এই অর্থে সুখ স্বরূপ। ◡=নাদচিহ্ন ; নাদ অর্থ শব্দ। অতএব ঁ অর্থ ব্রহ্মশব্দ বা শব্দ ব্রহ্ম, ব্রহ্ম শব্দ স্বরূপ। আবার ◡ সমান অর্ধবৃত্ত এবং চিহ্ন ০ বিন্দু ঐ বৃত্তের কেন্দ্র ; ঐ চিহ্ন ঁ উচ্চারণে চন্দ্রবিন্দু। বৃত্তের অর্ধ বলিয়া উহা অর্ধচন্দ্র (পূর্ণ চন্দ্র গোলক বৃত্ত) ; যে হেতু চন্দ্রের আলোক প্রাপ্তি সূর্য্য হইতে সেই হেতু চিহ্ন বিন্দু সূর্য্যতুল্য হইবে। আর চন্দ্র আমাদিগকে স্নিগ্ধ আলোক বিতরণ করে। অতএব চিহ্ন ◡= প্রদায়িনী অর্থও করিতে পারা যায়। আর ং=বিন্দু ০=বিন্দু ০ আর ইলেকচিহ্ন ্। এই রূপেবিন্দু পুরুষ তুল্য এবং ইলেক্‌চিহ্নটি প্রকৃতি সম বলা যায়। বৈজ্ঞানিক মতে প্রোটোন (+ চিহ্ন) এবং ইলেক্‌ট্রোন (— চিহ্ন) অর্থাৎ + পুরুষ এবং—প্রকৃতি বলিয়া ধরিলে 'ং' বর্ণের উচ্চারণ যাহা অনুস্বার কহে তাহা বোধগম্য। অণুস্বার অর্থ অণুর সার বা পরমাণু (অ্যাটম্) অর্থবোধক। ইলেক্‌ট্রোনের ঘুর্নন হেতু অ্যাটমে শব্দ বহে, চিহ্ন◡ অর্থ শব্দ বা নাদরূপে কথিত হয়।

অউম্ ব্রহ্মশব্দ বা প্রণবধ্বনি এবং সৃষ্টি (অ), স্থিতি (উ) এবং লয় (ম্) অর্থ বোধক। দেবীকেও শব্দ-স্বরূপিনী এবং সৃষ্টি স্থিতি-সংহারকারিনী বলে ; উপরন্তু দেবী ব্রহ্মস্বরূপিনী এমত আখ্যাও দেওয়া হয়।

ঐঁ=ঐ০◡=অ-ই ০◡ অর্থাৎ অ-ব্রহ্ম শব্দ ; ই, ইকারন্ত স্ত্রী শব্দ ; ০=সুখ এবং ◡=প্রদায়িনী। এইরূপে ঐঁ অর্থ দেবী ব্রহ্ম-স্বরূপিনী ব্রহ্মানী আমাকে সুখ প্রদান কর। অর্থাৎ হে দেবী!

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তুমি ব্রহ্মস্বরূপিনী, তুমি সুখ প্রদায়িনী। হে ব্রহ্মস্বরূপিনী! তুমি আমাকে সুখ প্রদান কর এইরূপেও অর্থ করা যায়।

হ্রীঁ অর্থ হ ্র ী ০ ◡; হ অর্থ হর বা মহাদেব; আবার 'হ' অর্থ হরণ (বা দুঃখ-হরণ)। হ-কার ধ্বনি (প্রাণ বায়ু) এইরূপ অর্থও 'হ'-এতে প্রযোজ্য। চিহ্ন ্র সমান র-ফলা; বিসর্গ (:) চিহ্ন র-জাত এবং স-জাত উভয়ই হইয়া থাকে। কার্য্য কারিণী শক্তি স্ত্রীরূপা, উঁহাই শক্তি। একবিন্দু (০) সূক্ষ্ম এবং বিসর্গ (:) দ্বিবিন্দু স্থূল। সূক্ষ্ম হইতেই স্থূলের প্রকাশ; এই সম্প্রসারণ (স্থূলাকৃতি) শক্তির বিকাশ এবং বিন্দু হইতে বিচ্যুতি ইহাই দুঃখ। অতএব বিসর্গ শক্তি চিহ্ন অথবা দুঃখ স্বরূপ অর্থ হইয়া থাকে। এই-রূপে চিহ্ন (্র)=শক্তি বা দুঃখরূপ। আর ী চিহ্ন=ঈ অর্থাৎ ঈশ্বরী; ০=সুখ এবং ◡=প্রদায়িনী। এইরূপে হ্রীঁ অর্থ নানাপ্রকার হইবে যথা হে হর প্রিয়ে ঈশ্বরী বা হে মহেশ্বরী আমায় সুখ প্রদান কর। অথবা হে ঈশ্বরী! তুমি জীবের প্রাণ-স্বরূপা হ-কার ধ্বনি, তুমি সুখ প্রদায়িনী; অর্থাৎ প্রাণ-স্বরূপা ঈশ্বরী আমাকে সুখ প্রদান কর। অনুরূপ ভাবে এইরূপ হইতে পারে যে হে ঈশ্বরী! আমার হ-কার ধ্বনিই দুঃখ স্বরূপ, তুমি আমার 'হ' রূপ দুঃখ হরণ কর; আমায় সুখ দাও। হে ঈশ্বরী! তুমি দুঃখ-হারিনী, সুখ প্রদায়িনী এমত অর্থেও 'হ্রীঁ' অর্থ করা যায়।

ক্লীঁ অর্থ ক-ল-ী-০-◡; ক=কাম বা কাম ক্রোধ ইন্দ্রিয় সকল। আর ল=লয় বা বিনাশ। মানব সকল ইন্দ্রিয় বশবর্ত্তী হইয়া থাকে বলিয়া দুঃখ পায়; আর ইন্দ্রিয় নিগ্রহ হইলেই প্রকৃত সুখের অধিকারী হইতে পারে। আবার ইন্দ্রিয় সকল প্রকৃতি সম্ভূতা। এইভাবে ক্লীঁ অর্থ হইবে, হে ঈশ্বরী! আমার কাম-সমূহ বিনাশ কর, আমাকে সুখ প্রদান কর। অথবা হে ঈশ্বরী! তুমি জীবের কামাদি-ইন্দ্রিয় স্বরূপা, দুঃখ সুখ প্রদায়িনী।

স্বধা—পিতৃপুরুষদিগকে পিণ্ডাদি দানের মন্ত্র। স্বধা=স্ব-ধা; সু-অ-ধা। 'সু' অর্থ সুন্দর, 'অ' আকৃতিবিহীন বা অ-আকৃতি

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

অর্থাৎ দেব দেহ; 'ধা' ধারণ করা। এইরূপে 'স্বধা' অর্থ সুন্দর, দেবদেহধারী পিতৃপুরুষগণকে ব্যক্ত করে; ইহা দেবীস্বরূপা কারণ পিতৃপুরুষগণ যাহাদের এমন সুন্দর দেবদেহ, উহাতেও দেবী বিরাজিতা। 'পিণ্ড' খাদ্য সুধা বা অমৃত স্বরূপ, তাই দেবী সুধাস্বরূপিনী।

স্বাহা—যজ্ঞে দেবতাদিগকে ঘৃতদানের মন্ত্রে স্বাহা উচ্চারণ করে। এই মন্ত্র উচ্চারণে স্বা-হা; সু-আ-হা বা সু-অ-হা অর্থাৎ সু=সুন্দর, হা=হ-আকার বা হ-আকৃতি অর্থাৎ প্রাণবায়ু ধারণ স্বরূপ শরীর; অ অর্থ না বা নাই। যাঁহার হ-কার ধ্বনি বর্জিত দেহ তাহা সুন্দর; দেবগণের দেহ সূক্ষ্ম বা হ-বর্জিত, তাই সুন্দর। আবার ইহার অর্থ এমত হইতে পারে যে অগ্নিতে ঘৃত প্রদান হেতু উহা সুন্দররূপে প্রজ্জ্বলিত হয়, এই ঘৃত প্রজ্জ্বলিত অগ্নি শিখা অতীব মনোরম বা সুন্দর; অগ্নি দেবী স্বরূপা। আবার সু-আহা অর্থাৎ আহা! কি সুন্দর! এইরূপ স্বাহা মন্ত্রের অর্থ হইতে পারে। এই 'স্বাহা' মন্ত্র দেবী স্বরূপা; দেবী দেবগণের অন্তরেও অবস্থিতা।

বষট্‌কার—বষট্ অর্থ ষট্ বা ছয়; 'কার' অর্থ বিকার। অর্থাৎ দেবী ষড় বিকার রহিতা অর্থাৎ চিন্ময় দেহ ধারিণী, যাঁহার ছয় আকৃতি দেহের বিকৃতি বা লয় ঘটিয়াছে। এই বষট্‌কার মন্ত্র দেবগণকে আহ্বান করার উদ্দেশ্যে উচ্চারিত হয়। বষট্‌কারা মন্ত্র দেবী স্বরূপা এমত বলা হইয়া থাকে; দেবী চিন্ময়ী। জড়ের ছয়টি ধর্ম রহে যথা, জন্ম, অস্তিত্ব, বৃদ্ধি, বিপরিণাম, অপক্ষয় ও বিনাশ। চিদ্‌বস্তুর এই সকল জড়ধর্ম নাই।

রূপং—রূপ্যতে (জায়তে) ইতি রূপম্=পরমাত্মবস্তু; যিনি পরমাত্মবস্তু লাভ করিতে পারেন তিনিই প্রকৃত রূপবান হয়েন। তাই দেবী উদ্দেশ্যে 'রূপং দেহি' এরূপ প্রার্থনা করে।

জয়ঃ—জয়তি অনেন পরমাত্মনঃ স্বরূপম্ ইতি জয়ঃ। অর্থাৎ পরমাত্মাকে উপলব্ধি করিতে পারিলেই সর্বজয়ী হওয়া যায়। এমত জয়ের জন্যই দেবীর নিকট প্রার্থনা করে 'জয়ং দেহি'।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

যশঃ—শ্রুতি প্রসিদ্ধ, তত্ত্বজ্ঞান-লাভজনিত যশঃ। তত্ত্ব-জ্ঞান লাভ করিতে পারিলেই প্রকৃত যশস্বী হওয়া যায়। এইরূপ যশের জন্য দেবিকে 'যশং দেহি' অর্থাৎ হে দেবি! আমাকে যশ দাও প্রার্থনা করিয়া থাকে।

দ্বিষো—শত্রুসকল; মানবের শত্রু রিপু সকল। এই রিপুসকল দমন না করিতে পারিলে আত্মজ্ঞান লাভ হয় না। সেই জন্য দেবীর নিকট প্রার্থনা করে 'দ্বিষো জহি' অর্থাৎ হে দেবি, আমার শত্রুরূপ রিপু সকল জহি (নাশ কর)।

'জয়ন্তী' অর্থ জয়যুক্তা বা সর্বোৎকৃষ্টা। দেবী 'জয়ন্তী'রূপে কথিতা। দেবীকে 'মঙ্গলা' নামেও বলে। মঙ্গ (জন্মমরণাদি বিকার)+লাতি (নাশ করেন) অর্থাৎ যিনি জন্মমরণাদি বিকার নাশ করেন তিনিই মঙ্গলা (জন্মাদি নাশিনী)। কালী নামেও দেবী কথিতা। কলয়তি (ভক্ষয়তি) সর্বমেতৎ প্রলয়কালে অর্থাৎ যিনি প্রলয়কালে এই জগৎ প্রবঞ্চ গ্রাস করেন তিনিই 'কালী' অর্থাৎ সর্বসংহারিণী। দেবীকে ভদ্র বা ভদ্রকালী এইরূপেও সম্বোধন করিয়া থাকে। সুখং ভক্তোভ্যঃ দাতুং কলয়তি বা অঙ্গীকরোতি, অর্থাৎ সুখপ্রদা বা মঙ্গলদায়িনী তাই দেবি ভদ্র-কালী।

শ্রীশ্রীচণ্ডী দেবী সগুণা ও নির্গুণা। এই দেবীকে সাংখ্য-মতাবলম্বিগণ 'প্রকৃতি' এবং বেদান্তিগণ 'অনির্বচনীয়া অনাদি অবিদ্যা' বলেন। শাব্দিকগণ (বৈয়াকরণিকগণ) ঐ দেবিকে 'শব্দশক্তি', মীমাংসকগণ তাঁহাকেই 'কর্মের অপূর্ব-উপাদান সামর্থ্যলক্ষণা ফলগতি' এবং তার্কিকগণ (নৈয়ায়িকগণ) তাঁহাকে 'বস্তু-তত্ত্বাবসিতিসিদ্ধিভেদা' (বস্তু-তত্ত্ব নিশ্চয়রূপ জ্ঞান বিশেষ) বলেন। শৈবগণ তাঁহাকে 'শিবশক্তি', বৈষ্ণবগণ 'বিষ্ণুমায়া', শাক্তগণ 'মহামায়া' এবং পৌরাণিকগণ 'দেবী' বলেন।

এই দেবী অদ্বিতীয়া ব্রহ্মময়ী। উনি নারায়ণের হৃদয় বিলাসিনী লক্ষ্মী এবং মহাদেবের হৃদয়বিহারিনী গৌরী। দেবী একাধারে ব্রাহ্মী, বৈষ্ণবী এবং রৌদ্রী।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

শ্রীশ্রীচণ্ডীর উপাসনা তান্ত্রিক সাধনা, সেইহেতু তান্ত্রিক রাত্রি সূক্ত এবং তান্ত্রিক দেবী-সূক্ত পাঠে বিধি আছে।

ওঁ ঐঁ হ্রীঁ ক্লীঁ চামুণ্ডায়ৈ বিচ্চে—এই মন্ত্র মহামন্ত্র। এখানে চামুণ্ডা শব্দের অর্থ, চানাং বুদ্ধীনাং বা সুখানাং মুণ্ডমিব স্থিতা যা =বুদ্ধি বা সুখ সমূহের মুণ্ডের ন্যায় শ্রেষ্ঠ স্থানে যিনি অবস্থিতা। আর বিচ্চে অর্থ বিৎ+চ্+ঈ। বিৎ জ্ঞান বাচক, চ পদ ক্লীবলিঙ্গ ও সত্যবাচক এবং ঈ আনন্দবাচক। এমত ভাবে বিচ্চে শব্দের অর্থ চিদানন্দরূপিনী ব্রহ্ম মহিষী।

আমাদের বর্ণগুলি বিশেষ অর্থবোধক। 'অ' অর্থ অনন্ত; 'আ' অর্থ আনন্দ, পুরুষ ও প্রকৃতি মিলন আনন্দ। এখানে সংখ্যা বৃদ্ধি নাই। ঐ 'আ' পরেই আসে ই (ইচ্ছা শক্তি)। অ-ই=ঐ; ই পরেই 'উ' অর্থ উন্মেষ। ঐ ইচ্ছা হেতুই সংখ্যাবৃদ্ধি বা সৃষ্টি; এইরূপে অ-উ=ঔ। 'বীজপ্রদ পিতা', এখানে আসিবে। বিন্দু (ব্রহ্ম) হইতে বিন্দু (শুক্র কণা বা বীজ) বিচ্যুতি. ইহাই বিসর্গ (ঃ) চিহ্ন। ঐ চ্যুত হেতুই দুঃখ। কণার মধ্যেই বিশালের গুণাগুণ নিহিত রহে। অতএব অখণ্ড খণ্ড, খণ্ড অখণ্ড হইতেছে। ঐ বীজ মাতা (পরমাপ্রকৃতি) গর্ভে ধারণ করেন; শিশু ভূমিষ্ট হইলে মায়ের নাড়ির বন্ধন ছিন্ন হয়। এই ছিন্নতা এবং বিচ্যুতি হেতু স্মৃতিভ্রম বা আত্ম-বিস্মৃতি।

চন্দ্রবিন্দু (ঁ) সমান ০ ◡। চিহ্ন ◡ দোলনগতি; বিন্দুকে কেন্দ্র করিয়া এই গতি। ইড়া ও পিঙ্গলা নাড়িদ্বয় একে অন্যের বিপরীত পথে নিয়ত দুলিতেছে। উভয়ে একবার স্পর্শ করিলে সুষুম্না নাড়ি মাধ্যমে তড়িৎপ্রবাহ ব্রহ্মতালুতে পৌঁছায়, তখন ভীষণ কাণ্ড, সাধকেরা ইহা বলেন। ঐ চিহ্নকে 'ভেলা'ও বলে; ইহা সাধনার চরম অবস্থার লক্ষণ। এই অবস্থায় সাধক দিশেহারা; এখানে 'আত্ম-সমর্পণ' কথাটি আসে। ইচ্ছাশক্তি বলে ব্রহ্মবিদ্ হওয়া যায়; কিন্তু চরম লক্ষ্যে পৌঁছাইতে হইলে সম্পূর্ণ 'আত্ম-সমর্পণ' ব্যতীত আর কোন উপায় নাই।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

পরিশিষ্ট

মূল সংস্কৃত দেবী স্তব সকল এবং অর্গলা-স্তোত্র।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

অর্গলা-স্তোত্র

(ঋষি মার্কেণ্ডেয় স্বীয় শিষ্যগণকে যে স্তব কহিলেন।)

ওঁ জয় ত্বং দেবি চামুণ্ডে জয় ভূতাপহারিনি।
জয় সর্বগতে দেবি কালরাত্রি নমোঽস্তুতে॥
জয়ন্তী মঙ্গলা কালী ভদ্রকালী কপালিনী।
দুর্গা শিবা ক্ষমা ধাত্রী স্বাহা স্বধা নমোঽস্তুতে॥
মধুকৈটভবিধ্বংসি বিধাতৃ-বরদে নমঃ।
রূপং দেহি জয়ং দেহি যশো দেহি দ্বিষো জহি॥
মহিষাসুরনির্ণাশি ভক্তানাং সুখদে নমঃ।
রূপং দেহি জয়ং দেহি যশো দেহি দ্বিষো জহি॥
ধুম্রনেত্রবধে দেবি ধর্মকামার্থদায়িনি।
রূপং দেহি জয়ং দেহি যশো দেহি দ্বিষো জহি॥
রক্তবীজবধে দেবি চণ্ডমুণ্ডবিনাশিনি।
রূপং দেহি জয়ং দেহি যশো দেহি দ্বিষো জহি॥
নিশুম্ভশুম্ভনির্ণাসি ত্রৈলোক্যশুভদে নমঃ।
রূপং দেহি জয়ং দেহি যশো দেহি দ্বিষো জহি॥
বন্দিতাঙ্ঘ্রি যুগে দেবী সর্বসৌভাগ্যদায়িনি।
রূপং দেহি জয়ং দেহি যশো দেহি দ্বিষো জহি॥
অচিন্ত্যরূপচরিতে সর্বশত্রুবিনাশিনি।
রূপং দেহি জয়ং দেহি যশো দেহি দ্বিষো জহি।
নতেভ্যঃ সর্বদা ভক্ত্যা চাপর্ণে দুরিতাপহে।
রূপং দেহি জয়ং দেহি যশো দেহি দ্বিষো জহি॥
স্তুবদ্ভো ভক্তিপূর্বং ত্বাং চণ্ডিকে ব্যাধিনাশিনি।
রূপং দেহি জয়ং দেহে যশো দেহি দ্বিষো জহি॥
চণ্ডিকে সততং যুদ্ধে জয়ন্তি পাপনাশিনি।
রূপং দেহি জয়ং দেহি যশো দেহি দ্বিষো জহি॥

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

দেহি সৌভাগ্যমারোগ্যং দেহি দেবি পরং সুখম্ ।
রূপং দেহি জয়ং দেহি যশো দেহি দ্বিষো জহি ॥
বিধেহি দেবী কল্যাণং বিধেহি বিপুলাং শ্রিয়ম্ ।
রূপং দেহি জয়ং দেহি যশো দেহি দ্বিষো জহি ॥
বিধেহি দ্বিষতাং নাশং বিধেহি বলমুচ্চকৈঃ ।
রূপং দেহি জয়ং দেহি যশো দেহি দ্বিষো জহি ॥
সুরাসুরশিরোরত্ন নিঘৃষ্টচরণাম্বুজে ।
রূপং দেহি জয়ং দেহি যশো দেহি দ্বিষো জহি ॥
বিদ্যাবন্তং যশস্বন্তং লক্ষ্মীবন্তঞ্চ মাং কুরু ।
রূপং দেহি জয়ং দেহি যশো দেহি দ্বিষো জহি ॥
দেবি ! প্রচণ্ডদোর্দ্দণ্ড-দৈত্যদর্পনিসূদিনি ।
রূপং দেহি জয়ং দেহি যশো দেহি দ্বিষো জহি ॥
প্রচণ্ডদৈত্যদর্পঘ্নে চণ্ডিকে ! প্রণতায় মে ।
রূপং দেহি জয়ং দেহি যশো দেহি দ্বিষো জহি ॥
চতুর্ভূর্জ চতুর্বক্ত্র সংস্তুতে পরমেশ্বরি ।
রূপং দেহি জয়ং দেহি যশো দেহি দ্বিষো জহি ।
কৃষ্ণেন সংস্তুতে দেবি শশ্বদ্ভক্ত্যা সদাম্বিকে ।
রূপং দেহি জয়ং দেহি যশো দেহি দ্বিষো জহি ॥
হিমাচলসুতানাথ সংস্তুতে পরমেশ্বরি ।
রূপং দেহি জয়ং দেহি যশো দেহি দ্বিষো জহি ॥
ইন্দ্রানীপতি সদ্ভাব-পূজিতে পরমেশ্বরি ।
রূপং দেহি জয়ং দেহি যশো দেহি দ্বিষো জহি ॥
দেবি ভক্তজনোদ্দাম-দত্তানন্দোদয়েঽম্বিকে ।
রূপং দেহি জয়ং দেহি যশো দেহি দ্বিষো জহি ॥
ভার্যাং মনোরমাং দেহি মনোবৃত্ত্যনুসারিণীম্ ।
রূপং দেহি জয়ং দেহি যশো দেহি দ্বিষো জহি ॥
তারিণি দুর্গসংসার সাগরস্যাচলোদ্ভবে ।
রূপং দেহি জয়ং দেহি যশো দেহি দ্বিষো জহি ॥

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তান্ত্রিক রাত্রি-সূক্ত

(মধু-কৈটভ বধ নিমিত্ত ব্রহ্মা কথিত দেবী স্তব)

ত্বং স্বাহা ত্বং স্বধা ত্বং হি বষটকারঃ স্বরাত্মিকা।
সুধা ত্বমক্ষরে নিত্যে ত্রিধামাত্রাত্মিকা স্থিতা॥
অর্ধমাত্রা স্থিতা নিত্যা যাঽনুচ্চার্যা বিশেষতঃ।
ত্বমেব সা ত্বং সাবিত্রী ত্বং দেবজননী পরা॥
ত্বয়ৈব ধার্যতে সর্বং ত্বয়ৈতৎ সৃজ্যতে জগৎ।
ত্বয়ৈতৎ পাল্যতে দেবি ত্বমৎস্যন্তে চ সর্বদা॥
বিসৃষ্টৌ সৃষ্টিরূপা ত্বং স্থিতিরূপা চ পালনে।
তথা সংহৃতিরূপান্তে জগতোঽস্য জগন্ময়ে॥
মহাবিদ্যা মহামায়া মহামেধা মহাস্মৃতিঃ।
মহামোহা চ ভবতী মহাদেবী মহাসুরী॥
প্রকৃতিস্ত্বং হি সর্বস্য গুণত্রয়বিভাবিনী।
কালরাত্রির্মহারাত্রির্মোহরাত্রিশ্চ দারুণা॥
ত্বং শ্রীস্ত্বমীশ্বরী ত্বং হ্রীস্ত্বং বুদ্ধির্বোধলক্ষণা।
লজ্জা পুষ্টিস্তথা তুষ্টিস্ত্বং শান্তিঃ ক্ষান্তিরেব চ॥
খড়্গিনী শূলিনী ঘোরা গদিনী চক্রিনী তথা।
শঙ্খিনী চাপিনী বাণভূসণ্ডীপরিঘায়ুধা॥
সৌম্যাসৌম্যতরাশেষ সৌম্যেভ্যস্ত্বতি সুন্দরী।
পরা পরাণাং পরমা ত্বমেব পরমেশ্বরী॥
যচ্চ কিঞ্চিৎ ক্বচিদ্বস্তু সদসদ্ বাখিলাত্মিকে।
তস্য সর্বস্য যা শক্তিঃ সা ত্বং কিং স্তূয়সে ময়া॥
বিষ্ণুঃ শরীরগ্রহণমহমীশান এব চ।
কারিতাস্তে যতোঽতস্ত্বাং কঃ স্তোতুং শক্তিমান্ ভবেৎ॥
সা ত্বমিত্থং প্রভাবৈঃ স্বৈরুদারৈর্দেবি সংস্তুতা।
মোহয়ৈতৌ দুরাধর্ষাবসুরৌ মধুকৈটভৌ॥
প্রবোধঞ্চ জগৎস্বামী নীয়তামচ্যুতো লঘু।
বোধশ্চ ক্রিয়তামস্য হন্তমেতৌ মহাসুরৌ॥

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

(মহিষাসুর বধ হইলে ইন্দ্র প্রমুখ দেবগণ দেবী উদ্দেশ্যে যে স্তব করিলেন):

দেব্যা যয়া ততমিদং জগদাত্মশক্ত্যা
নিঃশেষদেবগণশক্তিসমূহ মূর্ত্যা।
তামম্বিকামখিলদেব মহর্ষিপূজ্যাং
ভক্ত্যানতাঃ স্ম বিদধাতু শুভানি সা নঃ॥
যস্যাঃ প্রভাবমতুলং ভগবাননন্তো
ব্রহ্মা হরশ্চ ন হি বক্তুমলং বলঞ্চ।
সা চণ্ডিকাখিলজগৎ পরিপালনায়
নাশায় চাসুর ভয়স্য মতিং করোতু॥
যা শ্রীঃ স্বয়ং সুকৃতিনাং ভবনেষ্বলক্ষ্মীঃ
পাপাত্মানাং কৃতধিয়াং হৃদয়েষু বুদ্ধিঃ।
শ্রদ্ধা সতাং কুলজনপ্রভবস্য লজ্জা
তাং ত্বাং নতা স্ম পরিপালয় দেবি বিশ্বম্॥
কিং বর্ণয়াম তব রূপমচিন্ত্যমেতৎ
কিঞ্চাতিবীর্যমসুরক্ষয়কারি ভূরি।
কিঞ্চাহবেষু চরিতানি তবাতি যানি
সর্বেসু দেব্যসুরদেবগণাদিকেষু॥
হেতুঃ সমস্ত জগতাং ত্রিগুণাপি দোষৈ
র্ন জ্ঞায়সে হরিহরাদিভিবপ্যপারা।
সর্বাশ্রয়াখিলমিদং জগদংশভূত—
মব্যাকৃতা হি পরমা প্রকৃতিস্ত্বমাদ্যা॥
যস্যাঃ সমস্তসুরতা সমুদীরণেন
তৃপ্তিং প্রয়াতি সকলেষু মখেষু দেবি।
স্বাহাসি বৈ পিতৃগণস্য চ তৃপ্তিহেতু—
রুচ্চার্যসে ত্বমত এব জনৈঃ স্বধা চ॥
যা মুক্তিহেতুরবিচিন্ত্য মহাব্রতা চ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

অভ্যস্যসে সুনিয়তেন্দ্রিয় তত্ত্বসারৈঃ।
মোক্ষার্থিভির্মুনিভিরস্তসমস্তদোষৈ—
র্বিদ্যাসি সা ভগবতী পরমা হি দেবি॥
শব্দাত্মিকা সুবিমলর্গ্যজুষাং নিধান—
মুদ্গীতরম্যপদ পাঠবতাঞ্চ সাম্নাম্।
দেবী ত্রয়ী ভগবতী ভবভাবনায়
বার্তা চ সর্বজগতাং পরমার্তিহন্ত্রী॥
মেধাসি দেবি বিদিতাখিলশাস্ত্রসারা
দুর্গাসি দুর্গভবসাগরনৌরসঙ্গা।
শ্রীঃ কৈটভারিহৃদয়ৈককৃতাধিবাসা
গৌরী ত্বমেব শশিমৌলিকৃতপ্রতিষ্ঠা॥
ঈষৎসহাসমমলং পরিপূর্ণ চন্দ্র—
বিম্বানুকারী কনকোত্তমকান্তিকান্তম্।
অত্যদ্ভুতং প্রহৃত মাপ্তরুষা তথাপি
বক্ত্রং বিলোক্য সহসা মহিষাসুরেণ॥
দৃষ্ট্বা তু দেবি কুপিতং ভ্রুকুটিকরাল—
মুদ্যচ্ছশাঙ্কসদৃশচ্ছবি যন্ন সদ্যঃ।
প্রাণান্মুমোচ মহিষস্তদতীব চিত্রং
কৈর্জীব্যতে হি কুপিতান্তকদর্শনেন॥
দেবী প্রসীদ পরমা ভবতী ভবায়
সদ্যো বিনাশয়সি কোপবতী কুলানি।
বিজ্ঞাতমেতদধুনৈব যদস্তমেত—
ন্নীতং বলং সুবিপুলং মহিষাসুরস্য॥
তে সম্মতা জনপদেষু ধনানি তেষাং
তেষাং যশাংসি ন চ সীদতি ধর্মবর্গঃ।
ধন্যাস্ত এব নিভৃতাত্মজভৃত্যদারা
যেষাং সদাভ্যুদয়দা ভবতী প্রসন্না॥
ধর্ম্যানি দেবি সকলানি সদৈব কর্মাণ্য—

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ত্যাদৃতঃ প্রতিদিনং সুকৃতী করোতি।
স্বর্গং প্রয়াতি চ ততো ভবতী প্রসাদা—
ল্লোকত্রয়েঽপি ফলদা ননু দেবি তেন ॥
দুর্গে স্মৃতা হরসি ভীতিমশেষজন্তোঃ
স্বস্থৈঃ স্মৃতা মতিমতীব শুভাং দদাসি।
দারিদ্র্যদুঃখ ভয় হারিনি কা ত্বদন্যা
সর্বোপরকারকরণায় সদার্দ্র চিত্তা ॥
এভির্হতৈর্জগদুপৈতি সুখং তথৈতে
কুর্বন্তু নাম নরকায় চিরায় পাপম্।
সংগ্রাম মৃত্যুমধিগম্য দিবং প্রয়ান্তু
মত্বেতি নূনমহিতান্ বিনিহংসি দেবি।
দৃষ্টৈব কিংন ভবতী প্রকরোতি ভস্ম।
সর্বাসুরানরিষু যৎ প্রহিণোষি শস্ত্রম্।
লোকান্ প্রয়ান্তু রিপবোঽপি হি শস্ত্রপূতাঃ
ইত্থং মতির্ভবতি তেষ্বপি তেঽতিসাধ্বী ॥
খড়্গ প্রভানিকরবিস্ফুরণৈস্তথোগ্রৈঃ
শূলাগ্রকান্তিনিবহেন দৃশোঽসুরাণাম্।
যন্নাগতা বিলয়মং শুমদিন্দুখণ্ড—
যোগ্যাননং তব বিলোকয়তাং তদেতৎ ॥
দুর্বৃত্ত বৃত্তশমনং তব দেবি শীলং
রূপং তথৈতদবিচিন্ত্যমতুল্যমন্যৈঃ।
বীর্যঞ্চ হন্তৃ হৃতদেব পরাক্রমাণাং
বৈরিষ্বপি প্রকটি তৈব দয়া ত্বয়েত্থম্ ॥
কেনোপমা ভবতু তেঽস্য পরাক্রমস্য
রূপঞ্চ শত্রুভয় কার্যতিহারি কুত্র।
চিত্তে কৃপা সমরনিষ্ঠুরতা চ দৃষ্টা
ত্বয্যেব দেবি বরদে ভুবনত্রয়োঽপি ॥
ত্রৈলোক্যমেতদখিলং রিপুনাশনেন

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ত্রাতং ত্বয়া সমরমূর্ধনি তেঽপি হত্বা।
নীতা দিবং রিপুগণা ভয়মপ্যপাস্ত—
মস্মাকমুন্মদসুরারিভং নমস্তে॥
শূলেন পাহি নো দেবি পাহি খড়্গেন চাম্বিকে।
ঘণ্টাস্বনেন নঃ পাহি চাপজ্যানিঃস্বনেন চ॥
প্রাচ্যাং রক্ষ প্রতীচ্যাঞ্চ চণ্ডিকে রক্ষ দক্ষিণে।
ভ্রামণেনাত্মশূলস্য চোত্তরস্যাংতথেশ্বরি॥
সৌম্যানি যানি রূপাণি ত্রৈলোক্যে বিচরন্তি তে।
যানি চাত্যন্তঘোরাণি তৈ রক্ষাস্মাংস্তথা ভুবম্॥
খড়্গশূলগদাদীনি যানি চাস্ত্রাণি তেঽম্বিকে।
করপল্লবসঙ্গীনি তৈরস্মান্ রক্ষ সর্বতঃ॥

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তান্ত্রিক দেবী-সূক্ত

(শুম্ভ ও নিশুম্ভ অসুরদ্বয় বধের নিমিত্ত দেবগণ হিমালয়ে গমন করিয়া বৈষ্ণবীশক্তি মহাদেবীকে যে স্তবে আরাধনা করিয়াছিলেন।)

নমো দেব্যৈ মহাদেব্যৈশিবায়ৈ সততং নমঃ ।
নমঃ প্রকৃত্যৈ ভদ্রায়ৈ নিয়তাঃ প্রণতাঃস্ম তাম্ ॥
রৌদ্রায়ৈ নমো নিত্যায়ৈ গৌর্যৈধাত্র্যৈ নমো নমঃ ।
জ্যোৎস্নায়ৈ চেন্দুরূপিণ্যৈ সুখায়ৈ সততং নমঃ ॥
কল্যাণ্যৈ প্রণতা বৃদ্ধৈসিদ্ধ্যৈ কুর্ম্মো নমো নমঃ ।
নৈঋত্যৈ ভূভৃতাং লক্ষ্ম্যৈশর্বাণ্যৈতে নমো নমঃ ॥
দুর্গায়ৈ দুর্গাপারায়ৈ সারায়ৈ সর্বকারিণ্যৈ ।
খ্যাত্যৈ তথৈব কৃষ্ণায়ৈ ধূম্রায়ৈ সততং নমঃ ॥
অতিসৌম্যাতিরৌদ্রায়ৈ নতাস্তস্যৈ নমো নমঃ ।
নমো জগৎপ্রতিষ্ঠায়ৈ দেব্যৈ কৃত্যৈ নমো নমঃ ॥
যা দেবী সর্বভূতেষু বিষ্ণুমায়েতি শব্দিতা ।
নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমো নমঃ ॥
যা দেবী সর্বভূতেষু চেতনেত্যভিধীয়তে ।
নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমো নমঃ ॥
যা দেবী সর্বভূতেষু বুদ্ধিরূপেণ সংস্থিতা ।
নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমো নমঃ ॥
যা দেবী সর্বভূতেষু নিদ্রারূপেণ সংস্থিতা ।
নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমো নমঃ ॥
যা দেবী সর্বভূতেষু ক্ষুধারূপেণ সংস্থিতা ।
নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমো নমঃ
যা দেবী সর্বভূতেষু ছায়ারূপেণ সংস্থিতা ।
নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমো নমঃ ॥

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

যা দেবী সর্বভূতেষু শক্তিরূপেণ সংস্থিতা।
নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমো নমঃ॥
যা দেবী সর্বভূতেষু তৃষ্ণারূপেণ সংস্থিতা।
নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমো নমঃ॥
যা দেবী সর্বভূতেষু ক্ষান্তিরূপেণ সংস্থিতা।
নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমো নমঃ॥
যা দেবী সর্বভূতেষু জাতিরূপেণ সংস্থিতা।
নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমো নমঃ॥
যা দেবী সর্বভূতেষু লজ্জারূপেণ সংস্থিতা।
নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমো নমঃ॥
যা দেবী সর্বভূতেষু শান্তিরূপেণ সংস্থিতা।
নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমো নমঃ॥
যা দেবী সর্বভূতেষু শ্রদ্ধারূপেণ সংস্থিতা।
নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমো নমং॥
যা দেবী সর্বভূতেষু কান্তিরূপেণ সংস্থিতা।
নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমো নমঃ॥
যা দেবী সর্বভূতেষু লক্ষ্মীরূপেণ সংস্থিতা।
নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমো নমঃ॥
যা দেবী সর্বভূতেষু বৃত্তিরূপেণ সংস্থিতা।
নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমো নমঃ॥
যা দেবী সর্বভূতেষু স্মৃতিরূপেণ সংস্থিতা।
নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমো নমঃ॥
যা দেবী সর্বভূতেষু দয়ারূপেণ সংস্থিতা।
নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমো নমঃ॥
যা দেবী সর্বভূতেষু তুষ্টিরূপেণ সংস্থিতা।
নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমো নমঃ॥
যা দেবী সর্বভূতেষু মাতৃরূপেণ সংস্থিতা।
নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমো নমঃ॥

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

যা দেবী সর্বভূতেষু ভ্রান্তিরূপেণ সংস্থিতা।
নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমো নমঃ॥

ইন্দ্রিয়াণামধিষ্ঠাত্রী ভূতানাঞ্চাখিলেষু যা।
ভূতেষু সততং তস্যৈ ব্যাপ্তিদেব্যৈ নমো নমঃ
চিতিরূপেণ যা কৃৎস্নমেতদ্ব্যাপ্যস্থিতা জগৎ।
নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমো নমঃ॥

স্তুতা সুরৈঃ পূর্বভীষ্টসংশ্রয়াৎ
তথা সুরেন্দ্রেণ দিনেষু সেবিতা।
করোতু সা নঃ শুভহেতুরীশ্বরী
শুভানি ভদ্রাণ্যভিহন্তু চাপদঃ॥
যা সাম্প্রতং চোদ্ধতদৈত্যতাপিতৈ—
রস্মাভিরীশা চ সুরৈর্নমস্যতে।
যা চ স্মৃতা তৎক্ষণমেব হন্তিঃ নঃ
সর্বাপদো ভক্তিবিনম্রমূর্তিভিঃ॥

শুম্ভাদি বধরূপ অভীষ্ট সিদ্ধ হওয়ায় অগ্নিপ্রমুখ ইন্দ্রাদি দেবগণ কাত্যায়নী দেবী চণ্ডীকে যে স্তব করিলেন।

দেবি প্রপন্নার্তিহরে প্রসীদ
প্রসীদ মাতর্জগতোঽখিলস্য।
প্রসীদ বিশ্বেশ্বরি পাহি বিশ্বং
ত্বমীশ্বরী দেবি চরাচরস্য॥
আধারভূতা জগতস্ত্বমেকা
মহীস্বরূপেণ যতঃস্থিতাসি।
অপাং স্বরূপস্থিতয়া ত্বয়ৈতৎ
আপ্যায্যতে কৃৎস্নমলঙ্ঘ্যবীর্যে॥
ত্বং বৈষ্ণবীশক্তিরনন্তবীর্যা
বিশ্বস্য বীজং পরমাসি মায়া।
সম্মোহিতং দেবি সমস্তমেতৎ
ত্বং বৈ প্রসন্না ভুবি মুক্তিহেতুঃ॥

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বিদ্যাঃ সমস্তাস্তব দেবি ভেদাঃ
স্ত্রিয়ঃ সমস্তাঃ সকলা জগৎসু।
ত্বয়ৈকয়া পূরিতমম্বয়ৈতৎ
কা তে স্তুতিঃ স্তব্যপরাপরোক্তিঃ॥
সর্বভূতা যদা দেবী স্বর্গমুক্তিপ্রদায়িনী।
ত্বং স্তুতা স্তুতয়ে কা বা ভবন্তু পরমোক্তয়ঃ॥
সর্বস্য বুদ্ধিরূপেণ জনস্য হৃদি সংস্থিতে।
স্বর্গাপবর্গদে দেবি নারায়ণি নমোঽস্তুতে॥
কলাকাষ্ঠাদিরূপেণ পরিণামপ্রদায়িনি।
বিশ্বস্যোপরতৌ শক্তে নারায়ণি নমোঽস্তুতে॥
সর্বমঙ্গলমঙ্গল্যে শিবে সর্বার্থসাধিকে।
শরণ্যে ত্র্যম্বকে গৌরি নারায়ণি নমোঽস্তুতে॥
সৃষ্টিস্থিতিবিনাশানাং শক্তিভূতে সনাতনি।
গুণাশ্রয়ে গুণময়ে নারায়ণি নমোঽস্তুতে॥
শরণাগতদীনার্তপরিত্রাণপরায়ণে।
সর্বস্যার্তিহরে দেবি নারায়ণি নমোঽস্তুতে॥
হংসযুক্তবিমানস্থে ব্রহ্মাণীরূপধারিণি।
কৌশাম্ভঃক্ষরিকে দেবি নারায়ণি নমোঽস্তুতে॥
ত্রিশূলচন্দ্রাহিধরে মহাবৃষভবাহিনি।
মাহেশ্বরীস্বরূপেণ নারায়ণি নমোঽস্তুতে॥
ময়ূরকুক্কুটবৃতে মহাশক্তিধরেঽনঘে।
কৌমারীরূপসংস্থানে নারায়ণি নমোঽস্তুতে॥
শঙ্খচক্রগদাশার্ঙ্গগৃহীতপরমায়ুধে।
প্রসীদ বৈষ্ণবীরূপে নারায়ণি নমোঽস্তুতে॥
গৃহীতোগ্রমহাচক্রে দংষ্ট্রোদ্ধৃত বসুন্ধরে।
বরাহরূপিণি শিবে নারায়ণি নমোঽস্তুতে॥
নৃসিংহরূপেণোগ্রেণ হন্তুং দৈত্যান্ কৃতোদ্যমে।
ত্রৈলোক্যত্রাণসহিতে নারায়ণি নমোঽস্তুতে॥

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

কিরীটিনি মহাবজ্রে সহস্রনয়নোজ্জ্বলে।
বৃত্রপ্রাণহরে চৈন্দ্রি নারায়ণি নমোঽস্তুতে ॥
শিবদূতীস্বরূপেণ হতদৈত্যমহাবলে।
ঘোররূপে মহারাবে নারায়ণি নমোঽস্তুতে ॥
দংষ্ট্রাকরালবদনে শিরোমালাবিভূষণে।
চামুণ্ডে মুণ্ডমথনে নারায়ণি নমোঽস্তুতে ॥
লক্ষ্মিলজ্জে মহাবিদ্যে শ্রদ্ধে পুষ্টি স্বধে ধ্রুবে।
মহারাত্রি মহামায়ে নারাণি নমোঽস্তুতে ॥
মেধে সরস্বতি বরে ভূতি বাভ্রবি তামসি।
নিয়তে ত্বং প্রসীদেশে নারায়ণি নমোঽস্তুতে ॥
সর্বস্বরূপে সর্বশেষে সর্বশক্তিসমন্বিতে।
ভয়েভ্যস্ত্রাহি নো দেবি দুর্গে দেবি নমোঽস্তুতে
এতৎ তে বদনং সৌম্যং লোচনত্রয়ভূষিতম্।
পাতু নঃ সর্বভূতেভ্যঃ কাত্যায়ণি নমোঽস্তুতে ॥
জ্বালাকরালমত্যুগ্রমশেষাসুরসূদনম্।
ত্রিশূলং পাতু নো ভীতের্ভদ্রকালি নমোঽস্তুতে ॥
হিনস্তি দৈত্যতেজাংসি স্বনেনাপূর্য যা জগৎ।
সা ঘণ্টা পাতু নো দেবি পাপেভ্যোঽনঃ সুতানিব ॥
অসুরাসৃগবসাপঙ্কচর্চিতস্তে করোজ্জ্বলঃ।
শুভায় খড়্গো ভবতু চণ্ডিকে ত্বাং নতা বয়ম্ ॥
রোগানশেষানপহংসি তুষ্টা
রুষ্টা তু কামান্ সকলানভীষ্টান্।
ত্বামাশ্রিতানাং ন বিপন্নরাণাং
ত্বামাশ্রিতা হ্যাশ্রয়তাং প্রয়ান্তি ॥
এতৎ কৃতং যৎ কদনং ত্বয়াদ্য
ধর্মদ্বিষাং দেবি মহাসুরাণাম্।
রূপৈরনেকৈর্বহুধাত্মমূর্তিং
কৃত্বাম্বিকে তৎ প্রকরোতি কান্যা ॥

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বিদ্যাসু শাস্ত্রেষু বিবেকদীপে—
        ষাদ্যেষু বাক্যেষু চ কা ত্বদন্যা।
মমত্বগর্তেঽতিমহান্ধকারে
        বিভ্রাময়ত্যেতদতীব বিশ্বম্॥
রক্ষাংসি যত্রোগ্রবিষাশ্চ নাগা
        যত্রারয়ো দস্যুবলানি যত্র।
দাবানলো যত্র তথাব্ধিমধ্যে
        তত্রস্থিতা ত্বং পরিপাসি বিশ্বম্॥
বিশ্বেশ্বরি ত্বং পরিপাসি বিশ্বং
        বিশ্বাত্মিকা ধারয়সীতি বিশ্বম্।
বিশ্বেশবন্দ্যা ভবতী ভবন্তি
        বিশ্বাশ্রয়া যে ত্বয়ি ভক্তিনম্রাঃ॥
দেবি! প্রসীদ পরিপালয় নোঽরিভীতেঃ
        নিত্যং যথাসুরবধাদধুনৈব সদ্যঃ।
পাপানি সর্বজগতাঞ্চ শমং নয়াশু
        উৎপাতপাকজনিতাংশ্চ মহোপসর্গান্॥
প্রণতানাং প্রসীদ ত্বং দেবি! বিশ্বার্তিহারিণি।
ত্রৈলোক্যবাসিনামীড্যে লোকানাং বরদা ভব॥

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

'শ্রীশ্রীচণ্ডী পরিচয়' সম্বন্ধে অভিমত—

সাধিকাপ্রবর শ্রীশ্রীগঙ্গাদেবী, পঞ্চতীর্থ, বেদান্ত-সরস্বতী (অন্নদাদেবী মাতৃ আশ্রম, কাশীধাম) বলেন—

সাধারণতঃ আমাদের ধারণা গীতা বৈষ্ণব শাস্ত্র—বৈষ্ণবগণের নিত্যপাঠ্য এবং চণ্ডীশাক্তগ্রন্থ, শাক্তগণেরই আদরণীয়। সুতবাং উভয়ের তাৎপর্য ভিন্ন, বিপরীত। পরন্তু এই অনন্ত নামরূপাত্মক বিশাল বিশ্ব যেমন সেই একই পরব্রহ্মের অনন্তলীলা বিলাস, লীলার্থে অনন্ত প্রকাশ, দেবদেবীগণরূপেও সেই একই অক্ষর ব্রহ্মের নানা প্রয়োজনে নানা লীলায় নানা প্রকাশ। সুতরাং ভেদ ত অজ্ঞানাবৃত আমাদের দৃষ্টিতে। মূলতঃ ত একই—ভেদত্ব, নানাত্ব কোথায় ? চণ্ডীর দেবীও সর্ব্বব্যাপিণী চিৎশক্তি, "চিতিরূপেণ যা কৃৎস্নমেতদ্ব্যাপ্য" ইহা তাহার সর্ব্বব্যাপকতার প্রকাশ। গীতায় যেমন বিভূতিযোগে তিনিই সব কিছু, তিনি সর্ব্বব্যাপী হইলেও প্রত্যেকের মধ্যে তাঁহার বৈশিষ্টও প্রদর্শন করিয়াছেন তেমন চণ্ডীতে নারায়নী-স্তবে সদসৎ সমস্ত কিছুর মধ্যেই যে তিনি স্বয়ং তাহা বিশেষভাবে দেখাইয়াছেন। বিষ্ ধাতুর অর্থ ব্যাপ্তি, যিনি সর্ব্বাত্মা—সর্ব্বব্যাপী তিনিই বিষ্ণু—নারায়ণ, নারায়ণী তাঁরই শক্তি,—সুতরাং তিনি পরমাবৈষ্ণবী। শক্তি শক্তিমান অভিন্ন, এক।

সাধনার লক্ষ্য—ভেদবুদ্ধিবিবর্জ্জিত হইয়া সর্ব্বব্যাপী বিষ্ণুকে অথবা সর্ব্বময়ী মহাশক্তিকে, নারায়ণীকে তত্ত্বতঃ বোধ করা। সুতরাং আমাদের সাধনা যেন ভেদকে আঁকড়াইয়া ধরিয়া আরম্ভ না হয়।

শ্রীমান হরলাল ভট্টাচার্য চণ্ডীর এই অভিন্নত্বই, ব্যাপকত্বই জনসমাজে তাহার 'শ্রীশ্রীচণ্ডী পরিচয়' গ্রন্থে তুলিয়া ধরিতে চেষ্টা করিয়াছেন। জিজ্ঞাসু এই গ্রন্থপাঠে উপকৃত হইবেন, আশা করি।

শ্রীগঙ্গাদেবী

২৪।৭।৭২ ইং

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ডঃ রাধাগোবিন্দ বসাক, এম-এ, পি-এইস্-ডি, ডি-লিট্, এফ্-এ-এস্, সংস্কৃত পাণ্ডিত্যের জন্য রাষ্ট্রপতি কর্তৃক সম্মানিত (গোবিন্দ-ধাম, কলিকাতা-১৯) বলেন—

ধর্ম্মপ্রাণ ও সাধুসঙ্গী শ্রীমান হরলাল ভট্টাচার্য্য প্রণীত "শ্রীশ্রীচণ্ডী পরিচয়"—নামেক পুস্তকখানি পাঠ করিয়া পাঠকমাত্রই বুঝিতে পারিবেন যে লেখক মনোমধ্যে কিরূপ উদার ধর্ম্মভাব পোষণ করেন। ইতিপুর্ব্বে তিনি যে "সহজ গীতা পরিচয়" নামে একখানি পুস্তক রচনা করিয়া প্রকাশ করিয়াছিলেন তাহা বাঙ্গালী পাঠকদের মধ্যে অনেকেরই নিকট উপাদেয় বলিয়া বিবেচিত হইয়াছে।

লেখক শ্যাম ও শ্যামার মধ্যে কোনরূপ পৃথগ্ জ্ঞান করেন না। আর বাস্তবিকই ইহাই পরম ধর্ম্মতত্ত্ব। শ্রীমান্ হরলালের মনে কোন প্রকার কর্কশ সাম্প্রদায়িকতার লেশমাত্র পরিলক্ষিত হয় না। তিনি দেবদেবীর প্রতীক-উপাসনারও বিরোধী নহেন। তিনি যে কোন দেব-দেবীতেই পরমপুরুষ বা পরমব্রহ্ম বা পরমাত্মা বা পরমেশ্বর বা ভগবানের উপস্থিতি উপলব্ধি করেন—প্রকৃত সাধকেরা এইরূপই ভাবিয়া থাকেন। "শ্রীশ্রীচণ্ডী পরিচয়ে" শ্রীমান্ হরলাল তন্ত্রশাস্ত্রের মাহাত্ম্য-সম্বন্ধে অনেক আলোচনা করিয়াছেন।

আমি জানি হরলাল কাশীধামের পরমপণ্ডিত মহামানব মহামহোপাধ্যায় ডক্টর শ্রীগোপীনাথ কবিরাজ মহাশয়ের একজন প্রিয়ভক্ত এবং তিনি ভারতীয় তন্ত্রশাস্ত্রের নানাবিধ তথ্য তাঁহার নিকট শ্রবণ করিয়া সম্ভবতঃ ইহার মননও সাধন করিয়া থাকিবেন, তাই তাঁহার প্রণীত "শ্রীশ্রীচণ্ডী পরিচয়" বহুতথ্যপূর্ণ সমাহার।

প্রসিদ্ধ গানে শুনা যায়—"কাল মেঘেরি বরণ করিয়া হরণ, কখন কখন শ্যামা পুরুষ হন।" পরমপুরুষকে নারীরূপে ভাবনা করা এবং মহামায়া নারীকে পুরুষরূপে ভাবনা করা—ইহা তো আধ্যাত্মিকরাজ্যের প্রকৃষ্ট কথা। কিন্তু, যে কোন দেব-দেবীর পূজোপাসনা এক অদ্বিতীয় সচ্চিদানন্দ ব্রহ্মতেই যাইয়া পৌছায়। "শ্রীশ্রীচণ্ডী পরিচয়ের" রচনাকারী হরলালের মনোভাব এরূপ বুঝা যায় যে তিনি নির্গুণ ও নির্ব্বিশেষ পরমপুরুষকে প্রকৃতি বা মহামায়ার সংযোগে অধিকতর রসাত্মক করিতে চণ্ডী প্রভৃতি গ্রন্থের মাহাত্ম্যের মাত্রা যেন বেশী মনে করেন। কিন্তু আমরা শ্বেতাশ্বতরোপনিষদে সাধককে বলিতে দেখিতে পাই—"ত্বং স্ত্রী ত্বম্ পুমানসি ত্বং কুমার উত বা কুমারী"(৪।৩)—" তুমি স্ত্রী,

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তুমি পুরুষ, তুমি কুমার অথবা তুমি কুমারীও হইতে পার"। সেই উপনিষদেরই অন্যত্র (৪।১০) বলা হইয়াছে—

মায়াং তু প্রকৃতিং বিদ্যান্মায়িনন্তু মহেশ্বরম্।
তস্যাবয়বভূতৈস্তু ব্যাপ্তং সর্ব্বমিদং জগৎ" ॥

—প্রকৃতিকে মায়া বলিয়া এবং পরমেশ্বরকে মায়ী বা মায়াধিপতি বলিয়া জানিবে। সেই (পরমেশ্বরেরই) অবয়বরূপে পরিগণিত সর্ব্ববস্তুদ্বারা এই সর্ব্ব জগৎ পরিব্যাপ্ত।" মায়ী ও মায়ার (অর্থাৎ পুরুষ ও প্রকৃতির) সংযোগ-ক্রীড়া তো অনাদিকাল যাবৎ চলিতেছে। মর্ত্ত্য মানুষ মরণশীল, আর পরম পুরুষ অমৃত অর্থাৎ অমরণশীল। সেই অমৃত পুরুষকে জানা ব্যতীত আর কোন মোক্ষলাভের পন্থা বা উপায় নাই। উল্লিখিত উপনিষদের আর একটি বাণী স্মরণপথে উদিত হয়, যথা—

বেদাহমেতং পুরুষং মহান্তং
আদিত্যবর্ণং তমসঃ পরস্তাৎ।
তমেব বিদিত্বাঽতি মৃত্যুমেতি
নান্যঃ পন্থা বিদ্যতেঽয়নায় ॥ ৩।৮

সাধক বলেন—"আমি সেই অমরণশীল মহান্ পুরুষ যিনি আদিত্যের ন্যায় জ্যোতির্ময় ও (অজ্ঞানরূপ) অন্ধকারের অতীত—তাঁহাকে জানিয়াছি। তাঁহাকে জানিতে পারিলেই (লোক) মৃত্যুকে অতিক্রম করিতে পারে। মোক্ষলাভের জন্য অন্য উপায় নাই।"

আশা করি শ্রীমান্ হরলালের "শ্রীশ্রীচণ্ডী পরিচয়" পুস্তকের বহুল প্রচার হইবে। ইতি

শ্রীরাধাগোবিন্দ বসাক

২৩।৩।৭৩ ইং

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বেদ শাস্ত্র যাহা মীমাংসা করিতে পারে নাই, তন্ত্র শাস্ত্র তাহা করিয়াছে। বেদের ব্রহ্ম (বা পুরুষ) একমাত্র 'রসঃ বৈ সঃ'। তন্ত্র পুরুষের সহিত প্রকৃতির মিলন ঘটাইয়া ঐ রস-আনন্দের সমাধান করিয়াছে। কারণ স্ত্রী ও পুরুষের মিলনই আনন্দ। উপরন্তু তন্ত্র-শাস্ত্র দেব-দেবী স্থূল মূর্তিগুলি প্রতিস্থাপনা করিয়া মানুষের চিন্তাবলম্বনের সহায়ক হইয়াছে। কারণ মানুষ স্থূল দৃষ্টি বা চিন্তায় বেদের নির্গুণ ব্রহ্ম বা পুরুষকে কল্পনা করিতে পারে না। আসলে মূর্তিগুলির মাধ্যমে সাধকগণ নির্গুণ ব্রহ্মকে ইউপলব্ধি করেন।

এইরূপে তন্ত্র-শাস্ত্র এ[illegible]শিষ্ট স্থান ধর্মজগতে অধিকার করিয়া রহিয়াছে। সাধারণ লোক তন্ত্র-শাস্ত্রকে পঞ্চমকারের শাস্ত্র বলিয়া মনে করে; ইহা একেবারেই সত্য নহে। নিষ্কাম আরাধনা বা কর্ম মোক্ষলাভের সহায়ক, এই সম্বন্ধে গীতা ও চণ্ডী একমত। গীতার পুরুষ (শ্রীকৃষ্ণ) ও চণ্ডীর নারী (মহামায়া) উভয়েই অনাদি ও অনন্ত; উহারা এক ও অভিন্ন।

নির্গুণ ব্রহ্মকেই এক এক ভক্ত এক এক মূর্তি বা নামে যথা কৃষ্ণ, নারায়ণ, বিষ্ণু, শিব, শঙ্কর, কালী, দুর্গা ইত্যাদি ভাবে ব্যক্ত করেন। যে নামে বা যে মূর্তিতেই তিনি আরাধ্য হউন না কেন তাহাতে (নির্গুণ-ব্রহ্মের) যায় আসে না। তিনি সর্বত্রই আছেন, তিনি জ্যোতিস্বরূপ, তিনি চৈতন্যস্বরূপ; তিনিই আনন্দস্বরূপ। তিনি সৎ-চিৎ-আনন্দম্; আবার তিনিই সত্যম্, শিবম্, সুন্দরম্,—ইহাই নির্গুণ-ব্রহ্মের সংজ্ঞা। আসলে তিনি নিরাকার; তিনি স-গুণে বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডে পরিব্যাপ্ত। তিনি অব্যক্ত, মন তাঁহাকে ব্যক্ত করিতে পারে না।

ভূমিকা :

ডঃ হিরণ্ময় বন্দ্যোপাধ্যায়, ডি-লিট্ ; এফ্-এ-এস্

মতামত :

ডঃ রাধাগোবিন্দ বসাক,
পি-এইচ্-ডি ; ডি-লিট্ ; এফ্-এ-এস্

সাধিকাপ্রবর শ্রীশ্রীগঙ্গা দেবী
পঞ্চতীর্থ, বেদান্ত-সরস্বতী

আলাপন : ডাঃ বিশ্বনাথ মণ্ডল, ডিষ্ট্রিক্ট হেল্থ অফিসার, কলিকাতা করপোরেশন
২০এ, বালীগঞ্জ ষ্টেশন রোড-১৯

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi